উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 16 May 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 355

‘আসব যাব চিরদিনের সেই আমি’

স্বপনসাধন বোস (টুটু)

(২৩.০১.১৯৪৭ - ১২.০৫.২০২৬)

শোকসন্তপ্ত

বোস পরিবার, সহকর্মীবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী ও অগণিত গুণমুগ্ধ

পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২২ মে, শুক্রবার। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত। নিজগৃহে (৫২/৩, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা ৭০০০১৯)

ভোট পরবর্তী হিংসায় পাশে না থাকার অভিযোগ

নাটকে অর্পিতা, আক্রান্ত কর্মীরা

সুবীর মহন্ত

নাট্য মঞ্চে অর্পিতা ঘোষ। -ফাইল ছবি

বালুরঘাট, ১৫ মে : প্রথম ইনিংসটা বছর কয়েক দীর্ঘস্থায়ী হলেও, দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে গেল মাত্র চার মাসেই। বিজেপির কাছে বড় ব্যবধানে হেরে বালুরঘাটকে বিদায় জানিয়ে ফের কলকাতার নাটকের মঞ্চে ফিরে গিয়েছেন অর্পিতা ঘোষ। তাঁর এই ফিরে যাওয়া নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে তৃণমূলে। কেননা, রাজ্যে পালাবদলের জেরে দক্ষিণ দিনাজপুরের বাকি অংশের সঙ্গে বালুরঘাটেও হামলার ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যদের মারধর, একের পর এক পার্টি অফিস ও ক্লাব দখল, ভাঙচুরের ঘটনায় আতঙ্কিত তৃণমূল কর্মীরা। তাঁদের পাশে তৃণমূল চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা, কাউন্সিলার মহেশ পারেখ, অভিজিৎ সাহাদের দেখা মিললেও, খোঁজ নেই অর্পিতার। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে দলেই।

বালুরঘাটে অর্পিতার উত্থান ২০১৪ সালে। সেবার এখান থেকে জয়ী হয়ে প্রথম লোকসভায় পা রাখেন 'পশুখামার', 'অচলায়তন', 'পঞ্চম বৈদিক'-এর নাট্যব্যক্তিত্ব অর্পিতা। '১৯-এর ভোটে বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের কাছে হারতে হয় তাঁকে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকেই জেলা সভাপতির দায়িত্ব দেন। '২১-এর বিধানসভা ভোটে তাঁকে দেওয়া হয় প্রচারের দায়িত্ব। কিন্তু বালুরঘাট, তপন বিধানসভায় হেরে যায় তৃণমূল। এরপর অর্পিতাকে তেমনভাবে আর কাজে লাগানো হয়নি। এমনকি, '২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও তাঁকে প্রার্থী করা হয়নি। রাজনৈতিক ডামাডোলে এই জেলার সঙ্গে কার্যত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তাঁর। সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আগে ছেড়ে দেন বালুরঘাটের ভাড়াবাড়িটিও। কিন্তু গত ২৭ জানুয়ারি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ফোন পেয়েই নতুন করে ব্যাগ গুছিয়ে নেন তিনি। সটান বালুরঘাটে পৌঁছে ঘাঁটি গাড়েন। যথারীতি তাঁকে বালুরঘাটে প্রার্থী করে তৃণমূল। বালুরঘাটের রঘুনাথপুরের একটি ফ্ল্যাট ভাড়াও নেন তিনি। '১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে অর্পিতা যখন দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁর হয়ে প্রচারে বালুরঘাটে এসেছিলেন অভিষেক। '২৬-এর ভোটেও বালুরঘাটে পা রাখেন অভিষেক। কিন্তু এবারও ক্লিন বোল্ড হতে হয়েছে অর্পিতাকে। এবারে তিনি প্রায় ৪৭ হাজার ভোটে হেরেছেন বিজেপির আইনজীবী প্রার্থী বিদ্যুৎ রায়ের কাছে।

সাংসদ থাকা অবস্থাতেই অর্পিতা ২০১৭-র বন্যার সময় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াননি, এবারের নির্বাচনি প্রচারে এমন অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল বিজেপি। '১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে গণনাকেন্দ্র দখলের অভিযোগ উঠেছিল। যা এবছরের ভোটে নতুন করে উসকে দেয় বিরোধী দলগুলি। ফলে বিজেপির জয় সহজ হয়ে যায়। ফল প্রকাশের পরই শুরু হয় ভোট পরবর্তী হিংসা। কিন্তু দলীয় কর্মীদের পাশে নেই অর্পিতা। শহর কমিটির এক নেতা বলছেন, 'আগেই আমরা বহিরাগত প্রার্থীকে এই আসন দেওয়ার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলাম। বিশেষ করে অর্পিতা ঘোষের মতো প্রার্থী, যাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু তাঁকে জোর করে বালুরঘাটে প্রার্থী করা হয় এবং আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই যা হওয়ার তাই হয়েছে। উনি হেরে গিয়ে কলকাতায় নাটক শুরু করেছেন। আর আমরা এখানে ঝড়ঝাপটা সামলাচ্ছি।' টেলিফোনে অর্পিতা বললেন, 'একটু কাজ থাকায় কলকাতায় এসেছি। নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছি। দল বলেছে কর্মীদের পাশে থাকতে, খুব শীঘ্রই বালুরঘাটে ফিরব।'

> একটু কাজ থাকায় কলকাতায় এসেছি। নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছি। দল বলেছে কর্মীদের পাশে থাকতে, খুব শীঘ্রই বালুরঘাটে ফিরব।
>
> অর্পিতা ঘোষ

ক্যানসারের দাওয়াই সাজারি

নিউজ ব্যুরো

১৫ মে : ক্যানসার বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর অন্যতম কারণ। ভারতে প্রতিবছর ১.৪ মিলিয়নের বেশি নতুন রোগী শনাক্ত হয়। কেমোথেরাপি, ইমিউনোথেরাপি এবং টার্গেটেড চিকিৎসার মতো সিস্টেমিক থেরাপিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও, সাজারি এখনও ক্যানসার চিকিৎসার মূল ভিত্তি, বিশেষত সলিড টিউমারের ক্ষেত্রে। চিকিৎসা প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সার্জিক্যাল কেয়ার পরিবর্তিত হয়েছে। সাজারি অঙ্কোলজি বহুমুখী ভূমিকা পালন করে। এটি বায়োপসির মাধ্যমে ক্যানসার নির্ণয়, রোগের পর্যায় নির্ধারণ, সম্ভব হলে টিউমার অপসারণ এবং উন্নত পর্যায়ে উপসর্গ উপশমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice(2nd Call)
NIT No. JGMCH/MSVP/eNIT – 07/ 2025-26 Dated, 13/05/2026 & Tender Id: 2026_HFW_1015583_2
e-Tender is invited by the MSVP, JGMC&H, Jalpaiguri from the eligible agency/firm for Hiring of Office Vehicle at JGMC&H, Jalpaiguri, bid submission closing date 30/05/2026 upto 04:00 pm. The detailed tender notice may be seen in the website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Medical Superintendent cum Vice Principal, Jalpaiguri Govt. Medical College & Hospital, Jalpaiguri
ICA-T7810(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
NIT No.: WBPWD/AE/JESD/NIT 25e/T (2nd Call) of 2025-26, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5014049_1. Name of Work:- Electrical Repairing & Renovation work at South Berubari PHC, Jalpaiguri. The last date for submission of tender 27-05-2026 at 11:10 A.M. All details can be seen from the website - http://etender.wb.nic.in or http://www.pwdwb.in or office of the undersigned during office hours.
Sd/- A.K.DAN, AE/JESD/JALPAIGURI.
ICA-T7873(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice
Tenders are invited from reputed farms for Setting up of FPMSs at RH & BPHC level in Uttar Dinajpur. NIeT Nos. – 60 of 2025-2026 (THIRD CALL), 64 of 2025-26 (THIRD CALL) & 67 of 2025-2026 (THIRD CALL). The last date & time of online bid submission as per NIT documents is 03.06.2026 upto 05 PM. For details, please visit www.wbhealth.gov.in & www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Secretary DH&FWS & CMOH, Uttar Dinajpur
ICA-T7811(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice(2nd Call)
NIT No. JGMCH/MSVP/eNIT – 03/ 2025-26 Dated, 13/05/2026 & Tender Id: 2026_HFW_1012205_2
e-Tender is invited by the MSVP, JGMC&H, Jalpaiguri from the eligible agency/firm Maintenance & renting of Parking area at JGMC&H, Jalpaiguri, bid submission closing date 30/05/2026 upto 04:00 pm. The detailed tender notice may be seen in the website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Medical Superintendent cum Vice Principal, Jalpaiguri Govt. Medical College & Hospital, Jalpaiguri
ICA-T7808(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
e-NIT No. WBIW/EE/APD/NIT-03(e)/2026-27
e-tender is invited by The Executive Engineer, Alipurduar Irrigation Division, College Halt, Alipurduar on behalf of Governor of W.B. for the work mentioned in the NIT under through online tendering process from the eligible & resourceful Contractors having sufficient credential & financial capacity for execution of work of similar nature. Details of NIT & Tender documents will be available from www.wbiwd.gov.in or https://wbtenders.gov.in on & from 16-05-2026 after 18.30 hrs. Bid submission end date 25-05-2026 up to 14.00 hrs. Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Irrigation Division, Irrigation and Waterways Directorate
ICA-T7818(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Tender ID 2026_WBPWD_5014038_1. Assistant Engineer, PWD, Balurghat Electrical Sub Division, invites Online tender for the work of Special renovation and modernization of El works at Buniadpur Highway Sub-Division Office at Buniadpur under Balurghat Electrical Sub Division, Dakshin Dinajpur P.W.Dte. Bid Submission start date: 18.05.2026 at 10:00 Hrs. Bid Submission closing date 30.05.2026 at 12:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD Balurghat Electrical Sub Division.
ICA-T7864(1)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৮৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৯১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৯৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৯৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সেতুর কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৩-০৫-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: টেন্ডার সংখ্যা. ০৩-এপি-III-২০২৬। কাজের নামঃ এসএসই/ওয়ার্কস/এপিডিজে অধিক্ষেত্রের অধীনে ৩৭/৭-৯ কিলোমিটারে সেতু নং. ৭৯ (স্প্যান ৫×১৮.৩ মিটার), ৪২/৪-৭ কিলোমিটারে সেতু নং. ৯১ (স্প্যান-৭×১৮.৩ মিটার), ৫১/৮-৯ কিলোমিটারে সেতু নং. ১৩২ (স্প্যান- ৩×৪৫.৭০ মিটার), ৩৩/৮-৯ কিলোমিটারে সেতু নং. ৭৩ (স্প্যান- ১×৪+৮×২.৬০), ৩৫/১-২ কিলোমিটারে সেতু নং. ৭৬ (স্প্যান-৪×৬.১০) এবং ৭১/০-১ কিলোমিটারে সেতু নং. ১৭৩ (স্প্যান-২×৬.১০+২×১২.২০) এর ক্ষতিগ্রস্ত সুরক্ষা কাজের মেরামত। টেন্ডার রাশিঃ ৪,৪১,০৪,৬৫০.৫৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮,৮২,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ব্যবসা

R.O পানীয় জলকারখানা করে, মাসিক লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করুন। 6291409300/ 7890737045. (K)

কর্মখালি

দিনহাটায় একটি ওষুধের দোকানের জন্য কাজ জানা ছেলে চাই। সময় : 9 A.M. - 9 P.M.। মাহিনা - 10,000/-, যোগাযোগ : 9832008927. (C/121404)

অ্যাফিডেভিট

আমি Rafiqul Islam. আমার বাবা Late Ramjan Ali. কিন্তু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম আছে Lt. R. Ali. 14/5/26 এ তুফানগঞ্জ জেএম কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা Ramjan Ali ও Lt. R. Ali একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। (S/A)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 2021 0006365 আমার বাবার নাম ভুলবশত Jabed Ali -র পরিবর্তে Jaben Ali নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 19-2-26, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Jabed Ali এবং Jaben Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Ahanur Islam, টাকাগাছ, দক্ষিণ টাকাগাছ, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/121402)

•

আমি Nityaranjan Sutradhar আমার কন্যার Shreyashi Sutradhar এর জন্ম শংসাপত্রে Nitya Sutradhar আছে। গত 18/03/2026 তারিখে 1st Class J.M. কোর্টে জলপাইগুড়ি অ্যাফিডেভিট নং. 7695 দ্বারা Nityaranjan Sutradhar ও Nitya Sutradhar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/121921)

•

আমি, Abinash Pradhan S/o Dil Bahadur Pradhan আমার Rural Postal Life Insurance being policy No. (1) RWB-SG-EA-2300985 dt. 21-02-09 (2) R-WB-EA-419832 Dt. 20-04-12 (3) R-WB-EA-627968 dt. 23-06-14 (4) R-WB-EA-628150 dt. 24-06-14 আমার নাম ভুল থাকায় গত, 12/05/26 তারিখে শিলিগুড়ি 1st ক্লাস 3th কোর্টে LD. J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, আমি, Abhinas Pradhan থেকে Abinash Pradhan নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/113790)

•

I, Debasmita Basu, A.T., Bahadur Thuta Pakuri High School have been known as Debasmita Some Basu through an Affidavit before the 1st Class Judicial Magistrate Court, Jalpaiguri on 13.05.2026. Henceforth, both the names "Debasmita Basu" and "Debasmita Some Basu" shall refer to one and the same person. (C/121928)

বিপজ্জনক স্থানে বসছে ওয়েদার স্টেশন

দুর্যোগ মোকাবিলায় উদ্যোগী রেল দপ্তর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ মে : প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম খবর পেতে বিপজ্জনক স্থানগুলিতে উন্নতমানের স্বয়ংক্রিয় ওয়েদার মনিটরিং স্টেশন স্থাপনের কাজ শুরু করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। আপাতত মিজোরাম, লামডিং ও মণিপুরে ৩টি ওয়েদার স্টেশন বসানো হয়েছে। বর্ষার মরশুম শুরুর আগে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও শিলিগুড়িতে আরও ৬টি ওয়েদার স্টেশন বসানো হবে। উন্নতমানের এই স্টেশনগুলির মাধ্যমে আবহাওয়ার নির্ভুল ও রিয়েল টাইম পূর্বাভাস পাওয়া যাবে। যাতে বন্যা, ভূমিধস এবং প্রতিকূল আবহাওয়ায় যথাসময়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন, এই স্বয়ংক্রিয় অ্যাডভান্সড ওয়েদার স্টেশনগুলি উন্নত সেন্সর দিয়ে সজ্জিত। রেইনগেজ সেন্সরগুলো প্রতি ঘণ্টায় ৯০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির তীব্রতা রেকর্ড করতে সক্ষম।

অন্যদিকে, টেম্পারেচার সেন্সরগুলো মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে প্লাস ৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারে। এছাড়া উইন্ড মনিটরিং সেন্সরগুলি প্রতি সেকেন্ডে ৮০ মিটার পর্যন্ত বাতাসের গতিবেগ রেকর্ড করতে পারে। একশো শতাংশ পর্যন্ত পরিসরের আর্দ্রতা এবং বায়ুমণ্ডলে ১২০০ হেক্টোপাস্কাল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপ করতে পারবে। ফলে রেল চলাচলে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে এবং দুর্গম ভৌগোলিক অঞ্চলে রেল পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে যাত্রীদের দেওয়া সম্ভব হবে।

রেল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, রেললাইনে বন্যপ্রাণীর গতিবিধি জানতে রেল ট্র্যাকেও সেন্সর বসানো হয়েছে। সমন্বয় রাখা হচ্ছে বন দপ্তরের সঙ্গে। আবহাওয়া দপ্তর থেকে রেল পূর্বাভাস পেয়ে থাকে। কিন্তু রেল ধীরে ধীরে নিজেরা এই বিষয়গুলিতে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে চাইছে। তাই উত্তর-পূর্ব ভারত এবং উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত রেলস্টেশনগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গের বন্যাকবলিত ডুয়ার্সের কিছু এলাকা।

নিজেরা স্বাবলম্বী হলেও রেল স্থানীয় প্রশাসন ও আবহাওয়া বিভাগ থেকে ভবিষ্যতেও তথ্য গ্রহণ করবে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর আগেভাগে পেলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব বলে রেল কর্তৃপক্ষ মনে করছে। উত্তরবঙ্গের একাধিক বন্যাপ্রবণ এলাকায় এই ধরনের উন্নতমানের স্বয়ংক্রিয় ওয়েদার মনিটরিং স্টেশন থাকলে যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাবে।

আইআইটি'র 'কৃতি' প্রোগ্রামে মিসবাহুল

বালুরঘাট, ১৫ মে : দক্ষিণ দিনাজপুরের মুখ উজ্জ্বল করল বালুরঘাটের পিএম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া মিসবাহুল বাসার। আইআইটি খড়্গপুরের 'কৃতি' প্রোগ্রামের জন্য নির্বাচিত হয়েছে সে। 'কৃতি' হল আইআইটি খড়্গপুর পরিচালিত ছয় সপ্তাহের একটি আবাসিক ও ভিত্তিমূলক কর্মসূচি। মূলত স্কুল স্তরের পড়ুয়াদের বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা এবং গাইডেড লার্নিং ও হাতে-কলমে প্রোজেক্টের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা দেওয়াই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। দেশজুড়ে মেধার ভিত্তিতে প্রায় ২৫০ পড়ুয়াকে বেছে নেওয়া হয় এই প্রোগ্রামের জন্য। প্রথমে আইআইটি খড়্গপুরের পোর্টালে আবেদন জানাতে হয়। সেখানে নিজের শিক্ষাগত তথ্যের পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের রেকমেন্ডেশন জমা দিতে হয়। সেই ধাপ পেরোলে পড়ুয়াদের নিজেদের ভাবনা থেকে তৈরি অভিনব প্রোজেক্ট পাঠাতে হয় খড়্গপুরে। সেই প্রোজেক্ট বাছাই হলেই মেলে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ।

মিসবাহুল 'মাইক্রো ফার্টিলাইজার'-এর উপর একটি প্রোজেক্ট জমা দিয়েছিল। মিসবাহুলের কথায়, 'ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে আমি নবোদয় বিদ্যালয়ে পড়ছি। বাড়ি হরিরামপুর ব্লকে হলেও ছোট থেকেই বালুরঘাটে থেকে পড়াশোনা করছি। বাবা কৃষক। আবাসিক স্কুলের শিক্ষকদের গাইডেন্স না পেলে এই সুযোগ পাওয়া সম্ভব হত না।' স্কুলের অধ্যক্ষ সন্দীপ দত্ত বলেন, 'একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা এই প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারে। আমাদের স্কুল থেকে তিনজন আবেদন করেছিল। তার মধ্যে শুধু মিসবাহুল নির্বাচিত হয়েছে।'

University of North Bengal
P.O. NBU, Dist. Darjeeling-734013
B.A. LL.B (Honours)
Admission Notification
Online applications are invited for admission to the First Semester of 5 year integrated B.A. LL.B. (Honours) Course for the Session 2026-2027 from 20.05.2026 to 01.06.2026 on Online Payment of Rs. 500/- (Rs. 200/- for SC/ST/OBC/PwD Candidates).
Candidates please visit admission Section at : https://nbu.ac.in for details of Online Admission procedure and Prospectus.
Advt. No. 01/R-2026, Dated : 16.05.2026 Registrar (Acting)

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
অ্যাডমিন ইউনিট/জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্সেল-এসডিএএইচ-৬০। অকশনিং অথোরিটিঃ সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। বিডিং সিস্টেমঃ নর্মাল অকশন (সিঙ্গল স্টেজ)। অকশন শুরু (সকল লট)ঃ ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.১০ মিনিট। অটো এক্সটেনশন জোনঃ ১২০ সেকেন্ড। অটো এক্সটেনশন সময়সীমাঃ ১২০ সেকেন্ড। ইনিশিয়াল কুলিং অফ সময়সীমাঃ ৩০ মিনিট। সাকসেসিভ লটস্ ক্লোজিং ইন্টারভালঃ ১০ মিনিট। সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ ১০ বার। ডিসিশন মোডঃ অটো। আরপি ডিসপ্লেঃ না। আরপি-র নীচে অনুমোদিত বিডঃ হ্যাঁ। রাইট অফ ফার্স্ট রিফিউজাল (আরওএফআর) প্রযোজ্যঃ না। বিবরণঃ এসএলআর কোচে (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট) পার্সেল স্পেস (এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/১০-এর জন্য) এবং পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস (এসইকিউ নং. এবি/১-এর জন্য)। ক্যাটেগরিঃ পার্সেল-এসএলআর (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১০-এর জন্য) এবং পার্সেল-পার্সেল ভ্যান (এসইকিউ নং. এবি/১-এর জন্য)। এসইকিউ নং., লট নং., ট্রিপ/দিন, বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নরূপঃ এএ/১, ১২৩৪৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এইচডিবি-২৬-৩, ১০৯৬, ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। এএ/২, ১২৩২৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এএনডিটি-২৬-২, ১৫৭, ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। এএ/৩, ১৩১৩৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএমএইচ-২৬-২, ১৫৭, ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। এএ/৪, ১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৬-২, ৬২৭, ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা। এএ/৫, ১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৬-১, ১০৯৬, ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.১০ মিনিট। এএ/৬, ১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৬-২, ৪৭০, ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.২০ মিনিট। এএ/৭, ১২৩৬৩-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এইচডিবি-২৬-১, ৪৭০, ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। এএ/৮, ১২৩১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২৬-১, ৩১৩, ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৪০ মিনিট। এএ/৯, ১৩১৬৩-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৬-১, ৭৮২, ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৫০ মিনিট। এএ/১০, ১৩১২১-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিসিটি-২৬-১, ১৫৬, ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। এবি/১, ১৩১৫১-১৩১৫২-ভিপি-১-কেওএএ-জেএটি-২৬-৩, ৯৩৯, ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.১০ মিনিট। রেট ইউনিটঃ প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি (এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/১০-এর জন্য) এবং প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে) (এসইকিউ নং. এবি/১-এর জন্য)। ন্যূনতম আইএনসিআর (%)ঃ ০.২ (প্রত্যেকটির জন্য)। ইএমডিঃ ১০ ট্রিপের বিড মূল্য (ন্যূনতম ৫ লাখ) (এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/১০-এর জন্য) এবং ৫ রাউন্ড ট্রিপের বিড মূল্য (ন্যূনতম ১০ লাখ) (এসইকিউ নং. এবি/১-এর জন্য)। ন্যূনতম টার্নওভার প্রয়োজনঃ ০ টাকা (প্রত্যেকটির জন্য)। লট স্ট্যাটাসঃ আরপি পেন্ডিং (প্রত্যেকটির জন্য)।
SDAH-42/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সিবিএসই দ্বাদশে নজরকাড়া ফল টেকনো স্কুলের

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৫ মে : সিবিএসই'র দ্বাদশ শ্রেণিতে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের পরীক্ষার্থীরা নজরকাড়া ফল করেছে। সামগ্রিক পাশের হার প্রায় ১০০ শতাংশ। নিয়মিত ক্লাস টেস্ট, ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন এবং শিক্ষকদের ব্যক্তিগত গাইডেন্সের কারণেই চমকপ্রদ ফল হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ি টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলের অধ্যক্ষ নন্দিতা নন্দী।

শিলিগুড়ি টেকনো স্কুলে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে বিজ্ঞান বিভাগের ওজস্বী রায়। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৭.৪০ শতাংশ। বাণিজ্য এবং কলা বিভাগে সেরা হিমশ্রী বারারি এবং রিতিকা সরকার। ৯৩.৮০ শতাংশ নম্বর পেয়ে রায়গঞ্জ টেকনো স্কুলের সেরা বিজ্ঞান বিভাগের সুপ্রিয় ঘোষ। বাণিজ্য এবং কলা বিভাগে প্রথম ঋধি বালদেওয়া এবং স্নেহা সরকার। স্কুলের অধ্যক্ষ অভিজিৎ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, পাশের হার ১০০ শতাংশ।

আলিপুরদুয়ার টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলে প্রথম কলা বিভাগের সন্দীপ্তা ভৌমিক। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৬.২ শতাংশ। কোচবিহারে বিজ্ঞান বিভাগের অবন্তিকা গোস্বামী ৯৬ শতাংশ নিয়ে স্কুলে প্রথম। জলপাইগুড়িতে বিজ্ঞান বিভাগের সোমশুভ্র কর ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্কুলের সেরা।

জলপাইগুড়ি টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলের প্রিন্সিপাল কৃত্তিকা ঘোষ বলেন, 'প্রত্যেক বছরের মত এবছরও আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফল করেছে।'

F. No. BN/2-R/Auction/Hasimara/354
Govt. of India, Min. of Defence, Defence Estates Office, Siliguri Circle
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal, PIN-734001
Ph: 0353-2436418
E- AUCTION NOTICE
The intending bidders are invited to participate in E-Auction for cutting and removal of **354** Nos. of standing green/ dry trees of various species at Air Force Station Hasimara, Alipurduar Dist., West Bengal through E-Auction portal (**www.eauction.gov.in**) on **03.06.2026** between **09:00 hours To 17:00 hours.**
The intending bidders are requested to visit the above mentioned E-Auction website and follow the instructions for creating/registering profile for bidding. Terms and conditions of the sale are available in the Public Auction Notice. The participants may download the same from the website mentioned above and submit a Demand Draft/Banker's Cheque for **Rs 1,27,050/-** (Rupees One lakh twenty seven thousand fifty only) in favour of **Defence Estates Officer, Siliguri Circle** as Earnest Money Deposit to this office for participating the auction, failing which they will not be allowed to participate in the auction. Bid auto extension will be 10 minutes.
BN/2-R/Auction/Hasimara/354
Station: Siliguri.
Dated: 14 May, 2026
Kunal Rohilla, **IDES**
Defence Estates Officer
Siliguri Circle

আজ টিভিতে

বিবি বক্সী (টেলিভিশন প্রিমিয়ার) বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ অরুন্ধতী, দুপুর ১২.৩০ দেবী, বিকেল ৪.০০ হিরোগিরি, সন্ধে ৭.০০ সূর্যবংশী, রাত ৯.৪৫ পাওয়ার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ নাচ নাগিনী নাচ রে, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ বিবি বক্সী, সন্ধে ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ প্রতিকার
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মিলন তিথি, বেলা ১১.৩০ দোলন চাঁপা, দুপুর ২.৩০ অগ্নিপথ, বিকেল ৫.৩০ পিতা মাতা সন্তান, রাত ৮.০০ সংঘর্ষ, ১১.০০ ইনস্পেক্টর নটি কে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পাতালঘর, সন্ধে ৭.৩০ শতরূপা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বদলা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সজনী গো সজনী
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৫৪ দ্য ক্যারাটে কিড, দুপুর ১.৫৪ নাজায়েজ, বিকেল ৪.৪৪ বড়ে ঘর কি বেটি, সন্ধে ৭.৫০ আগ, রাত ১০.৩৫ আতিশ
জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৫৩ সর্দার গব্বর সিং, দুপুর ১.১৯ জওয়ান, বিকেল ৪.৫২ কসম পয়দা করনে ওয়ালে কি, সন্ধে ৭.৩০ ব্রুস লি, রাত ১০.১০ ক্রোকোডাইল আইল্যান্ড

শতরূপা সন্ধে ৭.৩০ ডিডি বাংলা

জওয়ান দুপুর ১.১৯ জি অ্যাকশন

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও আত্মীয়স্বজনের কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করবেন না। কর্মক্ষেত্রে কোনও কাজের সুবাদে বাইরে যেতে হতে পারে। বৃষ : শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাওয়ার সুযোগ মিলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের মন জয় করতে সক্ষম হবেন। মিথুন : মায়ের স্বাস্থ্যের কারণে চিন্তা বাড়বে। অকারণে কাউকে কটু কথা বলে অনুশোচনা। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কর্কট : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে না পারলে আর্থিক সমস্যায় জেরবার হতে পারেন। ব্যবসায়ীরা শুল্ক সংক্রান্ত সমস্যায় পড়তে পারেন। সিংহ : অপনার মধুর ব্যবহারে পরিবারে শান্তি ফিরবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ এবং দায়িত্ব দুই-ই বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় সন্তানের সাফল্য। কন্যা : দাম্পত্যে সুখ শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। তুলা : না জেনেবুঝে কারও সমালোচনায় যাবেন না। জমি, বাড়ি কেনার আগে বাড়ির বয়স্কজনের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। বৃশ্চিক : ব্যবসায় গোপন শত্রুরা আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। সামাজিক কোনও অনুষ্ঠানে সম্মানিত হতে পারেন। ধনু : কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় ব্যাংক ঋণ মনজুর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। মকর : বাড়ির কাউকে না জানিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সমস্যায় পড়তে পারেন। চোখের অসুখ নিয়ে ভোগান্তি বাড়বে। কুম্ভ : ব্যবসায় ভালো লাভ হলেও, পাওনা টাকা আদায় নিয়ে একটু সমস্যা থাকবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা মিটে যাবে। মীন : বিশেষ প্রয়োজনে কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা একাধিক ভালো সুযোগ পেতে পারেন। অপ্রত্যাশিত অর্থ লাভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ভাঃ ২৬ বৈশাখ, ১৬ মে ২০২৬, ১ জেঠ, সংবৎ ১৫ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৮ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।০, অঃ ৬।৭। শনিবার, অমাবস্যা রাত্রি ১।৫১। ভরণীনক্ষত্র অপরাহ্ণ ৫। ৩২। সৌভাগ্যযোগ দিবা ১০।১৭। চতুষ্পাদকরণ দিবা ২। ৫৬ গতে নাগকরণ রাত্রি ১।৫১ গতে কিন্তুঘ্নকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, অপরাহ্ণ ৫।৩২ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১১।৯ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, অপরাহ্ণ ৫।৩২ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, রাত্রি ১।৫১ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৬। ৩৯ মধ্যে ও ১। ১২ গতে ২। ৫১ মধ্যে ও ৪। ২৯ গতে ৬।৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৯ মধ্যে ও ৩।৩৯ গতে ৫।০ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। রাত্রিতে শ্রীশ্রীফলহারিণী কালিকাপূজা। মহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫। ৪৮ মধ্যে ও ৯।২২ গতে ১২।৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৩৬ গতে ৬।৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।০ গতে ৭।৪২ মধ্যে ও ১১।১৬ কালি গতে ১।২২ মধ্যে ও ২। ৪৮ গতে ৫।০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৫,২৩৭.৯৯ (-১৬০.৭৩)
নিফটি : ২৩,৬৪৩.৫০ (-৪৬.১০)

ইডেনের বাঁচার ম্যাচে কাটা গিল-সাই
আশা আরও ক্ষীণ ১১

২১ জুন আবার নিট, বদলাচ্ছে পদ্ধতি ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩১° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন

ধার-এর ভোজশালা সরস্বতী মন্দির ১০

শিলিগুড়ি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 16 May 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 355

ভোট শেষে জ্বালানি আরও মহার্ঘ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৫ মে : তেলের ভাণ্ডার তো ভারতের নেই- এই বার্তায় সংকটের আভাস দিয়েই রেখেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পর তাঁর ওই বার্তা বুঝিয়ে দিয়েছিল জ্বালানি তেলের দাম বাড়ল বলে। নির্বাচনের কারণে সরকার যে কোনও রকমে ওই মূল্যবৃদ্ধি ঠেকিয়ে রেখেছে, তা বোঝা যাচ্ছিল। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর ১১ দিনের মাথায় এক ধাক্কায় পেট্রোল ও ডিজেলের লিটার প্রতি দাম বাড়িয়ে দেওয়া হল ৩ টাকা করে।

রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি কোপ পড়ল বাংলায়। দেশের চার মহানগরের মধ্যে জ্বালানি সবচেয়ে মহার্ঘ এখন কলকাতায়। দিল্লিতে যেখানে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ৯৭.৭৭ এবং ৯০.৬৭ টাকা, সেখানে কলকাতায় বিক্রি হচ্ছে যথাক্রমে ১০৮ টাকা ৭৪ পয়সায় ও ৯৫ টাকা ১৩ পয়সা দরে। অর্থাৎ দিল্লির চেয়ে প্রায় ১১ টাকা বেশি।

কলকাতার চেয়ে কম দামে তেল বিক্রি হচ্ছে মুম্বই ও চেন্নাইয়েও।

এরপর চারের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

ক্ষমতালিপ্সা, দোলাচল যেন বাঙালির মজ্জায়

গৌতম সরকার

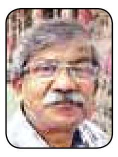

রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি...।

বাঙালির দ্বিধা যায় না। বাঙালির আঠারো মাসে বছর। ভোট বাজারেও বাঙালি সিদ্ধান্ত নিতে কালবিলম্ব, দিশাহীনতা। 'কোন পথে যে চলি...' ঠিক করতে পারে না বাংলার দলগুলি। ভোটগণনা চলাকালীনই তৃণমূল অভিযোগ তুলেছিল, ভোট চুরি হয়েছে। ইভিএম-এ জালিয়াতি হয়েছে। অন্তত ১০০ আসনে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে মামলাও করেছে।

শেষপর্যন্ত অবশ্য সেই ফলাফলকে মেনেও নিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। গুটিগুটি পায়ে বিধানসভায় শামিল হয়েছেন দলের বিধায়করা। বাঙালির দল তো। বিরোধী দলে থাকলেও ক্ষমতার যেটুকু অংশ পাওয়া যায়, তা-ই বা কম কী! সেসব হারাতে মন চায় না। নেতৃত্ব চাইলেও বিধায়করা মানবেন, তেমন নিশ্চয়তা নেই। ৪ মে থেকে নিত্যদিন এই ফল মানি না বলে বিষোদ্গার করেছেন তৃণমূল নেত্রী। আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়েননি।

এরপর চারের পাতায়

কল রেকর্ড, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ইত্যাদি সব বের করব। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোনও মন্ত্রীর কোনও নির্দেশ ছিল কি না, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা হবে।

-শুভেন্দু অধিকারী

হিংসায় ছাড় নয়, বার্তা শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ মে : শুভেন্দু অধিকারী বললেন, তাঁর সরকারের আমলে বিরোধী নেতাকে ১১ মাস বিধানসভার বাইরে থাকতে হবে না। বিরোধীরা ৫০-৫০ গুরুত্ব পাবে। বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের বার্তা প্রথম দিনই দিলেন নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু। কিন্তু বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, 'স্বেচ্ছাচারের পদধ্বনি' শুনতে পাচ্ছি বলা মাত্র মুখ্যমন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে দিলেন বিজেপি সরকারের কড়া অবস্থান। ২০২১-এ ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে অভিযুক্তদের জেলে ঠাঁই হবে বলে সটান জানিয়ে দিলেন।

নতুন সরকারের আমলে শুক্রবার বিধানসভার অধিবেশন অবশ্য শুরু হয়েছিল সৌজন্যের আবহে। অধ্যক্ষ পদে কোনও প্রার্থী দেয়নি তৃণমূল। তবে অধ্যক্ষ নির্বাচনপর্বে বিধানসভার ভিতরে ছিলেন না কোনও তৃণমূল বিধায়ক। সর্বসম্মতিতে কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁরা অধিবেশন কক্ষে ঢোকেন। প্রথা মেনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিরোধী দলনেতা নবনির্বাচিত অধ্যক্ষকে পৌঁছে দেন তাঁর চেয়ারে।

তারপর শুরু হয় অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ জানানোর পালা। প্রথম ভাষণ দেন শুভেন্দু। তারপর ভাষণ দিতে উঠে বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সরকারপক্ষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'প্রচারে বিজেপি বলেছিল, বিজেপির সরকার মানে ভরসা ইন, ভয় আউট। কিন্তু নির্বাচনে জেতার পর মানুষের ভয় চারগুণ বেড়ে গিয়েছে। বহু মানুষ ঘরছাড়া হয়ে আছেন। আপনারা বলছেন ভয় আউট, ভরসা ইন। বাস্তবে ভয় আছে, ভরসা নেই। স্বেচ্ছাচারী শাসকের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।' তিনি বক্তৃতা শুরু করা মাত্র অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে উঠে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আপনার অন্য কথা নিয়ে কিছু বলছি না। কিন্তু রাজ্যে কোনও ঘরছাড়া আছে বলে আমার জানা নেই। তবুও যদি কেউ ঘরছাড়া হয়ে থাকে, ডিজিকে তার তালিকা দিন। আমি কথা দিচ্ছি, এলাকার বিজেপি বিধায়ক ও সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ

এরপর চারের পাতায়

কান টানলে...

আরজি কর কাণ্ডে সাসপেন্ড ৩ পুলিশকর্তা

বিনীত গোয়েল

অভিষেক গুপ্তা

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ মে : আদালতে কী হবে, তার জন্য অপেক্ষা করল না বিজেপি সরকার। অভয়া মামলার ফাইল নতুন করে খুলে ফেলল দায়িত্ব নেওয়ার ছয়দিনের মধ্যে। সাম্প্রতিককালে বাংলা কাঁপিয়ে দেওয়া আরজি কর মেডিকেল কলেজের ওই ঘটনায় কতটা কঠোর হতে পারে নতুন সরকার, বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলের তিন হাইপ্রোফাইল আইপিএস অফিসারকে তো সাসপেন্ড করলেনই, প্রয়োজনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে তদন্তের আওতায় আনার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন।

বিধানসভা থেকে নবান্নে গিয়ে শুক্রবার এই বিস্ফোরক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট কথায় তিনি বলেন, 'নির্যাতিতার পরিবারকে রাজ্য সরকারের তরফে টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টার অভিযোগে তিন পুলিশকর্তাকে আমরা সাসপেন্ড করছি।' কারা ওই পুলিশকর্তা? একজন বিনীত গোয়েল, যিনি ঘটনার সময় কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন। এখন এডিজি। অন্য দুজন কলকাতা পুলিশের তৎকালীন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় এবং তৎকালীন ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তা।

ইন্দিরা এখন সিআইডি-র স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং অভিষেক ইএফআর-এর কমান্ডিং অফিসার। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হচ্ছে বলে শুভেন্দু জানান। তাঁর পরের ঘোষণাটি আরও ভয়ংকর। তাতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে যেতে পারেন তদন্তের আওতায়। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'কল রেকর্ড, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ইত্যাদি সব একে একে বের করব। দেখা হবে এই অফিসাররা সেসময় কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোনও মন্ত্রীর সরাসরি কোনও নির্দেশ ছিল কি না, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হবে।'

মেয়ের ধর্ষণ-খুনের বিচার চেয়ে আদালতের দরজায় দরজায় ঘুরেছেন অভয়ার মা ও বাবা। *এরপর চারের পাতায়*

মণিপাল হসপিটালস্
লাইফস্ অন
কম্প্রিহেন্সিভ ক্যান্সার কেয়ার সেন্টার

উত্তরবঙ্গের
প্রথম ট্রু-বিম
রেডিয়েশন থেরাপি
ক্যান্সার চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত

অক্টোবর ২০২৫ থেকে এখন পর্যন্ত মোট
৯৫ জন রোগীর চিকিৎসা সম্পন্ন হয়েছে

ট্রু প্রিসিশন | ট্রু স্পিড | ট্রু-বিম

- অত্যাধুনিক ইমেজিং (Cone beam CT): নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদে সক্ষম।
- জটিল চিকিৎসায় পারদর্শী: SBRT এবং SRS-এর মতো উন্নত সুবিধা।
- দ্রুত ও নিখুঁত: হাই ডোজ রেট এবং হাই স্পিড ডেলিভারি।
- সময় সাশ্রয়ী: খুব অল্প সময়ে সম্পূর্ণ ট্রিটমেন্ট সেশন।

www.manipalhospitals.com/rangapani

মণিপাল হসপিটাল রাঙাপানি
রাঙাপানি, জেলা: দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ 734 434
যোগাযোগের জন্য ফোন করুন:
+91 0353 6640000 / 0353 6620000

শিলিগুড়িতে ঘুরপথে বিজেপিতে ঢোকার চেষ্টা

বজরং দলের নামে ফর্ম বিলি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : '২৬-এর নির্বাচনে বিপুল আসনে জয়লাভের পর দলের 'তৃণমূলিকরণ' রুখতে আপাতত অন্য দল থেকে যোগদান বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিকে, রাজ্যে পালাবদল হতেই তৃণমূলের একাংশ নেতা গেরুয়া আবির মেখে, গলায় গেরুয়া উত্তরীয় পরে ঘুরছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ির একাধিক ওয়ার্ডে বজরং দলের নামে ফর্ম ছাপিয়ে দল ভারী করার অভিযোগও উঠেছে। অভিযোগ, বেশ কিছু ক্ষেত্রে টাকাও নেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতাদের কাছেও অভিযোগ গিয়েছে বলে খবর। বিষয়টি নিয়ে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

উত্তরবঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা লক্ষ্মণ বনসল বলছেন, 'এই ধরনের অভিযোগ আমরা শুনেছি। দ্রুত বন্ধ করতে বলেছি। না হলে পুলিশকে দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁদের সদস্য হতে কোনও কার্ড কিংবা ফর্মের প্রয়োজন নেই। সদস্য হতে গেলে তাঁদের কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করলেই হবে এবং তাঁদের রীতিনীতি মেনে চলতে হবে।

কিন্তু কেন হঠাৎ বজরং দলের নামে ফর্ম ছাপানো হচ্ছে? একটি সূত্রের দাবি, বিজেপি যোগদান বন্ধ রাখলেও, আরএসএস সকলের জন্য দরজা খোলা রেখেছে। এদিকে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আরএসএস-এর একটি শাখা সংগঠন। অন্যদিকে, বজরং দল আবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শাখা সংগঠন। ফলে ঘুরপথে বিজেপিতে নাম লেখানোর জন্য এমন কাণ্ড করা হচ্ছে বলে মনে করছেন শাসকদলের কয়েকজন নেতা। এদিকে, সংঘ সকলের জন্য দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়ায় সেখানে ইতিমধ্যেই ভিড় বাড়তে শুরু করেছে বলে খবর। অনেকেই সদস্য হতে মরিয়া। তবে সংঘ, বিজেপি এবং বজরং দল যে এক নয় সেটা বুঝতে নতুনদের সমস্যা হচ্ছে বলে সংঘ সূত্রে খবর।

■ শিলিগুড়ির একাধিক ওয়ার্ডে বজরং দলের নামে ফর্ম ছাপিয়ে বিলি করার অভিযোগ

■ ৩২, ৪০, ৪১, ৪৬ সহ আরও কয়েকটি ওয়ার্ডে এই ফর্ম বিলি করা হচ্ছে

> এই ধরনের অভিযোগ আমরা শুনেছি। দ্রুত বন্ধ করতে বলেছি। না হলে পুলিশকে দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **লক্ষ্মণ বনসল**
> *বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা, উত্তরবঙ্গ*

গত দু'তিনদিন ধরে কয়েকজন ব্যক্তি শিলিগুড়ির ৩২, ৪০, ৪১, ৪৬ সহ আরও কয়েকটি ওয়ার্ডে বজরং দলে সদস্যপদ পাইয়ে দিতে ফর্ম বিলি করছেন বলে খবর। যাঁরা এই কাজ করছেন, তাঁদের পরিচয় জানতে মরিয়া হয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতারা। সূত্রের খবর, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতারা মনে করছেন ওই ব্যক্তিদের কয়েকজনের সঙ্গে সংঘ পরিবারের কোনও না কোনও নেতার যোগাযোগ রয়েছে। সেজন্য বিষয়টি সমন্বয় বৈঠকে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। একইভাবে এনজেপির রাশ ধরে রাখতে মরিয়া একদা তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নেতাও সেই চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে দাবি। তবে সংঘ নেতাদের ধমকে আপাতত সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলে খবর।

কাজ শেষ করে বাড়ির পথে।। *আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের শ্রীনাথপুর চা বাগানে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

কৃষ্ণ উধাও, বেদখল জমি পুনরুদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ১৫ মে : তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস এলাকাছাড়া হতেই জমি পুনরুদ্ধার করে চাষাবাদ শুরুর পথে বারোপাটিয়া এলাকার তিস্তাপারের কৃষকরা। শুক্রবার বারোপাটিয়া নতুনবস গ্রাম পঞ্চায়েতের নাথুয়ারচর এলাকায় বছরের পর বছর ধরে কৃষ্ণর দখলে থাকা জমিগুলি পুনরুদ্ধার করলেন জমির প্রকৃত দখলদাররা। অভিযোগ, তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন কৃষ্ণ হাজার হাজার বিঘা চাষের জমি দখল করেন। কখনও বাইরে থেকে জমি মাফিয়াদের এনে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে তাঁদের হাতে সেসব জমি তুলে দিয়েছিলেন। কখনও নিজের লোকজনকে দিয়ে সেই জমিতে চাষাবাদ করিয়ে ফসল বিক্রির টাকা নিয়েছেন। জমি ফেরত চাইলেই লক্ষ লক্ষ টাকা দাবি করা হত। জমির পাট্টা পাইয়ে দেওয়ার নাম করেও কৃষ্ণ ও তাঁর অনুগামীরা স্থানীয়দের থেকে টাকা তুলেছেন বলে অভিযোগ। প্রতিবাদ করলে তাঁদের কপালে জুটত কৃষ্ণ-বাহিনীর মারধর। কৃষক দিবাকর রায় বলেন, 'আমার ছয় বিঘা জমির মধ্যে দুই বিঘা জমি কৃষ্ণর হয়ে রণজিৎ দাস দখল করেছিলেন। জমি ফেরত দিতে কৃষ্ণ আমার কাছে প্রথমে এক লক্ষ টাকা নেন। পরে আরও তিন লক্ষ টাকা দাবি করেন। সেই টাকা দিতে না পারায় আমার দু'বিঘা জমিতে কৃষ্ণ বাহিনী ঝান্ডা পুঁতে দখল নেয়। এই ঘটনা উল্লেখ করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু কোনও সুরাহা

জমি পুনরুদ্ধার করতে নাথুয়ারচরে উপস্থিত স্থানীয়রা।

হয়নি। এদিন সেই দুই বিঘা জমি পুনরুদ্ধার করলাম।'

জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ বিধানসভার রংধামালি কেষ্ট মোড় থেকে গৌরীকোণ, নাথুয়ারচর হয়ে টাকিমারির চর পর্যন্ত তিস্তার চরে প্রায় ৫০ হাজার বিঘা কৃষিজমি রয়েছে। অনেক বছর ধরে সেখানে কৃষকরা ধান, আলু, বাদাম, ভুট্টা ও মরশুমি সবজি চাষ করে আসছেন। অভিযোগ, ২০২২ সাল থেকে কৃষ্ণ এলাকার মানুষকে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে হাজার হাজার বিঘা চাষের জমি দখল করেন। প্রশ্ন উঠেছে, কৃষ্ণ নিজেই এসব করতেন নাকি তাঁর হয়ে অন্য কেউ এই কাজে যুক্ত ছিলেন? এলাকাবাসীকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেই বারোপাটিয়া, নাথুয়ারচর এলাকার বেশ কয়েকজন কৃষ্ণ অনুগামীর নাম উঠে এল। ইতিমধ্যে এলাকাবাসী পীযূষ দাস, রণজিৎ দাস, রতন দাস ও বিভাস দাস সহ ১০-১২ জনের নামের তালিকা তৈরি করেছেন, যাঁরা মূলত কৃষ্ণের হয়ে জমি দখল করতেন।

দিবাকরের কথার প্রসঙ্গ টেনে ভগীরথ দাস নামে আরেক কৃষক জানান, তিনি ২০ বছরের বেশি সময় ধরে তিস্তার চরে ১৬ বিঘা জমিতে চাষ করেছেন। ২০২৩ সালে কৃষ্ণ ও তাঁর বাহিনী তাঁর জমির দখল নেয়। তিন বছর কৃষ্ণর অত্যাচারের ভয়ে জমিতে যেতে পারেননি। এদিন দিবাকর, ভগীরথের মতো প্রায় ১৫০ জন কৃষক কৃষ্ণের দখলীকৃত জমিগুলি পুনরুদ্ধার করেন। নাথুয়ারচরে কৃষ্ণর অনুগামী হিসেবে পরিচিত রণজিৎ দাসের বাড়িতে গিয়েও এদিন তাঁকে পাওয়া যায়নি। তাঁর ছেলে সুবোধ দাসের অবশ্য বক্তব্য, 'বাবা বাইরে আছেন। বাবার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যে।'

কার্সিয়াংয়ে স্কুল চত্বরে আগুন

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : কার্সিয়াংয়ের ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুলের চত্বরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শুক্রবার। এদিন দুপুরে স্কুলের সীমানার ভিতরে অবস্থিত একটি পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। তড়িঘড়ি স্কুলের শিক্ষক, কর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পরে দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে, ওই সময় স্কুলের প্রার্থনা ঘরে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের তরফে সাহিত্য ফেস্টিভালের আয়োজন করা হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ডের জেরে অনুষ্ঠান বন্ধ না হলেও পড়ুয়া সহ উপস্থিত সকলের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মলয় সাহা বলেন, 'আমি ছুটিতে বাইরে রয়েছি। তবে ইনচার্জের দায়িত্বে থাকা শিক্ষকের সঙ্গে কথা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি টের পাওয়ামাত্রই স্কুলের পড়ুয়াদেরও সেফ জোনে নিয়ে যাওয়া হয়। কোয়ার্টারটি পরিত্যক্ত থাকায় সেখানে কেউ ছিল না। স্কুলের মূল বিল্ডিং থেকে কোয়ার্টারটিও দূরে রয়েছে।' বিষয়টি নিয়ে স্কুলের তরফে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। শর্টসার্কিট না অন্য কোনও কারণে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সংগ্রাম।। *দার্জিলিংয়ে ছবিটি তুলেছেন বিট্টু পাল।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

যানজটের শিকড় খুঁজতে আসবে কলকাতা পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : শিলিগুড়ি শহর আর যানজটকে সমার্থক হিসাবে দেখা হয়। সেই সমস্যা সমাধানে এবার কলকাতা ট্রাফিক পুলিশকর্তাদের বিশেষ টিমের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। শহরের ট্রাফিক সংক্রান্ত সমস্যা খতিয়ে দেখতে আগামী সপ্তাহেই শহরে আসছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ টিম। শহরের বিভিন্ন এলাকার যানজটের সমস্যা খতিয়ে দেখবে তারা। শুক্রবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বিষয়টি জানিয়েছেন।

মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে বিভিন্ন সময় একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হলেও বাস্তবে যানজট সমস্যা এখনও অধরা রয়ে গিয়েছে। সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন অলিগলিতে যানজট হচ্ছে। বাদ যাচ্ছে না প্রধান সড়কও। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'যানজট কমাতে কোথায় আরও উন্নতি করা যায়। কোথায় মূল সমস্যা রয়েছে। এই বিষয়গুলি কলকাতা থেকে আসা টিম খতিয়ে দেখবে। তাদের দেওয়া পরামর্শ মেনে আমরা শহরের ট্রাফিক সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।'

অন্যদিকে, ট্রাফিকে নজরদারিতে আধুনিকত্ব আনার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। পাইলট প্রোজেক্টের অংশ হিসাবে শুক্রবার থেকে ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় স্পিড ডিটেকশন ক্যামেরার ব্যবহার শুরু হয়েছে। ডিসিপি (ট্রাফিক) বলেন, 'ক্যামেরার মাধ্যমে কোন গাড়ি, কতটা স্পিডে চালানো হচ্ছে, সেটা ডিটেক্ট করা হবে। পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে আপাতত একটি স্পিড ডিটেকশন ক্যামেরার ব্যবহার শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে শহরের অন্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতেও এই বিশেষ ক্যামেরার ব্যবহার করা হবে।'

ফুলবাড়ি টোল গেট ফের চালু

সহযোগিতার আশ্বাস স্থানীয় পদ্ম নেতৃত্বের

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ১৫ মে : টোল আদায় করা হলেও ফুলবাড়ি ক্যানাল রোড থেকে মহানন্দা ব্যারেজ পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার করা হয়নি, এই অভিযোগ তুলে গত ৪ মে স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা ফুলবাড়ি টোল বন্ধ করে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। দশদিন বন্ধ থাকার পর শুক্রবার দুপুর দুটো থেকে টোলটি আবারও চালু করা হল। টোল আদায়ে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য এনজেপি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ওই এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছিল।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বীরবিক্রম রাই বলছেন, 'রাস্তা সংস্কারের জন্য আমরা টেন্ডার করছি। নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, সেজন্য কাজ শুরু করতে কয়েকদিন সময় লাগবে। এনওসি পেলেই কাজ শুরু হবে।' টোল গেট বন্ধ হওয়া নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'টোল গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপুল টাকা রাজস্ব আদায় ক্ষতি হচ্ছিল।'

ফুলবাড়ির ক্যানাল মোড় থেকে ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজ পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। ভাঙা রাস্তায় প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে। তাছাড়া বৃষ্টি হলে রাস্তার বড় বড় গর্তে জল জমে চলাচল আরও ভয়ানক হয়ে যায়। তাছাড়া শুখা মরশুমে ধুলোর জেরে সমস্যা তৈরি হয়। এদিকে, রাস্তা সংস্কার না করে এসজেডিএ টোল আদায় করায় স্থানীয়রা অতীতে দু'বার রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনও কাজই হয়নি। গত ৪ মে ভোটের ফল ঘোষণা হওয়ার পর স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা টোল গেটটি ভাঙচুর করে

ফুলবাড়িতে ফের শুরু টোল নেওয়ার কাজ। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ।

এদিকে, সুরক্ষার অভাবে টোলকর্মীরা ফের টোল চালু করার সাহস পাচ্ছিলেন না। আশঙ্কা ছিল, নতুন করে টোল আদায় হলে ফের ভাঙচুর হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে গত ১২ তারিখ এসজেডিএ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের কাছে সহযোগিতা চেয়ে চিঠি দেন। এরপরই পুলিশের তরফে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়।

টোলের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মকর্তা সমর ভট্টাচার্যও রাস্তাটি দ্রুত মেরামতের দাবি জানিয়েছেন। সমর বলেন, 'বৃষ্টি হলে রাস্তা পরিষ্কার করতে আমাদের নিজেদের টাকা খরচ করে আর্থমুভার নামাতে হচ্ছে। না হলে টোলের টাকা দেওয়ার সময় গাড়ির চালকরা আমাদের কর্মীদের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন। গর্তে আলাদা করে আমরা পাথর বিছিয়েছি। গরমে ধুলো যাতে না ওড়ে সেজন্য নিয়মিত জলও দিচ্ছি।'

ফুলবাড়ি টোল গেট চালু হওয়ার পর স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, টোল গেট চালাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই বিষয়টি তারা দেখবে। বিজেপির ফুলবাড়ি মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক উত্তম মণ্ডল বললেন, 'এটি বৈধ টোল, তাই আমরা রাজ্য সরকারকে সমস্ত সহযোগিতা করব।'

শিলিগুড়ি-এনজেপি ডাবল লাইনের ঘোষণা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থেকে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন পর্যন্ত ৭.১৫ কিলোমিটার রেলপথ ডাবল লাইন করার অনুমোদন দিয়েছে রেলমন্ত্রক। এবিষয়ে শুক্রবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। রেলমন্ত্রীর সেই চিঠি প্রকাশ্যে আসার পর শিলিগুড়ি সহ গোটা উত্তরবঙ্গে এখন খুশির হাওয়া বইছে। রেলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ ওই রুটে ডাবল লাইনের কাজ শেষ হলে ওই রুটে চলাচল করা প্রতিটি ট্রেনের গতি বাড়বে। পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও গতি আসবে।

এনজেপি থেকে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন পর্যন্ত সিঙ্গল লাইন হওয়ার কারণে অনেকসময় অসমগামী বিভিন্ন ট্রেনের পরিষেবা ব্যাহত হয়। সেইসঙ্গে ডুয়ার্স সহ অন্যান্য রুটের ট্রেনকেও ক্রসিংয়ের জন্য দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তার জেরে ওই রুটের প্রায় প্রতিটি ট্রেনই নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর গন্তব্যে পৌঁছায়। এর ফলে যাত্রীদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। এনজেপি থেকে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন পর্যন্ত ডাবল লাইনের কাজ শেষ হয়ে গেলে এই সমস্যা মিটে যাবে বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

তবে, এই প্রকল্পের কাজ শুরু

প্রকল্পে 'ভ্রূকুটি' উচ্ছেদের

করতে গিয়ে রেল কর্তৃপক্ষকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে বলেই ধারণা সংশ্লিষ্ট মহলের। কারণ, ৭.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেলপথের বিভিন্ন এলাকায় বসতি আছে। এই রেলপথের বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত বাজারও বসে। সেক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজ শুরুর আগে রেলকে জবরদখল সরাতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজ শুরু করা বাস্তবে কতটা সহজ হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই প্রসঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'মন্ত্রকের তরফে নির্দেশ এলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। জবরদখল সরাতে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা নেওয়া হবে।'

চিঠিতে স্পষ্ট, গুরুত্বপূর্ণ ওই রেলপথ ডাবল লাইন করার ইস্যুতে রেলমন্ত্রী সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা সেরেছিলেন। এরপরই রেলমন্ত্রকের তরফে প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। তবে সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে কর্তৃপক্ষ কত দ্রুত অনুমোদিত ওই প্রকল্পের কাজ শুরু করতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়। উচ্ছেদ ইস্যুতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।' এই প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেন, 'এই প্রকল্পে আমাদের শিলিগুড়ি-তরাই অঞ্চলের রেল চলাচলের সমস্যা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

বন্ধ প্রিপেড ট্যাক্সি বুথ

বাগডোগরা, ১৫ মে : গত ৫ দিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রিপেড ট্যাক্সি বুথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশকর্মীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে পালাবদলের পরই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের ওসি রাজীব গুহ বলেন, 'কী কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলতে পারব না।' বিমানবন্দর সূত্রে খবর, বুথ বন্ধ করে দেওয়া হলেও বিমানযাত্রীদের কোনও সমস্যা হচ্ছে না। কারণ যাত্রীরা আরও যে তিনটি বেসরকারি সংস্থা রয়েছে তাদের মাধ্যমে ক্যাব ভাড়া নিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন।

ব্রাউন সুগার ও পপি উদ্ধার, ধৃত ৪

বাগডোগরা, ১৫ মে : দুটি পৃথক ঘটনায় বিপুল পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

৫১০ কেজি পপি উদ্ধার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই পাচারকারীকে। বৃহস্পতিবার বাগডোগরার অদূরে সিঙ্গিঝোরা চা বাগানের সামনে এশিয়ান হাইওয়ে-২ সড়কে একটি ট্রাক আটক করে পুলিশ। ট্রাকের মধ্যে থাকা দুটি বস্তা উদ্ধার করা হয়। সেই বস্তাতেই তা ছিল। পুলিশ জানায়, ধৃতরা হল গৌরবকুমার যাদব, বাড়ি উত্তরপ্রদেশের মোমদাবাদ। অপরজন সুমন উদ্দিন, বাড়ি অসমের মালু গ্রামে। এদিন ধৃতদের আদালতে তুলে ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। এদিকে, এদিন রাতে বাগডোগরার অদূরে কেষ্টপুর রেলগেটে একটি বাইক আটক করা হয়। বাইকের ডিকি থেকে ৪৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

স্বপ্নার বাড়িতে আগুন নিয়ে হইচই

প্রতিহিংসার গন্ধ পাচ্ছেন অ্যাথলিট

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ মে : রাজগঞ্জ কেন্দ্রের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের পুরোনো বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। শুক্রবার রাতে প্রথমে বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হয় খোদ স্বপ্নারই একটি ফেসবুক পোস্ট থেকে। সোশ্যাল মিডিয়াতেই তিনি প্রথম জানান, তাঁর বাড়িতে আগুন লাগেনি, লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সেই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির যোগ রয়েছে। স্বপ্না নিজের পোস্টে লিখেছেন, 'আগে যদি জানতাম এমনটা হবে তাহলে আমি সত্যিই আসতাম না। আজকে আমার বাড়িটাও জ্বালিয়ে দিল।' যদিও অগ্নিকাণ্ডে বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, তবে এশিয়াডে সোনাজয়ী স্বপ্নার এই পোস্টের পর রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। স্বপ্না অবশ্য বিজেপির নাম করেননি। তা সত্ত্বেও বিজেপির দাবি, প্রচারের আলোয় থাকার জন্য স্বপ্না ইচ্ছা করে এই ঘটনায় রাজনীতি জড়াচ্ছেন।

খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ও দমকল রাতেই যায় কালিয়াগঞ্জের ঘোষপাড়ায় স্বপ্নার বাড়িতে। জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার অমরনাথ কে জানিয়েছেন, স্বপ্নার পুরোনো বাড়িতে কেউ থাকত না। বাড়ির পাশে মজুত রাখা জ্বালানি কাঠে আগুন লেগেছিল। দমকল নিভিয়ে দিয়েছে। আগুনে পুড়ে যাওয়া কিছু নথিও পোড়া অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকারের দাবি, 'এটা ভাইবোনের পারিবারিক ঝামেলা। এর সঙ্গে রাজনীতি বা আমাদের দলের যোগ নেই।'

রেলে চাকরি পাওয়ার পর স্বপ্না পুরোনো বাড়ি ছেড়ে পাশেই একটি পাকা দোতলা বাড়ি বানিয়ে সেখানেই সপরিবার বসবাস করেন। পুরোনো বাড়িতে জ্বালানি কাঠ মজুত রাখা হত। সেখানে তাঁর ভাইদের আনাগোনা ছিল।

এদিন ঘটনার পর রীতিমতো কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্বপ্না। তিনি বলেন, 'আমার রাজনীতিতে আসাটাই ভুল হয়েছে। কেউ বা কারা আমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কেউ একজন এসে আমার বড়দাকে চিৎকার করে বলল, তুই একবার বাড়ি গিয়ে দ্যাখ কী হয়েছে। আমরা গিয়ে দেখলাম দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। দাদারা কুয়ো থেকে জল নিয়ে এসে আগুন নেভাতে শুরু করে। পরে দমকল আসে। কেউ সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেনি।'

স্বপ্না দাবি করেছেন, ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকেই তাঁকে বারবার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, 'বাচ্চা বাচ্চা ছেলে আমাকে এখন ধর্ষণের হুমকি দিচ্ছে। বলছে মুখ চেপে ধরে গণধর্ষণ করে দেব। দাদাকেও রাস্তাঘাটে হুমকি দিচ্ছে।'

এদিকে, স্বপ্না নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর কারও ফোন ধরেন না বলে জানিয়েছেন রাজগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ও আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি তপন দে। তবু তাঁরা পুলিশে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য জানিয়েছেন।

আর বিজেপির জেলা যুব মোর্চা সভাপতি পলেন ঘোষ বলেন, 'আসলে এশিয়াডে সোনাজয়ী স্বপ্নাকে রেলে চাকরি, অর্জুন পুরস্কার সবই বিজেপি সরকার দিয়েছিল। এখন বিজেপির কাছে গোহারা হেরে গিয়ে প্রচারে থাকতেই এইসব অপপ্রচার করছেন।'

অধরা দুধিয়ার স্থায়ী সেতু, ভোগান্তির আশঙ্কা

রণজিৎ ঘোষ

দুধিয়া, ১৫ মে : বর্ষায় ফের বন্ধ হবে রাস্তা! আশঙ্কায় দুধিয়ার বাসিন্দারা। গত বছরের ৪ অক্টোবরের রাতের বৃষ্টির জেরে বালাসন নদী পারাপারের জন্য লোহার সেতু ভেঙে যাওয়ার পর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এবারও বর্ষায় জলের স্রোতে অস্থায়ী সেতু ভেসে গেলে সেই একই সমস্যায় পড়তে হবে কি না, সেই আশঙ্কায় রয়েছেন স্থানীয়রা। এদিকে, নতুন স্থায়ী সেতু তৈরির কাজে বারবার বাধা আসায়, বর্ষার আগে সেতুর কাজ শেষ করা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে। সেতুর বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা সূত্রে খবর, জল থাকায় মাঝনদীতে পিলার তৈরিতে সমস্যা দেখা দিয়েছে। জল না কমলে পিলার তৈরি সম্ভব নয়।

পূর্ত দপ্তরের দার্জিলিং হাইওয়ে ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আনন্দময় মণ্ডল বলেছেন, 'অক্টোবর-নভেম্বর মাসের আগে নদীর জল কমার সম্ভাবনা নেই। জল না কমলে নদীতে কংক্রিটের পিলার তৈরির কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বর্ষার পরেই ওই কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

এদিকে, স্থানীয়রা চাইছেন যত দ্রুত সম্ভব স্থায়ী সেতুর কাজ শেষ করা হোক। সেন্ট মেরি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান সন্তোষ তামাংয়ের বক্তব্য, 'এই ব্রিজের নির্মাণকাজ যত দ্রুত সম্ভব শেষ হোক এটাই চাই। সামনেই বর্ষা আসছে। আবার যদি নদীতে জল বেড়ে অস্থায়ী সেতু ভেঙে যায় তাহলে ফের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবে। বহু মানুষের রুজিরুটির সমস্যা হবে।'

দুধিয়া সেতুর কাছেই মোমোর দোকান রয়েছে রুমেল থাপার। নতুন সেতু তৈরির কাজে বিলম্ব হওয়ায় আশঙ্কায় রয়েছেন তিনি। রুমেল বললেন, 'গত বছর সেতু ভেঙে যাওয়ায় দু'মাস ব্যবসা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এবার বর্ষার সময় যদি অস্থায়ী সেতু ভেসে যায়, তাহলে ফের একই অবস্থা হবে। আবার ব্যবসা বন্ধ হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

দুধিয়ায় আটকে সেতু নির্মাণের কাজ। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

গত বছর দুধিয়া সেতু ভেঙে যাওয়ায় মিরিকের সঙ্গে দুধিয়া হয়ে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরে পূর্ত দপ্তর জরুরি ভিত্তিতে নদীতে অস্থায়ী হিউমপাইপের সেতু তৈরি করে যোগাযোগ সচল করে। আপাতত সেই রাস্তা দিয়েই যানবাহন চলাচল করছে।

অন্যদিকে, ২০২৪ সাল থেকে ভাঙা লোহার সেতুর পাশে স্থায়ী সেতু তৈরির জন্য কংক্রিটের পিলার তৈরির কাজ চলছে। তবে সেই কাজ করতে গিয়ে একাধিকবার সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সিকে। পিলার তৈরির জন্য গর্ত করতে গিয়ে নীচে বড় বড় বোল্ডারে বাধা পাওয়ায় কাজে বিলম্ব হচ্ছে। এদিকে, মাটির নীচে ডিনামাইট ব্লাস্ট করার অনুমতি না মেলায় একটু একটু করে পাথর ভেঙেই এগোতে হচ্ছে এজেন্সিকে। এতে সেতুর পিলার তৈরিতে অধিক সময় লাগছে।

শুক্রবার এলাকায় গিয়ে দেখা গিয়েছে, দুটি পিলারের কাজ সম্পূর্ণ করে সেটির ওপরে স্টিলের সেতু তৈরির কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। কিন্তু মাঝনদীতে জল থাকায় সেখানে পিলার তৈরিতে সমস্যায় পড়েছে বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সি।

মাঝনদীতে মাছ শিকারি। মালদায় মহানন্দায়। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থায় কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি

তছরুপে অভিযুক্ত কৃষ্ণেন্দু

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৫ মে : ভোট পরবর্তী সময়ে নির্বাচনে হারের জন্য তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তোপ দেগে খবরের শিরোনামে এসেছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। তারপর সপ্তাহখানেক কাটতে না কাটতেই ফের একবার খবরের শিরোনামে কৃষ্ণেন্দু। সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুর নেতৃত্বে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার (ডিএসএ) কোটি কোটি টাকা তছরুপ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার মালদার জেলা শাসকের কাছে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ জানান প্রাক্তন খেলোয়াড় কৌশিক সরকার। যদিও কৃষ্ণেন্দু তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। জানিয়েছেন, তিনি সমস্ত তদন্তের জন্য প্রস্তুত।

নেতাজি মোড় থেকে ডিএসএ-র মাঠে যাওয়ার রাস্তার ডান দিকে তাকালেই দেখা যাবে সেখানে বিশাল একটি রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে। রয়েছে সারি সারি দোকানঘর। ঠিক একইভাবে বাঁধ রোডের ডান পাশেও রয়েছে সারি সারি দোকানঘর। অভিযোগ, ওই রেস্টুরেন্ট কিংবা দোকানঘরগুলি জেলা ক্রীড়া সংস্থার জমিতে তৈরি করা হয়েছে। মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার জমিতে বেআইনিভাবে একাধিক নির্মাণ হয়েছে। কোনও টেন্ডার প্রক্রিয়া ছাড়াই সেই জায়গা কিছু 'ঘনিষ্ঠ' ব্যক্তিদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া

মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যালয়।

হয়েছে বলে অভিযোগ।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা আছে। অভিযোগ, ওই ফাঁকা জায়গাতে টাকার বিনিময়ে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন বকলমে কৃষ্ণেন্দু। জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনে থাকা সুইমিং পুল জন্মদিন, বিয়ে সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভাড়া দিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা আয় করে ডিএসএ। কিন্তু সেই টাকা নাকি ডিএসএ'র তহবিলে জমা পড়ে না। জেলা শাসকের কাছে লেখা চিঠিতে কৌশিক অভিযোগ করেছেন, 'জেলা ক্রীড়া সংস্থার জমিতে দোকানঘর নির্মাণের নামে বিনা টেন্ডারে, যথাযথ অনুমোদন ছাড়া কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির সুবিধা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।' তিনি যোগ করেন, 'এছাড়াও পার্কিং বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সংস্থার তহবিলে জমা দেওয়া হয় না। সাঁতার বিভাগে ছাত্রভর্তি সংক্রান্ত কারচুপি ও ভুয়ো খরচ দেখিয়ে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ

- মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার জমিতে বেআইনিভাবে একাধিক নির্মাণ হয়েছে, অভিযোগ
- অভিযোগ, টেন্ডার প্রক্রিয়া ছাড়াই জেলা ক্রীড়া সংস্থার জায়গা কিছু 'ঘনিষ্ঠ' ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে
- উন্নয়নের নামে সরকারি অর্থের অপব্যবহার এবং সংস্থার বিভিন্ন কাজ বিনা টেন্ডারে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে করানোর অভিযোগও দীর্ঘদিনের

করেছে ডিএসএ কর্তৃপক্ষ। ক্রিকেট খেলোয়াড়দের জন্য বরাদ্দ টিকিট বেআইনিভাবে বিক্রি, মাঠ উন্নয়নের নামে সরকারি অর্থের অপব্যবহার এবং সংস্থার বিভিন্ন কাজ বিনা টেন্ডারে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে করানোর অভিযোগও দীর্ঘদিনের।'

যদিও কৃষ্ণেন্দু সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'একটা সময় ডিএসএ'র আয় তলানিতে ঠেকেছিল। তৎকালীন জেলা শাসকের অনুমোদনক্রমে আমরা ওই ভবনগুলি নির্মাণ করেছিলাম, যাতে বিভিন্ন ক্রীড়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়। সংস্থার সমস্ত সিদ্ধান্ত রেজোলিউশন মেনেই নেওয়া হয়েছে এবং কোনও অনিয়ম হয়নি।'

এদিকে, কৌশিকের অভিযোগে ইন্ধন দিয়েছে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোষাধ্যক্ষ দিলীপ দে'র মন্তব্য। দিলীপের দাবি, চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে দিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নথি এবং চেকে সই করানো হয়েছে। তিনি বলেন, '২০২৪ সালের পর থেকে আমি আর মাঠে যাইনি। আমার বাড়িতে চেক পাঠিয়ে দেওয়া হত। আমি সই করে দিতাম।' না জেনে কেন সই করতেন? প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ বলেন, 'আমি বয়স্ক মানুষ। সই না করলে অসুবিধা হত।'

দিলীপের তোলা অভিযোগের বিষয়ে কৃষ্ণেন্দুর পালটা অভিযোগ, 'যিনি অভিযোগ করছেন তিনি নিজেই দুর্নীতির পাহাড় গড়ে তুলেছিলেন। আমাদের এখানে প্রতিবছর নিয়ম মেনে অডিট হয়।'

প্রশাসনিক বৈঠকে ২০ মে উত্তরে শুভেন্দু

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : খালি হাতে ফেরায় না উত্তরবঙ্গ। এবার সেই উত্তরকে প্রতিদান দিতে চাইছে বিজেপি। যে কারণে নবান্নের বাইরে রাজ্যের প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকের জন্য উত্তরবঙ্গকে বেছে নিলেন নয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উত্তরের পাঁচ জেলা নিয়ে উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকটি হওয়ার সম্ভাবনা ২০ মে। তারই প্রস্তুতিতে শনিবার থেকে পর্যালোচনা বৈঠকে বসছেন সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির জেলা শাসকরা। তাঁরা বৈঠক করবেন বিধায়কদের সঙ্গে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্করের পৌরোহিত্যে শনিবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে এমনই একটি বৈঠক হবে। বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা সমতলের তিন বিধায়ক শংকর ঘোষ, আনন্দময় বর্মন এবং দুর্গা মুর্মুর।

উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত, প্রতিটি নির্বাচনের মতো '২৬-এর ভোটেও হাতিয়ার করেছিল বিজেপি। নির্বাচনি ইস্তাহার বা সংকল্পপত্রে বঞ্চনা ঘোচাতে ঢালাও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল পদ্ম শিবিরের তরফে। নির্বাচনি প্রচারে এসে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা নিয়ে সরব হয়েছিলেন। রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার হলে সমস্ত বঞ্চনা এবং অভিযোগ দূর হবে বলে তাঁর আশ্বাস ছিল। ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী পদে শুভেন্দু অধিকারী শপথ নেওয়ার পর দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁকে রাঢ়বঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের অনুন্নয়নের বিষয়টি মনে করিয়ে দেয়। যে কারণে ২০ মে উত্তরবঙ্গ এবং ২১ মে রাঢ়বঙ্গের জন্য শুভেন্দু প্রশাসনিক বৈঠকের দিন নির্দিষ্ট করেছেন বলে খবর। উত্তরবঙ্গের এক প্রশাসনিক আধিকারিক বলছেন, '২০ মে উত্তরকন্যায় বৈঠকটি হবে বলে আজ আমরা জানতে পেরেছি। পাঁচ জেলা নিয়ে আলোচনা হবে।'

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর প্রশাসনিক বৈঠকে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের বিধায়করা ছাড়াও পাঁচ জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বৈঠকে বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে বর্ষা, নদীভাঙন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য এবং চা বাগানের দুরবস্থা। উত্তরবঙ্গের পুনর্নির্বাচিত এক বিধায়ক বলছেন, 'আমরা সংকল্পপত্রে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে মানুষের কাছে আমরা দায়বদ্ধ। প্রতিশ্রুতি রক্ষার সূচনা হচ্ছে ২০ মে'র প্রশাসনিক বৈঠকের মধ্যে দিয়ে।' মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা নিয়ে ভবিষ্যতে যাতে কোনও অভিযোগ না ওঠে, সেদিকে নজর রেখেই সমস্ত কাজ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা সংকল্প পালনে কাজ করব। ওই কারণে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন।' উল্লেখ্য, রথীন্দ্রনাথ বসুকে বিধানসভার অধ্যক্ষ করে বিজেপি উত্তরবঙ্গকে প্রতিদান দেওয়ার বার্তা দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর প্রশাসনিক বৈঠকের আগে পর্যালোচনা বৈঠকে বসছেন জেলা শাসকরা। শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে সমতলের তিন বিধায়কের পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক। সমতলের তিন বিধানসভা শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া ও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির আটকে থাকা বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনার কথা রয়েছে সেখানে। নতুন কিছু প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হতে পারে। যে কারণে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন কাজগুলি করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে বিধায়কদের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া হবে।

জঙ্গলে ফিরল হস্তীশাবক

বাগডোগরা, ১৫ মে : অর্ড চা বাগানে আটকে পড়া হস্তীশাবকটি দলকা জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে। বর্তমানে জঙ্গলে একটি হাতির পাল রয়েছে। বনাধিকারিকদের মতে, এই দলের সঙ্গেই ছিল হস্তীশাবকটি। বুধবার রাতে সে দলছুট হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার রাতে প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে দলের কাছে ফিরে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'আমরা শাবকটিকে দলকায় ঢুকতে দেখেছি। তবে দলটি শাবককে গ্রহণ করেছে কি না, বোঝা যাচ্ছে না।'

বিনয়, অনীতকে দেখলে থুতু ছেটান

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : অনীত থাপা এবং বিনয় তামাংকে দেখলে থুতু ছেটানোর নিদান দিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। বিমলের এই উসকানিমূলক কথাবার্তা দ্রুত বন্ধ করা উচিত বলে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা দাবি করেছেন। তিনি এর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের নির্দেশ দেন। জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, বিমলের উসকানিমূলক বক্তব্য নিয়ে দার্জিলিং সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে।

বিমলের মন্তব্যে শোরগোল

শুক্রবার দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরিকে নিয়ে বিমল শিলিগুড়িতে এসে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে নতুন করে আলোচনা শুরু করা এবং আন্দোলনের সময়ের মামলাগুলি প্রত্যাহার করা নিয়ে বিমল সাংসদের কাছে দাবি রেখেছেন। রোশন বলেন, 'ভোট প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা পাহাড়ে আন্দোলনের সময় নেতাদের বিরুদ্ধে রাজ্যের দায়ের করা মামলাগুলি প্রত্যাহারের কথা বলেছিলেন। এদিন সাংসদকে বিষয়টি দেখতে বলা হয়েছে। আমরা পাহাড় নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করার দাবি জানিয়েছি।' সাংসদ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

বিধানসভা ভোটে বিজেপির সঙ্গে জোট করে পাহাড়ে লড়েছে মোর্চা। দার্জিলিং আসনে বিমলের দলের যুব নেতা নমন রাইকে বিজেপি প্রার্থী করেছিল। আর ভোটে জিততেই বিমল পাহাড়ে হারানো মাটি ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তিনি দিনরাত দার্জিলিং বিধানসভা এলাকা তো বটেই, পাহাড়ের অন্যান্য এলাকাতেও ঘুরে দলীয় সংগঠনকে চাঙ্গা করার কাজ শুরু করেছেন। জিটিএ-র দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছেন। পালটা চাপ তৈরি করতে অনীতদের দলের তরফে একটি প্রতিনিধিদল শুক্রবার লালকুঠিতে গিয়ে বিমলের আমলে জিটিএ-র আয়ব্যয়ের তদন্ত দাবি করেছে।

এদিন দার্জিলিংয়ের সিংমারির দলীয় কার্যালয়ে বিমল গোর্খাল্যান্ড পার্সোনেলের (জিএলপি) সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন। দার্জিলিং আসনে নমন রাই জয়ী হওয়ায় জিএলপির তরফে দলের সভাপতি বিমলকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিমল দাবি করেন, ২০১৭ সালের পর থেকে বিনয় তামাং এবং অনীত থাপা পাহাড়কে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। অনীত এখনও জিটিএ-তে থেকে প্রচুর দুর্নীতি করছেন বলে বিমল অভিযোগ করেন। এর পরেই তিনি বলেন, 'বিনয় এবং অনীতকে যেখানেই দেখবেন থুতু ছেটাবেন। ওঁরা এটারই যোগ্য।'

এখনও হিংসা দিনহাটায়

প্রসেনজিৎ সাহা ও অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৫ মে : ব্যালটের যুদ্ধ মিটেছে প্রায় ১১ দিন আগে। কিন্তু দিনহাটার মাটি থেকে এখনও রাজনৈতিক হিংসার বারুদ ধুয়েমুছে যায়নি। দিনহাটার গ্রামগঞ্জ তো বটেই, শহর এলাকাতেও রাজনৈতিক পেশি আস্ফালনের দাপট কমেনি এতটুকুও। শহর থেকে প্রত্যন্ত এলাকা সর্বত্রই বিরোধী শিবিরের বাড়ি ভাঙচুর, প্রকাশ্য রাস্তায় মারধর এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার এক নারকীয় ছবি ফুটে উঠছে প্রতিদিন। সিংহভাগ ক্ষেত্রে অভিযোগের আঙুল উঠছে পদ্ম শিবিরের দিকে। যদিও বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব বারবার দাবি করছে, তারা ভাঙচুর ও হিংসার রাজনীতি সমর্থন করে না। কিন্তু শীর্ষ নেতৃত্বের সেই বার্তা নীচু স্তরের কর্মীদের কানে পৌঁছোয়নি, দিনহাটার বর্তমান পরিস্থিতিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, মুখের কথা আর কাজের এই বিপুল ফারাক আর কতদিন বজায় থাকবে?

ভোটের দিন থেকেই দিনহাটা শহর সংলগ্ন এলাকা, দিনহাটা-১ এবং দিনহাটা-২ ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধারাবাহিক হিংসা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে চলেছে। এই অশান্তির রেশ ধরে গত বৃহস্পতিবার রাতে কালমাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আবু তাহের শেখকে বাজার থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিজেপির কার্যালয়ে ঢুকিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় আবু তাহের বর্তমানে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

■ ভোটের ১১ দিন পরেও দিনহাটার শহর ও গ্রামে থামেনি বাড়ি ভাঙচুর ও মারধরের রাজনীতি

■ কালমাটির প্রাক্তন তৃণমূল নেতাকে তুলে নিয়ে গিয়ে পার্টি অফিসে মারধরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

■ দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরীর বাড়িতেও হামলা

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আবু তাহের বলেন, 'আমাকে বাজার থেকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিজেপির পার্টি অফিসে ঢুকিয়ে নৃশংসভাবে মারধর করা হয়েছে।' আবু তাহের জানান, অনেক দিন আগেই দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে তাঁকে অঞ্চল সভাপতির পদ থেকে বহিষ্কার করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর থেকে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরেই ছিলেন। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার তিনি নবনির্বাচিত বিধায়ক অজয় রায়ের সঙ্গে একটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন। আর সেই ছবি পোস্ট করার অপরাধেই নব্য বিজেপি কর্মীরা তাঁকে লক্ষ্য করে লাগাতার হুমকি দিতে শুরু করেন এবং পরবর্তীতে এই হামলা চালান। যদিও এই গুরুতর অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে বিজেপি শিবির। গ্রামীণ এলাকার এই ঘটনার পাশাপাশি ওই একই রাতে দিনহাটা পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের থানাপাড়া এলাকায় পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরীর বাড়ি লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়া হয়। অভিযোগের তির সেই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকেই। সাবির বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনোই ভাঙচুর বা হিংসার রাজনীতি পছন্দ করি না। তারপরও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে আমাকে এইভাবে টার্গেট করা হচ্ছে।'

হিংসার এখানেই শেষ নয়। ওই একই রাতে পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা তথা পুলক বসু এবং ১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা সাইফুল রহমানের বাড়িতেও একই কায়দায় ভাঙচুর চালানো হয়। সর্বত্রই কাঠগড়ায় সেই পদ্ম শিবির। বিজেপির জেলা সম্পাদক জীবেশ বিশ্বাস বলেন, 'বর্তমানে গ্রামে কোনও নতুন ভাঙচুর বা অশান্তির ঘটনা নেই। দলের কর্মীদেরও কড়াভাবে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। তবে শহরের কিছু ঘটনার কথা আমরাও শুনেছি। দলীয় স্তরে আমরা পুরো বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করে দেখছি।' দিনহাটা থানার আইসি বুধাদিত্য রায় জানান, ভাঙচুরের ঘটনাগুলি নিয়ে পুলিশের কাছে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

বাংলার রাজনীতিতে সঞ্জীবকে নিয়ে চর্চা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ মে : ভারতের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ সঞ্জীব সান্যাল-কে ঘিরে এবার নতুন রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি হয়েছে। দিল্লির বিজেপি সূত্রে খবর, বাংলার রাজনীতিতে তাঁর সরাসরি প্রবেশ এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। আর সেই সম্ভাব্য রাজনৈতিক অভিষেকের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বিজেপি এবার বাংলায় শুধুমাত্র প্রচলিত রাজনৈতিক মুখের উপর নির্ভর না করে টেকনোক্র্যাট পলিটিক্স-এর পথেই এগোতে চাইছে। অর্থাৎ, প্রশাসনিক দক্ষতা, অর্থনৈতিক জ্ঞান এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সামনে এনে রাজ্যের বিকল্প প্রশাসনিক মুখ গড়ে তুলতে চাইছে গেরুয়া শিবির। সেই জায়গাতেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছেন সঞ্জীব সান্যাল। এদিনই শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে পদত্যাগ করেন। তারপরই বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে প্রথম সারিতে উঠে আসে সঞ্জীব সান্যালের নাম।

শুধু প্রার্থী হিসেবেই নয়, দিল্লির রাজনৈতিক মহলে এমন আলোচনা শুরু হয়েছে যে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের দায়িত্বও তাঁর হাতেই তুলে দেবে বিজেপি। কারণ, বাংলার বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি, ঋণের বোঝা এবং প্রশাসনিক ব্যয়ের চাপ মোকাবিলায় একজন পেশাদার অর্থনীতিবিদের প্রয়োজনীয়তা বিজেপি নেতৃত্ব উপলব্ধি করছে বলেই সূত্রের দাবি।

বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সঞ্জীব সান্যাল। এর আগে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবেও দীর্ঘদিন কাজ করেছেন তিনি। ভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমীক্ষা তৈরিতে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাংলায় বিজেপির অন্যতম বড় সমস্যা ছিল প্রশাসনিক বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব। সেই কারণেই এবার শুধুমাত্র আন্দোলনের রাজনীতি নয়, 'নীতিগত বিকল্প' তুলে ধরার চেষ্টা করছে দল।

তবে এত রাজনৈতিক জল্পনার মাঝেও এখনও পর্যন্ত সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেওয়া বা নির্বাচনে লড়ার বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি সঞ্জীব সান্যাল।

তবে দিল্লির বিজেপি সূত্রে দাবি, বাংলার আগামী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লড়াইয়ে সঞ্জীব সান্যালকে গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে তুলে ধরার পরিকল্পনা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

দুর্ঘটনায় জখম

কিশনগঞ্জ, ১৫ মে : শুক্রবার কিশনগঞ্জের সাবুডাঙি গ্রামের কাছে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুটি বাইকের চালক আহত হন।

টাকার ফুল। জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে। শুক্রবার। -এএফপি

পৃথিবীর পাঠশালা

একটি কেটলির জন্য যুদ্ধ বন্ধ

ইতিহাসে অনেক তুচ্ছ কারণে যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু একটি স্যুপের কেটলির জন্য যুদ্ধ বন্ধ হওয়া বোধহয় সবচেয়ে হাস্যকর। সতেরোশো চুরাশি সালে রোমান সম্রাট জোশেফ তাঁর নৌবাহিনী পাঠিয়েছিলেন ডাচদের একটি অবরুদ্ধ নদী খুলে দেওয়ার জন্য। ডাচরা এর প্রতিবাদে মাত্র একটি গুলি ছোড়ে। আশ্চর্যের বিষয় হল, সেই একমাত্র গুলিটি গিয়ে সোজা রোমান জাহাজে রাখা একটি স্যুপের কেটলির ওপর পড়ে এবং কেটলিটি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই ধাক্কায় রোমান সেনাপতি এতটাই ঘাবড়ে যান যে, তিনি তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে বিনা রক্তপাতেই আত্মসমর্পণ করেন। ইতিহাসে এটি কেটলি যুদ্ধ নামে বিখ্যাত।

মাদাগাস্কারের তীক্ষ্ণ পাথরের অদ্ভুত বন

মাদাগাস্কারের একটি বিশাল এলাকাজুড়ে রয়েছে এক অদ্ভুত বন, যেখানে কোনও গাছ নেই, আছে কেবল ক্ষুরধার পাথরের বিশাল সব স্তম্ভ। এই জায়গাটির নাম টিসিংগি দে বেমারাখা, যার অর্থ যেখানে খালি পায়ে হাঁটা যায় না। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বৃষ্টির জলে চুনাপাথর ক্ষয়ে গিয়ে এই ব্লেডের মতো তীক্ষ্ণ পাথরের জঙ্গলের মতো তৈরি হয়েছে। এই পাথরগুলো এতটাই ধারালো যে সামান্য অসতর্ক হলে মানুষের শরীর কেটে ফালাফালা হয়ে যেতে পারে। এত দুর্গম হওয়া সত্ত্বেও এর ভেতরে এমন কিছু বিরল প্রজাতির প্রাণী বাস করে, যা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর সবচেয়ে বিশাল প্রজাতির ব্যাং

ব্যাং সাধারণত হাতের মুঠোর সমান হয়। কিন্তু আফ্রিকার নিরক্ষীয় গিনি এবং ক্যামেরুনের জঙ্গলে গোলিয়াথ নামের এক প্রজাতির ব্যাং পাওয়া যায়, যা দেখতে আস্ত একটি ছোট কুকুরের সমান। এদের ওজন তিন কেজির বেশি হতে পারে এবং পা টেনে ধরলে এরা প্রায় আড়াই ফুট লম্বা হয়। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হল, এত বিশাল আকার হওয়া সত্ত্বেও এদের কোনও গলার স্বর নেই, এরা সম্পূর্ণ বোবা। নিজেদের বিশাল পা দিয়ে এরা এক লাফে দশ ফুট পর্যন্ত লাফাতে পারে। খাদ্যের খোঁজে শিকারিদের কারণে এই অতিকায় ব্যাং আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

সমুদ্রের গভীরে ভ্যাম্পায়ার প্রাণী

নাম ভ্যাম্পায়ার স্কুইড হলেও এটি আক্ষরিক অর্থে রক্তচোষা কোনও প্রাণী নয়। সমুদ্রের প্রায় তিন হাজার ফুট নীচে ঘুটঘুটে অন্ধকারে এদের বাস। এদের শরীর লালচে কালো এবং আটটি শুঁড়ের মাঝে জালের মতো চামড়া থাকে, যা দেখতে অনেকটা ড্রাকুলার কালো কোটের মতো। শিকারি প্রাণী আক্রমণ করলে এরা কালো কালির বদলে শরীর থেকে এক ধরনের উজ্জ্বল নীল রঙের আঠালো তরল ছুড়ে দেয় এবং ওই রঙের জাদুতে শিকারিকে বোকা বানিয়ে মিলিয়ে যায়। ভিনগ্রহের প্রাণীর মতো দেখতে এই সামুদ্রিক জীবটি বিজ্ঞানীদের কাছে অপার কৌতূহলের বিষয়।

অভিষেকের বিরুদ্ধে মামলা

কলকাতা, ১৫ মে : তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর। বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় ৫টি ধারায় মামলা রুজু করল পুলিশ। এরমধ্যে বিএনএস ১৯২, বিএনএস ১৯৬ (জামিন অযোগ্য), বিএনএস ৩৫১/২ (জামিন অযোগ্য) ধারা রয়েছে। এছাড়াও রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অ্যাক্ট-এর দুটি ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। রাজীব সরকার নামে এক সমাজকর্মী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরদিন ৫ মে বাগুইআটি থানায় অভিষেকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ভোট চলাকালীন একাধিক জায়গায় উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের বিরুদ্ধে।

ভোটের প্রচারে এক জনসভায় বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছোড়েন অভিষেক। বলেন, 'আমি দেখব, ৪ তারিখ রাত ১২টার পরে কে তাদের বাঁচাতে আসে। এই জল্লাদদের কত ক্ষমতা আছে, আর দিল্লি থেকে কোন গডফাদার তাদের উদ্ধার করতে আসে, সেটাও দেখব।' ওই মন্তব্যের পরই বিতর্কের ঝড় শুরু হয়। ভোটে ভরাডুবির পর বৃহস্পতিবারই প্রথম মুখ খোলেন অভিষেক। ফেসবুকে ভিডিও পোস্ট করে তিনি বলেন, 'কেন এই আক্রমণ? কখনও ভেবে দেখেছেন? কেন হিংসা, কেন লুটপাট, কেন এই গুন্ডামি, কেন ভাঙচুর? বিজেপি খুব ভালো করে জানে বাংলার মানুষের শক্তি কতটা। যারা কাপুরুষের মতো অন্ধকারে হামলা চালায়, তারা আসলে আপনার সাহসের মোকাবিলা করতে ভয় পায়।' তারপর এদিনই এফআইআর দায়ের হল তাঁর নামে।

হিংসায় ছাড় নয়

প্রথম পাতার পর

সুপার দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের ঘরে ফেরাবেন।' কিন্তু সঙ্গে কড়া শর্ত জুড়ে দেন শুভেন্দু। তাতেই স্পষ্ট হয় বিজেপি সরকারের কঠোর অবস্থান। তিনি বলেন, 'তবে একটাই শর্ত। ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে যে সাড়ে ১২ হাজার এফআইআর হয়েছিল, তাতে নাম থাকলে তাঁকে জেলে যেতে হবে।' এই মন্তব্যে কার্যত হতভম্ব হয়ে যান তৃণমূল বিধায়করা। শোভনদেবকে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কিছু বলার চেষ্টা করতে দেখা যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তৃণমূল বেঞ্চ ছিল নীরবই। শুভেন্দু অবশ্য তার আগে নিজের বক্তৃতায় বিরোধীদের আশ্বস্ত করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'বিধানসভায় শাসক ও বিরোধী- উভয়পক্ষ নিজেদের বক্তব্য জানাক। ১১ মাস যেন বিরোধী দলের নেতাকে আর বিধানসভার বাইরে না রাখা হয়।' তিনি কার্যত বিধানসভার অন্দরে নয়া সংসদীয় সংস্কৃতির ব্লু-প্রিন্ট পেশ করেন। পরে বিজেপি পরিষদীয় দলের বৈঠকেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ না করতে দলীয় বিধায়কদের সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। শোভনদেবের মুখে তৃণমূলের ঘরছাড়ার অভিযোগ শুনে শাসকদলের বিধায়করা অবশ্য রে-রে করে উঠেছিলেন। তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া বিধায়ক তাপস রায় বলেন, '২০১৩ থেকে তৃণমূল একটাও রক্তপাতহীন, লাশহীন নির্বাচন করাতে পারেনি। তাদের মুখে একথা শোভা পায় না।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে বলেন, 'প্রচারে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে এক এঁচোড়ে পাকা নেতা বলেছিলেন, ফল প্রকাশের পর বেছে বেছে বদলা নেবেন। সেই নেতাকে এখন গ্রেপ্তার করা উচিত।' পালটা তৃণমূলের নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, '২১-এ যদি কোনও সন্ত্রাস হয়েও থাকে, তার দায় আপনারও।' এই আবহে নিজের আসনে দাঁড়িয়ে দলীয় বিধায়কদের সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মনে রাখবেন কিছুদিন আগে আমরা ওই জায়গায় বসতাম। তখন তৃণমূল এই আচরণ আমাদের সঙ্গে করত। কিন্তু বিজেপি সরকার তৃণমূল নয়। তাই আমরা এই আচরণ করব না।' শোভনদেবের বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'হতে পারে উনি প্রস্তাবের (অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ) বাইরে কিছু বলেছেন। কিন্তু সেটা ওঁর অধিকার। ওঁকে বলতে দিতে হবে। আমরা বিরোধীদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করব না।' শুভেন্দু অধিকারীর এই বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সাম্প্রতিক অতীতে কোনও মুখ্যমন্ত্রীর এধরনের বার্তা দেওয়ার নজির নেই। ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন, 'বিরোধী বিধায়করা যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন, সরকারি প্রকল্পে তাঁরা যাতে অংশ নিতে পারেন, তা দেখা উচিত এই সরকারের।' রথীনকে স্পিকারের চেয়ারে বসিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, এবার থেকে বিধানসভার সরাসরি লাইভ সম্প্রচার হবে। তাঁর কথায়, 'বিধায়করা বিধানসভায় ঠিক কী কাজ করছেন, তা নিয়ে এলাকার ভোটাররা অন্ধকারে থাকেন। জনগণের এই নজরদারি সুনিশ্চিত করার জন্য এবার থেকে বিল, বাজেট, জিরো আওয়ার, প্রাইভেট মেম্বার বিল- সবকিছুর সরাসরি সম্প্রচার হবে।' আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী বলেন, '২১-এর ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বিধায়কের নাম নৌশাদ সিদ্দিকী। সেই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তা দেখতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। বিজেপির জয়ের পরে বহু জায়গায় ধর্মীয় স্থানে আক্রমণ হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।' যদিও বিজেপির দাবি, বিজেপির পতাকা নিয়ে তৃণমূলিরা একাজ করছে। বিধানসভার একমাত্র বাম প্রার্থী ডোমকলের বিধায়ক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'সংখ্যা দিয়ে যেন বামপন্থীদের মূল্যায়ন করা না হয়।'

পোস্টারে শমীকের আগে শুভেন্দুর ছবি

কলকাতা, ১৫ মে : বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর দলের প্রথম সাংগঠনিক বৈঠকে কড়া বার্তা দিল বিজেপি নেতৃত্ব। শুক্রবার বিধাননগর সেক্টর ফাইভে আয়োজিত এই বৈঠকে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দলীয় শৃঙ্খলা এবং প্রশাসনের পবিত্রতা রক্ষায় কোনওরকম আপস করা হবে না। তোলাবাজি বা মানুষের ওপর অত্যাচারের মতো অপরাধে দলের সাধারণ কর্মী থেকে নবনির্বাচিত বিধায়ক, কেউ যুক্ত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে দলের বিধায়ক সংখ্যা কমলেও দল যে তা পরোয়া করবে না, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল এবং অমিত মালব্য। বনসল নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে প্রতিটি জেলায় ১৫ জনের একটি কোর কমিটি গঠন করতে হবে। এখন থেকে জেলা সভাপতিরা নিজেদের ইচ্ছেমতো কোনও সিদ্ধান্ত একা নিতে পারবেন না, যা করার এই কোর কমিটির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতেই করতে হবে। পাশাপাশি আসন্ন পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে প্রতিটি জেলা থেকে ১০০ জন সেরা ও সক্ষম কর্মীর তালিকা তৈরির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল- দলের ব্যানারে নেতাদের ছবির বিন্যাসে পরিবর্তন। শমীক ভট্টাচার্য নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন, এখন থেকে দলীয় কর্মসূচির যে কোনও ব্যানারে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি তাঁর অর্থাৎ রাজ্য সভাপতির আগে থাকবে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেমন প্রধানমন্ত্রীর ছবি দলীয় সভাপতির আগে থাকে, রাজ্যেও সেই একই রীতি অনুসরণ করা হবে। এর মাধ্যমে দল এবং প্রশাসনের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা এবং প্রশাসনকে দলের আজ্ঞাবহ না করার একটি বড় বার্তা বিজেপি নেতৃত্ব দিতে চাইল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জ্বালানি আরও মহার্ঘ

প্রথম পাতার পর

মুম্বইয়ে পেট্রোল ১০৬.৬৮ টাকা, চেন্নাইয়ে ১০৩.৬৭ টাকা দরে। জ্বালানি তেলের দাম রাজ্যভেদে আলাদা হয় মূলত স্থানীয় ভ্যাট-এর কারণে। জ্বালানি তেল এখন জিএসটি-র আওতাভুক্ত না হওয়ায় প্রতিটি রাজ্য নিজের মতো কর বসায়। দিল্লি বরাবর কম ভ্যাট নেওয়ায় সেখানে তেল সস্তা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বা মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে ভ্যাট ও সারচার্জের হার অনেক বেশি। তাই কলকাতাকে বিপুল মাশুল দিতে হচ্ছে। এদিকে, দেশজুড়ে জ্বালানি সংকটের জেরে এবার সুপ্রিম কোর্টও সপ্তাহে দু'দিন করে অনলাইন শুনানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গিগ কর্মীরাও শনিবার দেশজুড়ে ৫ঘণ্টা কর্মবিরতি করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

এমন পরিস্থিতিতে বিরোধীরা কেন্দ্রের সমালোচনা করার মোক্ষম সুযোগ পেয়েছে। কলকাতায় বেশি বৃদ্ধিতে নতুন বিজেপি সরকারকে চেপে ধরছে তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'প্রথমে ওরা ভোট লুট করে, তারপর যেখানে আঘাত করলে সবথেকে বেশি লাগে, সেখানে লাথি মারে।' তাঁর দাবি, ভোট মিটলেই বিজেপি সরকার এমন পদক্ষেপ করে থাকে। ডেরেকের প্রশ্ন, 'বাংলায় এখন বিজেপি পরিচালিত সরকার কি জ্বালানির ওপর ভ্যাট কমিয়ে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেবে?' তাঁর কটাক্ষ, 'এখন তো আর কেন্দ্রের টাকা আটকে রাখার ভয় নেই!'

তৃণমূল ভবনে বসে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে এখন ডাবল ইঞ্জিনের সরকার। আমরা আশা করতে পারি, অবিলম্বে পেট্রোল-ডিজেলের উপর সমস্ত কর রাজ্য সরকার প্রত্যাহার করবে যাতে বাংলায় দাম সব রাজ্যের থেকে অনেকটা কমে যায়।' কেবল পেট্রোল-ডিজেল নয়, শুক্রবার থেকে মহার্ঘ হয়েছে সিএনজি-ও। দিল্লিতে কেজি প্রতি সিএনজি-র দাম ২ টাকা বেড়ে হয়েছে ৮৭ টাকা।

কলকাতায় জ্বালানির দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস। প্রদেশ দপ্তর বিধান ভবন থেকে মৌলালি পর্যন্ত মিছিল করার কথা থাকলেও পুলিশের বাধায় তা সম্ভব হয়নি। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য মোদি সরকারের দূরদর্শিতার অভাব এবং ব্যর্থ নেতৃত্বকে দায়ী করেছেন। তাঁর প্রশ্ন, 'আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম যখন কম ছিল, তখন কেন সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়া হয়নি?' খাড়গের অভিযোগ, গত ১০ বছরে কেন্দ্র জ্বালানি থেকে ৪৩ লক্ষ কোটি টাকা কর আদায় করলেও সংকটের সময় মানুষের ওপর বোঝা চাপাচ্ছে।' আরেক কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের অভিযোগ, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষের পকেট কাটা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জ্বালানি সাশ্রয় ও কৃচ্ছ্রসাধনের বার্তা দিয়েছিলেন ক'দিন আগে। সেকারণে মনে করা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লেও ভোট চলাকালীন রাজনৈতিক স্বার্থে তেলের দাম স্থির রাখা হয়েছিল। ভোট শেষ হতে সেই লোকসান উশুল করার চেষ্টা হচ্ছে।

রাহুলের সঙ্গে বৈঠকে দুই বিধায়ক

মুর্শিদাবাদ, ১৫ মে : রাজ্যে শূন্যের বাধা কাটিয়ে মুখ রক্ষায় কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ থেকে জোড়া আসন জয় হয়েছে কংগ্রেসের। সেই জোড়া আসন রানিনগর ও ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজয়ী জুলফিকার আলি ও মহাতাব শেখ অধীর চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লিতে রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন। শুক্রবার সেখানে বৈঠকও হয়। আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ভূমিকা তথা কর্মসূচি সেইসঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের রূপরেখা কী হতে চলেছে সেই বিষয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। জুলফিকার আলি বলেন, 'আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের বুকে বিরোধী হিসেবে গঠনমূলক সরকারি কাজের সমালোচনা, সঙ্গে তৃণমূল সরকারের আমলে বিভিন্ন কংগ্রেস কর্মীদের হত্যা সহ তাঁদের ওপর অত্যাচারের ন্যায়বিচারের দাবি নিয়েও সরব হব আমরা দুই বিধায়ক।'

তিনি জানান, আগামী পঞ্চায়েতে দলের ফলাফল যাতে ভালো করা যায় সেদিকে নজর দেওয়ার ক্ষেত্রে বুথভিত্তিক সাংগঠনিক কোর কমিটিকে আরও বেশি করে মজবুত করা ও নিয়ম মেনে জনসংযোগ বৃদ্ধি সহ দলের শুদ্ধিকরণের দিকেও নজর দেওয়া হবে।

আরজি কর কাণ্ডে

প্রথম পাতার পর

আদালতের সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি। সম্প্রতি হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ তাঁদের দায়ের করা মামলা থেকে অব্যাহতি নিয়েছে। মেয়ের ওপর অত্যাচারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থার আশায় অভয়ার মা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে লড়েছেন। জিতেছেনও। মুখ্যমন্ত্রীর শুক্রবারের ঘোষণা তাঁর ও তাঁর স্বামীর মনে আশার আলো জাগিয়েছে বলে জানিয়েছেন।

অভয়ার মা তথা পানিহাটির বিজেপি বিধায়ক বলেন, 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আমি মেয়েটাকে হারিয়েছি। ও তো সুরক্ষিত জায়গাতেই ছিল। সরকার যে টাকা দিতে চেয়েছিল- সে কথা যাতে প্রকাশ্যে না বলি, সেজন্য আমাদের ভয় দেখানো হয়েছিল। ভাগ্যিস তখন বলে ফেলেছিলাম! না হলে হয়তো বছরের পর বছর এভাবেই কেটে যেত। নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত দ্রুত ফাইলটা খোলার জন্য।'

অভয়ার বাবার কথায়, 'অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে। আমরা বারবার সেকথা বলেছিলাম। আইনের রক্ষকরা আর যাতে অপরাধ করার সাহস না পায়- সেরকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী।' শুভেন্দু এই বিষয়ে তাঁর অগ্রাধিকারের কথাও বুঝিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমি হোম মিনিস্টারের চার্জ নেওয়ার পর মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে আরজি করের ঘটনা ও পরবর্তী বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম। তথ্য জানার পর এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিলাম।'

নির্বাচনি প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়লেই আরজি কর মেডিকেলে ওই ঘটনায় দোষীদের কলার ধরে বিচারের মুখোমুখি করা হবে। সেকথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেই এবার 'অ্যাকশন মোড'-এ নবান্ন। শুভেন্দু জানিয়েছেন, নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থেই তিন আইপিএস আধিকারিককে সাসপেনশন। তবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হবে। নির্যাতিতার পরিবার চাইলে তাঁদের বাড়িতে গিয়েও বয়ান নথিভুক্ত করবেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

তবে ওই ঘটনায় সিবিআইয়ের যে তদন্ত চলছে, তাতে রাজ্য সরকার নাক গলাবে না। নবান্নের পদক্ষেপ শুধু পুলিশের ভূমিকা, তথ্য বিকৃতি এবং দুর্নীতির তদন্তে সীমাবদ্ধ থাকবে। সংবাদমাধ্যমের সামনে তৎকালীন এক ডিসির ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণেরও কড়া সমালোচনা করে শুভেন্দু বলেন, 'উনি তো পুলিশের মুখপাত্র ছিলেন না। সাংবাদিক বৈঠকে ওঁর ওই হাবভাব বাংলার মান-মর্যাদাকে নষ্ট করেছে।'

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় তখনকার জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক। ওই আন্দোলনের অন্যতম নেতা কিঞ্জল নন্দর কথায়, 'আমরা প্রথম থেকেই বলেছিলাম, গোটা বিষয়টি গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আজ সেটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।' তৎকালীন আরেক আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তার অনিকেত মাহাতো বলেন, 'রাজ্য সরকার চাইলে সব করতে পারে। সত্য সামনে আসার ক্ষেত্রে আর কোনও অন্তরায় থাকল না।'

অভয়া আন্দোলনের আরেক মুখ অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত সরকারের সিদ্ধান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও আক্ষেপ করেছেন, 'সেদিন হাতজোড় করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলাম, আপনি হস্তক্ষেপ করলে এটা ওপেন অ্যান্ড শাট কেস হওয়ার কথা। কিন্তু একবারও সাড়া পাইনি।'

ক্ষমতালিপ্সা, দোলাচল যেন বাঙালির

প্রথম পাতার পর

অথচ শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিতেই বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করে দিল তাঁর দল। তাঁর ১০০ আসনে জোর করে হারানোর অভিযোগ তর্কের খাতিরে ঠিক ধরলে তৃণমূলের অবস্থান হওয়া উচিত, এই বিধানসভায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তাহলে তৃণমূল এই বিধানসভায় যোগ দিল কেন? 'চুরি' ও 'মিথ্যা' ফলাফলের ভিত্তিতে তৈরি বিধানসভায় যোগ দেওয়া কি ভাবের ঘরে চুরি হল না?

মিথ্যাচার ও জালিয়াতির অভিযোগ তুলেও তৃণমূল কেন বিধানসভায় যোগ দিল, তা কিন্তু ব্যাখ্যা করেনি। বাঙালি আসলে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে চায়। বিরোধী দলনেতার মর্যাদা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমতুল। বিধায়কদের হাতে কিছু না কিছু দায়িত্ব, ক্ষমতা থাকে। সেসব আঁকড়ে থাকাই আসল উদ্দেশ্য। জালিয়াতির অভিযোগ নিয়ে নাহয় বাজার গরম করা যাবে, কিংবা আদালতে সওয়াল করে মিডিয়ায় ফুটেজ খাওয়া যাবে। ক্ষমতার ক্ষীর তো খাওয়া যাবে না।

যতই বাঙালি অস্মিতার নামে বাজার গরম করা হোক, ততটা আদর্শবাদী হওয়া বাঙালির দলের ধাতে নেই। বাঙালি অলসতাতেও ভোগে। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সময় যায় বহিয়া। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন সাতদিন হয়ে গেল। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা গঠনের নামগন্ধ নেই। পাঁচজন মন্ত্রী নিয়ে বাংলায় প্রথম বিজেপি সরকার যাত্রা শুরুটাও তাই বাঙালির দীর্ঘসূত্রিতার ইতিহাস হয়ে গেল।

হ্যাঁ, সচেতনভাবেই বিজেপিকে বাঙালি পার্টি বলছি। এতদিন প্রচার ছিল, বিজেপি বহিরাগতদের দল। বাইরের কিছু অবাঙালি দলটাকে বাংলায় পরিচালনা করেন। ভোট পরিচালনায় অবাঙালি নেতারা নিয়ন্ত্রণে ছিলেন বটে। তবে ভোটের পর প্রচুর সংখ্যায় বাঙালি বিজেপির টিকিটে জিতে এসেছেন। তাঁদের বেশিরভাগ বাঙালির ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। তাই বাংলায় অন্তত বিজেপিকে বাঙালির দল বলতে আর কোনও দ্বিধা নেই।

শুভেন্দু শপথ নেওয়ার দু'দিন পর অসমে মুখ্যমন্ত্রী পদে ফের শপথ নিয়েছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। সেদিনই অসমে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাংলায় সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দপ্তর দেখভালের দায়িত্ব কয়েকজন বিধায়কের হাতে দেওয়ায় ইঙ্গিত স্পষ্ট যে, পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা গঠনে আরও কয়েকদিন বাকি। এই বিলম্বের কারণ বাঙালির চিরাচরিত মতভেদ, গোষ্ঠীবিবাদ নাকি দিল্লির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা? 'আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি...' উচ্চারণ করে ইতিমধ্যে ৮০ জন তৃণমূল বিধায়ক বিধানসভায় ঢুকে পড়েছেন। নরমে-গরমে বক্তৃতাও দিয়ে ফেলেছেন বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া জবাবে তৃণমূলের বিধায়ক দলকে কার্যত নিশ্চুপ ও হতভম্ব দেখিয়েছে। শুধু বিধানসভায় অংশগ্রহণ নয়, তৃণমূলের ভাবের ঘরে চুরির উদাহরণ আরও অনেক ক্ষেত্রে আছে। বিজেপিকে জেতানোর পরিকল্পনায় এসআইআর করা হচ্ছে বলে গলা ফাটালেও সেই এসআইআর-এর ভিত্তিতে আয়োজিত বিধানসভা নির্বাচন বয়কটের পথে তৃণমূল হাঁটেনি। বয়কটের পথে হাঁটলে ক্ষমতা দূরের কথা, বিরোধী দল হওয়ার সুযোগ মিলত না। বাঙালির দল সেই ঝুঁকি নেয়নি। নির্বাচনে রিগিংয়ের অভিযোগে ১৯৭১-এ বিধানসভা বয়কট করেছিল সিপিএম। তারপর ১৯৭৭-এ অভাবনীয়ভাবে ক্ষমতায় এসেছিল বামেরা। তৃণমূল সেই ঝুঁকি নেওয়ার সাহস পেল না। নির্বাচন বা বিধানসভা বয়কটের পথে গেলে দলটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না- এই ভয় ছিল বলেই হয়তো এই পিছিয়ে থাকা।

ভয়টা অমূলকও নয়। বিধানসভায় শামিল না হলে দলীয় বিধায়করাও হয়তো পদ্ম শিবিরে হাঁটা দিতেন। সংসদীয় রাজনীতিতে শূন্য হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা সিপিএম ভুগেছে। তৃণমূল সেই পথে হাঁটা সমীচীন ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেছে। অন্যদিকে, আসি মন্ত্রীসভা গঠনে বাঙালির আরেক দল বিজেপির আশ্চর্যরকম বিলম্বের প্রসঙ্গে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবারের নির্বাচনে দলটাকে ঢেলে ভোট দিয়েছে। বিশেষ করে রাজবংশী, আদিবাসী, নেপালি, মতুয়া, কুর্মিরা।

তাঁদের ও যেসব এলাকা তৃণমূলকে নিশ্চিহ্ন করেছে, সেখানকার যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত না করলে অন্তঃকলহের সম্ভাবনা যে যথেষ্ট। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে শপথ নিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের কথা বললেও বাঙালির লেটলতিফ স্বভাবে হয়তো বিজেপির ট্রেন ধীরে চলছে। তার ওপর আছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-ঘনিষ্ঠদের অগ্রাধিকার দেওয়ার স্বাভাবিক বিবেচ্য বিষয়টি। এত কিছু সামলাতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য নয়াদিল্লি ছুটেছেন। কিন্তু মুখে বলছেন, মন্ত্রীসভা গঠন মুখ্যমন্ত্রীর কাজ। দলের কাজ নয়।

মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণ নিয়ে টুঁ শব্দও করছেন না। বোঝাই যাচ্ছে, ভারসাম্য রক্ষার প্রয়াসে সময় নিতে হচ্ছে বাংলার বিজেপি নেতৃত্বকে। বাঙালির দল হয়ে উত্তর ভারতীয় তকমা ঘোচানো গেলেও বাঙালির ধীরে চলো সংস্কৃতি থেকে যে নিস্তার নেই। এই সমস্যা থেকে বিজেপি নিজেকে বের করবে নিশ্চয়ই। কিন্তু বাঙালির গয়ংগচ্ছ ও অন্তঃকলহের স্বভাব এরপরেও প্রতিপদে বিজেপির সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, এমন নিশ্চয়তা নেই।

STYLE BAAZAR

BUY 1 GET 1 FREE*

SHOP NOW

*T&C Apply.

শুভ উদ্বোধন : 22 মে শিলিগুড়িতে, 2nd স্টোর (শিবমন্দির, NBU ক্যাম্পাস)

CELEBRATING 250 STORES

Brands Available

FOR MEN: Square up (Casual Wear), Walsey, Kirtle

FOR LADIES: Awaya, Miss 19, Miss Desi

FOR KIDS: Miss 12, Dozo

FOR HOME: HF Home Focus

মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার

Helpline: 18004102244

উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাঁচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধূপগুড়ী। পাকুয়াহাট। ফালাকাটা। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা (রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ • সুকান্ত মোড়ে)। রায়গঞ্জ (দেহশ্রী মোড় · বিধাননগর মোড়)। রতুয়া। শিলিগুড়ী

কলকাতা: অ্যাক্রিস মল (গ্রাউন্ড ফ্লোর) • গড়িয়াহাট (একডালিয়া মোড়) • বাগুইআটি (VIP রোড) • বাঘাযতীন (পদ্মশ্রী সিনেমা হলের পাশে) • বেহালা (জেম্‌স লং সরনী) • মেটিয়াবুরুজ (বিচালিঘাট রোড) • মেট্রো সিনেমা হল (জওহরলাল নেহেরু রোড) • লিন্ডসে স্ট্রিট (সিমপার্ক মলের পাশে) • ঠাকুরপুকুর (পুলিশ স্টেশনের বিপরীতে) • হাতিবাগান (নর্থল্যান্ড হসপিটালের বিপরীতে)

দক্ষিণবঙ্গ: অবনী রিভারসাইড মল (2nd ফ্লোর)। আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উত্তরপাড়া। উলুবেড়িয়া। এগরা। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। খড়গপুর। গুসকরা চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। ডোমকল। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বোলপুর। বহরমপুর। বাঁকুড়া। ব্যারাকপুর। বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে · কুলপি রোড, শিবানী পীঠ)। বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। বর্ধমান (পুলিশ লাইন বাজার · পারকাস রোড মোড়)। বেলুড় (রঙ্গোলি মল)। বাখরাহাট। বরানগর। মেদিনীপুর। মেমারী। মালঞ্চ। রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী। হাবড়া। হাওড়া ময়দান

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৫৫ সংখ্যা, শনিবার, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

অনিশ্চিত নাগরিকত্ব

সম্ভাবনা সত্যি হতে চলেছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীকে (এসআইআর) কেন্দ্র করে সেই সম্ভাবনা এখন বাস্তব। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের দুই বিজেপি শাসিত সরকার সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে বাতিলরা আর কোনও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন। এই সিদ্ধান্তে প্রশ্ন উঠেছে, এসআইআর-এ যে লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে তাঁদের নাগরিকত্বকে কি সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে?

অসমে এনআরসি-র সময় সেরকমই হয়েছিল। রাতারাতি লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিজভূমে পরবাসী করে তোলার সেই প্রয়াসে ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল অনেক। শেষমেশ গোটা প্রক্রিয়াটি ভুল বলে বাতিল করে দেওয়া হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের চোখে ডি-ভোটারদের তখন ঠাঁই হয়েছিল ডিটেনশন ক্যাম্পে। সেরকম ঘটনা হয়তো বিহার বা বাংলায় হচ্ছে না। কিন্তু সমস্ত সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিতদের নামের পাশে লালকালির দাগ লেগে যাওয়ার অর্থ ওই নাগরিকদের ডি-ভোটার করে দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হওয়া।

সরকারের যুক্তি, মৃতরা তো সরকারি সুযোগসুবিধা পাবেন না। অনুপ্রবেশকারী কিংবা অ-ভারতীয়দেরও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা বিনামূল্যে র‍্যাশনের মতো প্রকল্পের আওতার বাইরে রাখা উচিত। ভূতুড়ে নাম অবশ্যই বাদ যাওয়া উচিত। কিন্তু এসআইআর-এ বাতিল সবাই অ-ভারতীয়, সেটা কিন্তু প্রমাণিত হয়নি। এসআইআর-এর পর প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন, এমন অনেকের কিন্তু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কিংবা আবাস যোজনার প্রয়োজন নেই।

কাজেই চাল থেকে কাঁকর আলাদা করার সময় এখন। মাপকাঠি মেনে সব যোগ্যদের সুবিধাপ্রাপকের দলে রাখা উচিত। তার সঙ্গে এসআইআর জুড়ে দিলে অনেক ভারতীয় বঞ্চিত হবেন। সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলার শুনানির সময় নির্বাচন কমিশন কিন্তু স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল, ভোটার তালিকায় নাম না থাকার অর্থ নাগরিকত্ব হারানো নয়।

ভোটার তালিকা সংশোধন একটি নিয়মিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, যার উদ্দেশ্য তালিকাকে স্বচ্ছ রাখা। শীর্ষ আদালতেরও পর্যবেক্ষণ ছিল, কেউ একবার ভোট দিতে না পারলেও তাঁর ভোটাধিকার চিরতরে হরণ করা হয় না। ভোটার তালিকায় নাম তোলার সুযোগ সবসময়ই থাকে। বাস্তবে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুপ্রিম কোর্ট ও নির্বাচন কমিশনের অবস্থানকে কার্যত অগ্রাহ্য করে ভোটার তালিকাকে নাগরিকত্ব ও সরকারি পরিষেবা পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে খাড়া করছে।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী আবার শুধু সরকারি সুবিধা বন্ধের কথা বলেননি, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়াদের ব্যাংকের পাসবই বাতিলের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার স্পষ্ট করেছে যে, অনুপ্রবেশকারী বা অ-নাগরিকদের সরকারি সুবিধার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। তবে যাঁরা ট্রাইবিউনালে আবেদন করেছেন, তাঁরা আপাতত বাদ পড়বেন না।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেই এসআইআর হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। ওই রাজ্যে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ২ কোটিরও বেশি নাম। ওই মানুষগুলিকে যদি সরকারি প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে আমজনতার নাভিশ্বাস উঠতে বাধ্য। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন দেশের আরও ১৬টি রাজ্যে তৃতীয় পর্যায়ের এসআইআর শুরুর নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে। তাতে বাংলা ও বিহারের এই ‘মডেল’ আগামীদিনে দেশব্যাপী অস্থিরতার ইঙ্গিতবাহী।

সরকারের যুক্তি যাই হোক, ভারতের মতো দেশে প্রান্তিক মানুষের সামান্য বানান ভুল কিংবা ঠিকানার অসংগতি বা নথিপত্র সংরক্ষণে ঘাটতি থাকে। সেই ত্রুটিকে হাতিয়ার করে নাগরিক অধিকার বা সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হলে তাঁদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। অথচ কল্যাণকামী রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য, নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া মানে যদি বিনা পয়সার র‍্যাশন বা ব্যাংকিং পরিষেবা বন্ধ করা হয়, তবে সেই মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। এসআইআর-এর নামে কাউকে নিজ দেশে পরবাসী করে দেওয়া সভ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য দুর্ভাগ্যের।

অমৃতধারা

মনের চেয়ে চিত্ত সূক্ষ্ম। চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলেই মনের সৃষ্টি হয়। যেরূপ সরোবরের জলের মধ্যে ঢিল ছুড়লে বা অন্য কোনওরকম আঘাত লাগিলে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলে মনের ক্রিয়া হয়। চিত্তই প্রকৃতি। চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মন-মনের এই চারিটি বিভাগ। মন জড়ও নয়, চেতনও নয়-মনের স্বরূপ অচিন্তনীয়। এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি। সমষ্টি মনই ব্রহ্ম। চিৎপ্রতিবিম্বিত চিদাভাসই চিত্ত বা জীব। এই কারণ- চিত্ত বা জীব ব্রহ্ম। এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। একমেবাদ্বিতীয়ম। ব্রহ্ম যেমন অনাদি, জীবও সেইরূপ অনাদি। প্রবাহরূপে সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি।

-শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী

ইন্ডিয়া জোট-আকাশে আজও তীব্র আঁধার

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী ঐক্যের কথা বলছেন এতদিনে। পরাজয়ের পর। দেশে বিরোধী জোট আজও সোনার পাথরবাটি।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

প্রতিদিন সকালে উঠে সবার আগে কেরলের দুটো প্রধান কাগজ মলয়ালা মনোরমা ও মাতৃভূমির ওয়েবসাইট দেখা রীতিমতো অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইদানীং।

টানা ১০ দিন ধরে কংগ্রেস হাইকমান্ড মুখ্যমন্ত্রী বাছতে পারছিল না। নাটকের পর নাটক। মুখ্যমন্ত্রিত্বের তিন দাবিদারের একজন আবার হাইকমান্ডের খুব প্রিয়। সেটা আন্দাজ করে অধিকাংশ বিধায়ক নির্বাচনের পর গোপন মিটিংয়ে ভোট দিয়েছিলেন তাঁকে। এসব বিস্তৃত খবর পাওয়া যেত ওই কাগজ দুটোয়।

ওখানেই পড়ছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী প্রায় হয়ে যাচ্ছিলেন দিল্লিতে দীর্ঘদিন সক্রিয় মালয়ালি নেতা কেসি ভেনুগোপাল। যদিও তিনি বিধানসভার ভোটেই দাঁড়াননি এবং একজন সাংসদ। ভেনুগোপালকে মুখ্যমন্ত্রী করলে কংগ্রেসকে আরও দুটো নির্বাচন জিততে হত— একটা সংসদে, একটা বিধানসভায়। তবু তাঁর নাম ছিল বলেই এতদিন ধরে টানাপোড়েন চলল কংগ্রেসে। আর এক হেভিওয়েট দাবিদার রমেশ চেন্নিথালা আগেই সরে গিয়েছিলেন লড়াই থেকে। শেষ পর্যন্ত গতবারের বিরোধী নেতা সতীশনকেই মুখ্যমন্ত্রী বাছল কংগ্রেস। মনোরমার সমীক্ষায় জনতার সবচেয়ে পছন্দের মুখ ছিলেন তিনিই।

বিজেপি ও সহযোগীদের হাতে আপাতত বাইশখানা রাজ্য, কংগ্রেসের হাতে চারটে— হিমাচল, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা ও কেরল। এখানে একটা মুখ্যমন্ত্রী বাছতে যদি দশদিন লেগে যায়, প্রশ্ন উঠবে কংগ্রেস কি এখনও নরসীমা রাও জমানাতেই পড়ে রইল? যেখানে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগাই ছিল এক রকম সিদ্ধান্ত। এখানেই বোঝা যায়, ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেস কেন এখনও পর্যন্ত ব্যর্থই।

এটা একেবারে পরিষ্কার, বিজেপি তাদের অর্থ, তাদের সরকারতন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসার প্রবণতা যে জায়গায় নিয়ে গিয়েছে, তাতে তাদের দিল্লির রাজপাট থেকে সহজে সরানো মুশকিল। যদি না ইন্দিরা গান্ধির আমলে যেমন বিরোধীরা আদর্শ ভুলে এক হয়েছিল, তেমন পরিস্থিতি হয়। সেই সম্ভাবনা অধিকাংশ রাজ্যেই আপাতত দেখা যাচ্ছে না। এবং বিজেপির নেতাদের মুখে চওড়া হাসি। ২০২৩ সালের ১৭ জুলাই যেদিন ইন্ডিয়া জোট হয়েছিল, তখন তাতে ছিল ৩৫ পার্টি। এখন তার অধিকাংশ পার্টিই শক্তিহীন, গুরুত্বহীন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার ভোটে হারের পরেই বলেছিলেন, এখন বাম-অতিবামদের নিয়ে একসঙ্গে ঐক্য দেখালে বিজেপিকে হারানো যায়। তা শুনে মহম্মদ সেলিম থেকে শতরূপ ঘোষ, যেভাবে মমতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে চুবিয়ে দিয়েছেন, সেটা আর বলার নয়। একটা মাত্র আসন পেয়েই শতরূপ এবং তাঁদের কিছু ফেসবুক বিপ্লবী এমন ভাব করছেন যেন সিপিএম রাজ্যে ফের ক্ষমতায় ফিরল বলে! বড় বড় কথা বলা ছাড়া বাংলার কিছু সিপিএম নেতার আর কিছু নেই।

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, সৃজন ভট্টাচার্যরা অত প্রচারপ্রিয় নন। তাই তাঁদের কথা শোনা যায় না বেশি। তাঁদের বদনাম করে দিচ্ছেন দলের অন্যরা। শতরূপদের আত্মপ্রচারেই বেশি মন। সব বিষয়ে তাঁকে বলতেই হবে। তাঁরা বুঝতেও পারছেন না, গোটা দেশের পরিস্থিতি কী ভয়ংকর জায়গায় চলে যাচ্ছে। দেশজুড়ে কী দুর্গতি কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর। আসলে এঁরা রাজ্যের বাইরে এখনও ভাবতেই শেখেননি। রাজ্যের বাইরে গোটা দেশ নিয়ে ভাবেন বলেই সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য কিন্তু মমতার কথায় ওরকম শতরূপ-সেলিম স্টাইলের ব্যঙ্গ করেননি। বরং ভেবে দেখার কথা বলেছেন।

এটা একেবারে সত্যি কথা, ইন্ডিয়া জোট তৈরি হওয়ার পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল যেভাবে মাঝে মাঝেই ডুব দিয়েছে, সম্মিলিত বিদ্রোহ থেকে টুক করে সরে গিয়েছে, সংসদের বিল পাশের দিন গরহাজির থেকেছে, তাঁর দলকে বিশ্বাস করা কঠিন। মমতা আবার কারও নেতৃত্ব মানতে নারাজ ছিলেন শুরু থেকে। এব্যাপারে তাঁকে গাছে তুলে দিতেন কিছু কাগুজে সাংসদ, যাঁদের লোকসভা কেন, পুরসভাতেও জিতে আসার ক্ষমতা নেই।

এখন যা পরিস্থিতি, তাতে কংগ্রেস এবং বামেদের মমতাকে ছাড়া চলবেও না। মমতারও চলবে না কংগ্রেস ও বামকে ছাড়া। ইতিমধ্যেই শারদ পাওয়ার ও তাঁর দল আত্মসমর্পণ করে বসেছে বিজেপির কাছে। তেজস্বী যাদবের পার্টি একেবারেই শক্তিহীন বিহারে। কংগ্রেস তামিলনাড়ুতে বিজয়ের দলকে সমর্থন করায় তাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু ডিএমকে মারাত্মক ক্ষুব্ধ। সম্প্রতি স্ট্যালিন সবসময় রাহুলের পাশে ছিলেন। কিন্তু বিজয়কে সমর্থন করার পর তিনি কেনই বা কংগ্রেসকে বিশ্বাস করতে যাবেন পুরোপুরি?

তাহলে ব্যাপারটা যা দাঁড়াল, তাতে রাহুল গান্ধির পাশে আপাতত অখিলেশ যাদব ছাড়া কেউ পুরোপুরি নেই! সীতারাম ইয়েচুরির আমলে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের সম্পর্ক যেমন আন্তরিক ছিল, এম বেবির জমানায় সেই ব্যাপারটা তত জমাট বাঁধছে না। কংগ্রেস তো কেরল নির্বাচনের সময় মারাত্মক অভিযোগ তুলেছিল, সিপিএমের সঙ্গে বিজেপির যোগাযোগ রয়েছে। কংগ্রেসকে হারানোর জন্য বিজেপি সিপিএমের শক্তিশালী ঘাঁটিতে শক্তিশালী প্রার্থী দিচ্ছে না। এসব দেখার পর, সাধারণ লোক তো বলবেই, কেরলে তোমরা মারপিট করছ আর ভারতে তুমি জোটে যাচ্ছ, এটা কীরকম ব্যাপার? বিজেপিও এই ব্যাপারটার ওপর জোর দেবে।

ভুলব কী করে, কংগ্রেসের কেরলে জোটসঙ্গী আবার মুসলিম লিগ। এই যে এত নাটক হল মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনে, তার একটা কারণ হল মুসলিম লিগ মুখ্যমন্ত্রী চাইছিল সতীশনকে। এবং সেটা মেনে নিতে হল কংগ্রেসকে। বিজেপি নেতারা অবধারিতভাবে এটা নিয়ে বিদ্রুপ শুরু করেছেন। তুমি মুখে বলছ সাম্প্রদায়িক হব না, আর ওদিকে মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট করছ। এটা তো একরকম দ্বিচারিতাই।

দ্বিচারিতা কংগ্রেসও করছে, বিজেপিও করছে। সব দলই করছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে একটা দল মারাত্মক ক্ষমতাশালী হয়ে গেলে দেশের পরিস্থিতি কী ভয়ংকর হয়, তা দেখা গিয়েছিল ইন্দিরা গান্ধির আমলে। যা খুশি তাই হত একটা সময়। এখন মোদির আমলেও তাই। গত পনেরো বছরে মোদি যা বলেছেন, তা নিয়ে ইদানীং প্রচুর মিম তৈরি হচ্ছে। আসলে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকলেই নেতাদের মধ্যে এমন অহং ভাব চলে আসে, তা কহতব্য নয়। নেতাদের সঙ্গে তাঁদের অনুগতরাও পালটে যেতে থাকে।

এই ব্যাপারটা মমতার পতনের পিছনে কাজ করেছে, কাজ করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ক্ষেত্রেও। কেজরির আম আদমি পার্টিও ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে একটা কাঁটা। কেজরিও যে কখন কী করবেন, কোন খেলায় মেতে উঠবেন, দেবতারাও জানেন না। মমতার মতো কেজরিও কংগ্রেসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছেন বারবার। কখনও আম আদমি পার্টির দোষ, কখনও কংগ্রেসের।

এখন যা দিনকাল, মাঝে মাঝেই কোনও শহরে হয়তো দেখবেন একঝাঁক বিরোধী নেতা দু’হাত তুলে, একে অন্যের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন। কোথাও মধ্যমণি সোনিয়া বা রাহুল, কোথাও মল্লিকার্জুন খাড়গে। হঠাৎ এঁদের নিয়ে আলোচনা হবে। তারপরে আবার সেই জোট উধাও হয়ে যাবে।

আসলে ভিন্নধর্মী দলগুলোকে নিয়ে বড় ধরনের জোট বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজেদের অনেক স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়। ছোট ছোট স্বার্থ উপেক্ষা করতে হয়। আরও দরকার হয় জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো কাউকে। যিনি ক্ষমতার বহু দূরে থাকবেন। বিনি সুতোর মালা গাঁথবেন বাইরে থেকে। যাঁকে সব পার্টির লোকেরা শ্রদ্ধা করবেন অন্তর থেকে। বিভিন্ন দলের সমস্যা হলে তিনিই উদ্যোগ নেবেন মেটাতে।

সেই রকম সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা এখন ভারতীয় রাজনীতির বৃত্তে একেবারেই নেই। শাসকদলেও নেই, বিরোধী দলেও নেই।

তাই শক্তিশালী দূরবিন দিয়েও কোনও রাজনারায়ণ, কোনও মোরারজি দেশাইকে ভারতীয় রাজনীতির গ্রহে দেখা যাচ্ছে না।

আজ

১৯১৬

অভিনেতা বিকাশ রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৯৪

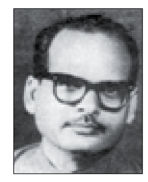

আজকের দিনে প্রয়াত হন পরিচালক ফণী মজুমদার।

আলোচিত

অভয়া কাণ্ডে সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল, তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই পুলিশ অফিসার পরিবারকে টাকা দিতে চেয়েছিলেন। বলা হয়েছিল, ওই টাকা রাজ্য সরকারের তরফে। সেটা আদৌ রাজ্য সরকারের তরফে কি না, তার তদন্ত হবে।

-শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

গুজরাটের জুনাগড় জেলায় ভজনশিল্পী জিগ্নেশ কবিরাজ মঞ্চে গান গাইছিলেন। সেই সময় উপস্থিত শ্রোতা ও ভক্তরা দু’হাত ভরে টাকা ছোড়েন তাঁর দিকে। ভক্তিমঞ্চ মুহূর্তে টাকার স্তূপে পরিণত হয়। সেই টাকা দিয়ে শিল্পীকে প্রায় চাপা দেওয়া হয়।

ভাইরাল/২

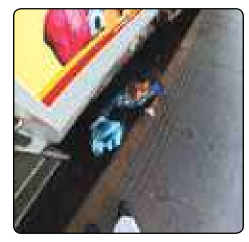

নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে ট্রেনের দরজার সামনে ভিডিও বানাচ্ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার ডিজিটাল ক্রিয়েটর। হঠাৎ ওড়নাটি ট্রেন ও প্ল্যাটফর্মের ফাঁক দিয়ে রেললাইনে পড়ে যায়। এক ব্যক্তি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাইনে নেমে গিয়ে ওড়নাটি উদ্ধার করেন।

জনমন

জনমত

অটুট থাকুক দায়িত্ববোধ

গণতন্ত্রে পালাবদল হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বদলের পরই বদলা নেওয়ার প্রবণতাকে স্বাভাবিক বলা যায় কি? বাস্তবে এটাই হয় ভীষণরকমভাবে। বর্ষীয়ান নাগরিক হওয়ার সুবাদে পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলো পালাবদল আমার চোখের সামনেই হয়েছে। কংগ্রেস থেকে বাম, বাম থেকে তৃণমূল, তৃণমূল থেকে বিজেপি। পালাবদল মানে একের উত্থান আর অপরের পতন। এই উত্থানপতনের সত্যিটা সূর্যোদয়ের মতো অটুট সত্য এবং সূর্যাস্তের মতো অনিবার্য সত্য।

সেইসঙ্গে যে উলঙ্গ সত্যটা জনমানসে আতঙ্ক তৈরি করে সেটা হল বিজয়ী দলের হিংসা-প্রবাহ। জয়ের ফসল যদি হিংস্র হয়, ‘জয়’ তার উজ্জ্বলতা হারায়। একমাত্র রাজনৈতিক জয়ের মধ্যেই এই অনৈতিকতা প্রবলভাবে দেখা যায়। পালাবদল হলেই বিজয়ী দলের সমর্থকরা পরাজিত দলের সক্রিয় কর্মীদের গুছিয়ে আড়ংধোলাই দেবেই। দলীয় কার্যালয়গুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবেই। এটা যেন একটা পরম্পরা! এই জঘন্য পরম্পরা প্রতিটা পালাবদলের সময় দেখেছি। কিন্তু কেন? এটা কি আক্রোশ? নাকি বিজাতীয় উল্লাস?

‘আমরা এখন ধরাকে সরা মনে করব’-গোছের আদিখ্যেতা মনের মধ্যে উড়ে এসে জুড়ে বসে বলেই আচরণ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। অনেকগুলো বদলের হুবহু একই দৃশ্য দেখেই আমার বোধ বলে, প্রতিটা রাজনৈতিক দল ভয়ংকর পরম্পরাকে নিষ্ঠা এবং দায়িত্বের সঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এটা কি জয়ের আনন্দ উদযাপন করার ঘৃণিত এক পন্থা নয়? অথচ প্রতিটা বিজয়ী দলের উচ্চপর্যায়ের নেতা-নেত্রীবৃন্দ নাগাড়ে শান্তির বার্তা দিতে থাকেন। অপ্রীতিকর ঘটনা কোথাও যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে সাবধান করতে থাকেন। কিন্তু দলীয় কর্মীরা তা গ্রাহ্য তো করেনই না, উপরন্তু সরাসরি উপেক্ষা করেন। কেন? কারণ ওঁরা জানেন, এঁদের বিরুদ্ধে দল কোনও কঠিন পদক্ষেপ করবেই না। আমাদেরও এসব দেখতে দেখতে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। এইসব লন্ডভন্ড কাণ্ডকারখানা সাধারণ মানুষ এখন স্বাভাবিক বলেই মনে করে এবং জয়ের রেশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজেরা সামলে-সুমলে চলে।

প্রতাপের প্রভাব সমাজজীবনেও পড়ে। আমরা যে সমাজে বাস করি সেখানে অলিখিত কিছু রীতি-রেওয়াজ থাকে। আমরা একে অপরের সুখে-দুঃখে পাশে গিয়ে দাঁড়াই। একটু-আধটু ‘পিএনপিসি’ থাকলেও দায়বদ্ধতা থাকে ষোলোআনা। সেই সমাজ জয়পরাজয়ের চাপে-তাপে কিছুদিনের জন্য বিবসনা হয়ে পড়ে। রাজনীতির খপ্পরে চলে যায় সমাজনীতি। পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত হয়ে বিরূপ আচরণ করতে শুরু করে। দীর্ঘদিনের মিত্রতা ভুলে গিয়ে হানাহানিতে মেতে ওঠে। চেনা মুখগুলো যখন অচেনা আচরণ শুরু করে তখন কেউ আর কারও আপনজন থাকে না। সমাজ তখন পুরোপুরি ছন্নছাড়া! জয়োল্লাস থিতিয়ে এলে এবং মতিচ্ছন্নতার ঘোর কাটলে রয়েসয়ে স্বাভাবিক হয় সমাজ।

তাপসী দে, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

অর্থনীতির সুস্থতায় চাই লক্ষ্যমুখী অনুদান

করদাতার টাকায় ঢালাও খয়রাতি নয়, প্রকল্পের সুফল পৌঁছাক প্রকৃত অভাবী মানুষের দরজায়।

প্রাণগোপাল সাহা

ছোটবেলার নীতিপাঠ ছিল, ‘দীন দেখিয়া দান করিও’। এই ‘দীন’ শব্দের সরল অর্থ দরিদ্র। এই তত্ত্বের প্রতিফলন একদা দেখা যেত এ রাজ্যের সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতেও। বামফ্রন্ট জমানায় অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে পিছিয়ে পড়া মানুষদের চিহ্নিত করে ‘বিপিএল’ তালিকা তৈরি করা হয়েছিল এবং মূলত তাঁরাই সরকারি প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা পেতেন। ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার পূর্ববর্তী প্রকল্পগুলি বজায় রাখার পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন অনুদানমূলক প্রকল্প চালু করে এবং তা সর্বজনীন রূপ দেয়। এবারে বিজেপি সরকারের আমলেও দেখা যাচ্ছে পূর্বতন কোনও প্রকল্প বাতিল না করে উলটে বরাদ্দ বাড়িয়ে সেগুলি চালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাধারণ নাগরিক হিসেবে জনমুখী প্রকল্পের এই ধারাবাহিকতায় খুশি হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকলেও, এর অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা নিয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন থেকেই যায়।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, সরকারের আয়ের প্রধান উৎস জনগণের কর। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের প্রতিটি মানুষই প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রকে কর দিয়ে থাকেন। উচ্চবিত্তরা আয়ের একটি অংশ প্রত্যক্ষ কর হিসেবে দেন, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে পরোক্ষ কর প্রদান করেন। ফলে রাজকোষের প্রতিটি পয়সায় আপামর জনতার অধিকার রয়েছে। অথচ, সরকার যখন কোনও অনুদান ঘোষণা করে, তখন এমন এক ভাব প্রকাশ পায় যেন তারা নিজেদের তহবিল থেকে জনগণকে দাক্ষিণ্য দিচ্ছে! এই ব্যবস্থায় করদাতাদের মতামতের কোনও মূল্য থাকে না। বিশিষ্টজনেদের অনেকেই মনে করেন, অনুদান সর্বদা অভাবী মানুষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হওয়া উচিত। সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমরাও চাই জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি চলুক, অনুদানের অঙ্ক বাড়ুক; কিন্তু যাঁরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী বা উচ্চ আয়ের পরিধিতে পড়েন, তাঁদের সরকারি অনুদান দেওয়ার যৌক্তিকতা পুনর্বিবেচনা করা জরুরি।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের লাইন। -ফাইল চিত্র

আজকের সামাজিক বাস্তবতার দিকে তাকালে এক চরম বৈপরীত্য চোখে পড়ে। একজন গৃহপরিচারিকা, দিনমজুর, টোটোচালক কিংবা ফুটপাথের ছোট ব্যবসায়ী— যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁদের জন্য নানা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় তখন, যখন দেখা যায় কোনও কলেজের অধ্যাপক, উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক বা পদস্থ সরকারি কর্মচারীর সচ্ছল পরিবারও একই প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করছে। একইভাবে, ‘আবাস যোজনা’র মতো প্রকল্পে যেখানে হতদরিদ্র মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়ার কথা, সেখানে বহু জায়গায় দোতলা বাড়ির মালিক কিংবা একই সচ্ছল পরিবারের একাধিক সদস্য সরকারি ঘর পেয়ে যাচ্ছেন। সম্পদ ও সুযোগের এই অপচয় প্রকৃত দরিদ্রদের অধিকার হরণ করে এবং অনুদানের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়।

বিশ্বের সফল কল্যাণকামী রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকালে দেখা যায়, তারা ঢালাও খয়রাতির চেয়ে সুনির্দিষ্ট বা ‘টার্গেটেড’ সমাজকল্যাণে বেশি বিশ্বাসী। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাজিলের বিখ্যাত ‘বলসা ফ্যামিলিয়া’ প্রকল্পের কথা বলা যায়। অত্যন্ত নিখুঁত অর্থনৈতিক সমীক্ষার মাধ্যমে কেবল মাত্র দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা পরিবারগুলিকেই এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছিল, যার ফলে সে দেশে দারিদ্র্য এক ধাক্কায় বহুলাংশে কমে যায়। একইভাবে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি কিংবা ইউরোপের উন্নত অর্থনীতিতে সামাজিক ভাতা বা সুরক্ষা প্রদান করা হয় কঠোর ‘মিনস-টেস্টিং’ বা আর্থিক সক্ষমতা যাচাইয়ের মাধ্যমে। সেখানে ধনীদের রাষ্ট্রীয় অনুদান দিয়ে রাজকোষের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করা হয় না, কারণ অপরিকল্পিত ও সর্বজনীন নগদ বণ্টন ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে রাজকোষ শূন্য হওয়ার এবং পরোক্ষভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটার আশঙ্কা থাকে।

(লেখক অক্ষরকর্মী। গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৪৬

পাশাপাশি : ১। অপরিচিত, বিদেশি ৩। নদীতে হঠাৎ আসা বান ৫। উড়ন্ত হাঁসের দল ৭। বাংলায় শ্রীকৃষ্ণের ঘরোয়া নাম ৯। গজদন্ত ওঠেনি এমন হস্তীশাবক ১১। হিন্দুর শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে শ্রাদ্ধকর্তার যোলোটি দান ১৪। কল্পিত স্থান যেখানে পাপীদের আত্মা মৃত্যুর পরে শাস্তি ভোগ করে ১৫। অপ্রাপ্তবয়স্ক, অল্প বয়সি।

উপর-নীচ : ১। চমকানি লাগে এমন, অকস্মাৎ ২। দেবপ্রতিমা ৩। হাঁস, নির্লোভি সন্ন্যাসী ৪। ঘন বা পুরু নয় এমন, তরল ৬। সম্পত্তির অধিকারী, প্রভু, মনিব ৮। অনেক, বহু, নানাবিধ ১০। খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ১১। পাকা বাড়ি, অট্টালিকা ১২। শর, বাণ, খড়গ ১৩। প্রচার, নিন্দার কথা প্রচার, মিথ্যা প্রচার।

সমাধান ■ ৪৪৪৫

পাশাপাশি : ১। অলাবু ৩। জতু ৫। জয়া ৬। বাগদা ৮। সুলুক ১০। চন্দ্রিমা ১২। পচাই ১৪। ঝিম ১৫। চারু ১৬। নচ্ছার।

উপর-নীচ : ১। অষ্টবসু ২। বুজরুক ৪। তুরগ ৭। দাদ ৯। ছাপ ১০। চনমন ১১। মারধর ১৩। চামচা।

বিন্দুবিসর্গ

লরির ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ মে : লরির ছাদ থেকে নীচে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে খালাসির। ঘটনাটি শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ময়লানিজোত এলাকায় ঘটেছে। মৃতের নাম রথীনকুমার দাস (৩৯)। বাড়ি মুর্শিদাবাদে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লরিটি কলকাতার দিক থেকে অসমের দিকে যাচ্ছিল। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ময়লানিজোত সংলগ্ন একটি গ্যারাজে মেরামতের জন্য দাঁড়ায়। এদিন রথীন লরির ছাদে ঘুমিয়ে থাকাকালীন আচমকা নীচে পড়ে যান। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশের অনুমান, ঘুমের ঘোরে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

জোড়া বিমান বাতিল

বাগডোগরা, ১৫ মে : যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে শুক্রবার বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের দুটি উড়ান বাতিল হয়। বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম জানিয়েছেন, সন্ধে ৬.২০ মিনিটের ডিব্রুগড়-বাগডোগরা-বেঙ্গালুরু এবং সন্ধে ৭.১৫ মিনিটের মুম্বই-বাগডোগরা-মুম্বই বিমান দুটি বাতিল করা হয়।

বিমানগুলি বাতিল হওয়ায় বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। তবে কেউ বিমানবন্দর চত্বরে ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। বিমানবন্দরের এক কর্মী বলেন, 'দুটি বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি মেনে নেওয়া যায় না।' হেমন্ত শর্মা নামে এক যাত্রীর কথায়, 'এভাবে আচমকা বিমান বাতিল হলে জরুরি কাজের ক্ষতি হয়।'

প্রশিক্ষণ শেষ

বাগডোগরা, ১৫ মে : বন আইন সংক্রান্ত দুইদিনের প্রশিক্ষণ শুক্রবার শেষ হল। বনসম্পদ, বন্যপ্রাণ বিষয়ে কোনও অপরাধ হলে কোন ধারায় মামলা রুজু করা হবে এবং অপরাধীদের আদালতে হাজির করতে কী কী নিয়ম পালন করতে হবে, সে বিষয়ে কার্সিয়াং বন বিভাগের অধীনস্থ সমস্ত রেঞ্জ অফিসার, বিট অফিসার ও ফরেস্ট গার্ডদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ব্যাংডুবি বনবাংলোয় ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া (ডব্লিউটিআই) এবং নেচার অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ অ্যাসোসিয়েশন (এনডব্লিউএ) যৌথভাবে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ দেন ডব্লিউটিআই-এর মোনেশ টেমার, সিনিয়ার কাউন্সেলার সমীর মজুমদার প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে, দুই এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় এবং সমীর গজমের।

ডাম্পার আটক

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ মে : গোপন খবরের ভিত্তিতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ অবৈধ বালিবোঝাই দুটি ডাম্পার ও একটি লরি বাজেয়াপ্ত করল। শুক্রবার রাতে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র ও ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ এই অভিযান চালায়। বিধাননগরের ভীমবার এলাকায় নাকা তল্লাশি চালানোর সময় বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ দুটি বালিবোঝাই ডাম্পার আটক করে। অন্যদিকে, ঘোষপুকুর মোড় এলাকায় একটি বালিবোঝাই লরি আটক করা হয়। তিনটি ক্ষেত্রেই পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে চালকরা গাড়িগুলি ফেলে চম্পট দেয়। নদী থেকে বালি তোলার কোনও বৈধ কাগজপত্র না পেয়ে গাড়িগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ পলাতক চালকদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করার পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট ধারায় পৃথক মামলা রুজু করে ঘটনাগুলির তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশের জালে পঞ্চায়েত সদস্যও

শুভেন্দুর কনভয়ে হামলায় গ্রেপ্তার ৪

গৌরহরি দাস ও শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৫ মে : গত বছর খাগড়াবাড়িতে শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার ঘটনার তদন্তে পুলিশ যে এখন সক্রিয় হয়ে উঠছে তা দিনকয়েক আগেই 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' প্রকাশ করেছিল। মঙ্গলবার সেই খবর প্রকাশ হওয়ার পরই দিনতিনেক আগে সেই মামলার ফাইল নতুন করে খোলা হয়। এরপর শুক্রবার বিকেলেই তৃণমূলের কোচবিহার-২ ব্লক সভাপতি শুভঙ্কর দে-কে গ্রেপ্তার করা হয়। পাশাপাশি পুণ্ডিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান নুর আলম ও বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য রঘুনাথ সরকারকেও পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এছাড়া জাহাঙ্গির খান নামেও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রাজ্যে পালাবদল হতেই পুরোনো মামলাগুলি নিয়ে পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছে। এই মামলায় অভিযুক্তদের তালিকায় প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক সহ ঘাসফুল শিবিরের ছোট-বড় মিলিয়ে ৪১ জন নেতার নাম রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধেও অভিযান শুরু হয়েছে। পুলিশ সুপার যশপ্রীত সিংয়ের বক্তব্য, 'ওই ঘটনায় আগেই সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শুক্রবার তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা ঘটনার সময়ের ভিডিও পেয়েছি। সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

অন্য একটি ঘটনায় কোচবিহারের সিতাই থানার বরথর এলাকার বাসিন্দা বিজেপি কর্মী দিগম্বর রায় ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় স্বপন দাস, জীবন দাস ও বাপন দাস নামে তিনজনের বিরুদ্ধে শুক্রবার সিতাই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ তিন অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করে। ধৃত স্বপন সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। ধৃত জীবন দাসের কাছ থেকে একটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে।

কোচবিহারে বারবার বিজেপির বিধায়করা আক্রান্ত হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ তুলেছিলেন। সেবিষয়ে কথা বলার জন্য গতবছর ৫ অগাস্ট হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে তিনি কোচবিহারের পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর সফরের সময় তৃণমূল খাগড়াবাড়িতে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেছিল। পুলিশের সামনেই তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা শুভেন্দুর কনভয়ে হামলা চালান বলে অভিযোগ। ঘটনায় শুভেন্দু ৪১ জনের নামে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। তখন সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও তাঁরা জামিন পেয়ে যান।

সেদিনের শুভেন্দু বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ফলে সেই ঘটনা নিয়ে পুলিশের নতুন করে তৎপর হওয়া কার্যত সময়ের অপেক্ষা ছিল।

রাজ্যে পালাবদলে পুরোনো মামলায় তৎপরতা
শুভেন্দুকে হামলার তদন্ত

- গত বছর খাগড়াবাড়িতে শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার ঘটনার তদন্তে সক্রিয় পুলিশ
- ধৃত তৃণমূলের কোচবিহার-২ ব্লক সভাপতি শুভঙ্কর দে, পুণ্ডিবাড়ির প্রাক্তন প্রধান নুর আলম, বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য রঘুনাথ সরকার ও জাহাঙ্গির খান
- ঘটনায় জড়িত অন্যদের খোঁজেও তল্লাশি চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে, এবারে কার পালা বলে প্রশ্ন

ধৃত শুভঙ্কর দে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের ঘনিষ্ঠ। প্রভাবশালী হওয়ায় শুভঙ্করকে পুলিশি নিরাপত্তাও দেওয়া হত। এবারের নির্বাচনে কোচবিহার উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী পার্থপ্রতিম রায়ের ছায়াসঙ্গী হিসেবে কাজ করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তবে তৃণমূলের হারের পর তাঁর খুব বেশি দেখা পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, ধৃত নুর আলম ও রঘুনাথ সরকারও কনভয়ে ভাঙচুরের ঘটনায় যুক্ত ছিলেন বলে পুলিশের দাবি।

এদিন ব্লকের শীর্ষ নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার পর এবার রাজনৈতিক মহলে একটিই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে, এবার তাহলে কার পালা? তৃণমূলের জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'আইন আইনের পথে চলবে।' তৃণমূলের আমলে পুলিশের হাত-পা বাঁধা থাকায় সেই সময় তারা নিরপেক্ষ তদন্ত করতে পারেনি বলে কোচবিহার উত্তরের বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা সুকুমার রায় অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর কথায়, 'রাজ্যের বিরোধী দলনেতার উপর হামলা হলেও তৃণমূলের ভয়ে পুলিশ তখন উল্লেখযোগ্য কোনও পদক্ষেপ করেনি। এখন তারা সঠিক তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুক।'

তথ্য সহায়তা : অমৃতা দে

টোটোয় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কা, জখম ৮

চোপড়া, ১৫ মে : পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে টোটোর ধাক্কায় আহত হল আট স্কুল পড়ুয়া। জখম হয়েছেন টোটোচালকও। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে সুভাষনগর এলাকায়। জানা গিয়েছে, জাতীয় সড়কের ধারে সুভাষনগর এলাকার একটি বেসরকারি বাংলামাধ্যমের প্রাথমিক স্কুলের কয়েকজন পড়ুয়া প্রতিদিনের মতো এদিনও টোটো করে বাড়ি ফিরছিল। সে সময় পিছন দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান টোটোটিকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে টোটোতে থাকা পড়ুয়ারা গুরুতর জখম হয়। স্থানীয় বাসিন্দারাই উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। আহতদের দ্রুত দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এখান থেকে দুজনকে নিয়ে যাওয়া হয় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে। রাতে একজনকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

আহতদের মধ্যে কয়েকজনের হাতে ও শরীরের বিভিন্ন অংশে চোট লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া থানার পুলিশ। পুলিশের তরফে পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করা হয়েছে। কীভাবে ঘটনাটি ঘটল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র অভির অভিভাবক শিরিয়া ওরাওঁ বলেন, 'পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল ছেলে। দুর্ঘটনায় ওর হাত ভেঙে গিয়েছে। আমাদের ধুলিয়াগছ গ্রাম থেকে প্রতিদিন দুটি টোটো করে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যায়। একই গ্রামের বেশিরভাগ শিশুই এদিন আহত হয়েছে। জখম টোটোচালক আমার দাদা।'

ওই স্কুলের ফাদার মারকুস মার্ডি বলেন, 'ঘটনায় ৮-৯ জন জখম হয়েছে। টোটোটি পড়ুয়াদের নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় স্কুলের দুশো মিটারের মধ্যে টোটোটিকে ধাক্কা মারে কাঁচা চা পাতাবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান। আহত পড়ুয়াদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে দুজনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে বিকালে একজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।'

বন্ধুরা ব্যস্ত খেলায়, তার মন পড়ে আছে মুঠোফোনে। ইসলামপুর সংলগ্ন টিপিঝাড়িতে। ছবি : রাজু দাস

বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের বৈঠক

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসাতে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন দ্রুত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জমি বিএসএফকে হস্তান্তর করতে চাইছে। যে সমস্ত জায়গায় জমি নিয়ে সমস্যা রয়েছে তা মেটাতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর উদ্যোগী হয়েছে। সব নিয়ে প্রশাসন শুক্রবার শিলিগুড়িতে একটি বৈঠকে বসে। দার্জিলিং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রাম তামাং বলেন, 'যে সমস্ত জায়গায় জমি নিয়ে সমস্যা রয়েছে সেগুলি সরকারকে আগে অধিগ্রহণ করতে হবে। তারপর সেই জমি বিএসএফকে হস্তান্তর করা হবে। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে বিষয়টি সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।' বিএসএফের এক আধিকারিক বলেন, 'ইতিমধ্যে কিছুটা জমি পাওয়া গিয়েছে। বাকি জমি পাওয়া গেলে ফাঁকা সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার প্রক্রিয়া পুরোদমে শুরু করা হবে।'

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ২১ কিলোমিটার অংশ ফাঁসিদেওয়া এলাকায় রয়েছে। এর মধ্যে ফাঁসিদেওয়া সদর বাজার এবং চটহাটের মুড়িখাওয়া এলাকার মধ্যে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার অংশ অরক্ষিত ছিল। ইতিমধ্যে ফাঁসিদেওয়া সদর বাজার এলাকার ফাঁকা সীমান্তের কিছু অংশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। জমি সমস্যার কারণে বাকি অংশের কাজ আটকে রয়েছে। এজন্য ৫.৮৯ একর জমি বিএসএফকে হস্তান্তর করতে হবে। এর মধ্যে আবার ৪.৩১ একর রায়তি জমি। তা থেকে ২.৭৭ একর জমি রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই অধিগ্রহণ করেছে। তার মধ্যে ১.৮৮ একর বিএসএফকে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি জমির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে তা হস্তান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পূর্ব বাঁশগাঁও, চাকলা এবং মুড়িখাওয়া এলাকায় এই সমস্ত জমি রয়েছে। এখানে বহু পরিবারের বসবাস। বহুদিন ধরেই তাঁরা পুনর্বাসনের দাবিতে সরব। সমস্যা মেটাতে পদক্ষেপ করা হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। এই সমস্ত এলাকা দিয়ে নানা সামগ্রী পাচারের অভিযোগ ছিল। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হলে পাচার সংক্রান্ত সমস্যা মিটবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে মহানন্দা নদী এখানে এঁকেবেঁকে চলার কারণে বেড়া দিতে সমস্যা হতে পারে বলে বিএসএফ আধিকারিকদের একাংশের ধারণা।

বিজেপির ফাঁসিদেওয়ার নেতা অনিল ঘোষের বক্তব্য, 'দেশের সুরক্ষার স্বার্থেই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া প্রয়োজন। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের বাধার কারণে এতে সমস্যা হচ্ছিল। এবারে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হলে সমস্ত সমস্যা নিশ্চিতভাবে মিটবে।'

- প্রশাসন দ্রুত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জমি বিএসএফ-কে হস্তান্তর করতে চাইছে
- যে সমস্ত জায়গায় জমি নিয়ে সমস্যা রয়েছে তা মেটাতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর উদ্যোগী
- সব নিয়ে প্রশাসন শুক্রবার শিলিগুড়িতে বৈঠক করে, দু'সপ্তাহের মধ্যে জমি হস্তান্তরের ভাবনা

জমি মাফিয়াদের হুঁশিয়ারি শিলিগুড়ির ডিসিপি'র

দখলের ফাইল খুলবে পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : এতদিন শহরজুড়ে একাধিক গ্যাং, দুষ্কৃতীদলের দাপাদাপি ছিল। সংযোজিত ওয়ার্ড থেকে সেবক রোডের দুপাশ, সর্বত্র জমি মাফিয়াদের কুনজর পড়েছে। সবকিছু দেখেও যেন চোখ বুজে ছিল পুলিশ-প্রশাসন। এবার কি তবে হুঁশ ফিরবে?

শুক্রবার মাটিগাড়া থানায় সাংবাদিক বৈঠক করেন ওয়েস্ট জোনের দায়িত্বে থাকা ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ। সেখানে তিনি জমি মাফিয়াদের হুঁশিয়ারি দেন। বললেন, 'জমি দখল সংক্রান্ত অভিযোগ এলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জমি মাফিয়াকে রেয়াত করা হবে না।'

বৃহস্পতিবার পুলিশ কমিশনার সহ প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন সাংসদ রাজু বিস্ট। সেই বৈঠকেই জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডিসিপি (ট্রাফিক)-এর বক্তব্য, 'সাংসদের পরামর্শ ও সরকারি ভিশনকে সামনে রেখে ব্যবস্থা নিচ্ছি। জমি সংক্রান্ত অপরাধ রেয়াত করা হবে না।'

তবে শুধু হুঁশিয়ারিতেই থেমে থাকছে না শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। জমি সংক্রান্ত পুরোনো মামলাগুলোর ফাইল খুলে রেজিস্ট্রি অফিস ও বিএলএলআরও কর্তাদের সহযোগিতায় জমিগুলোর স্ক্রুটিনি করতে চাইছে পুলিশ প্রশাসন। সেসব ফাইল খতিয়ে দেখে জমি মাফিয়াদের লিস্ট তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই যাবতীয় পরিকল্পনা দেখে প্রশ্ন উঠছে, কান টেনে মাথা নিয়ে আসাই পুলিশের লক্ষ্য কি না? কাউন্সিলার বা তৃণমূলের অন্য বড় বড় নেতাদের সঙ্গে তো এইসব জমি মাফিয়াদের সম্পর্ক রয়েছে বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ। এবার মাফিয়াদের মাধ্যমে সেই নেতাদেরই কি টার্গেট করতে চাইছে পুলিশ?

ইস্টান বাইপাস, সেবক রোড এলাকায় গত কয়েকবছর ধরে জমি মাফিয়াদের সঙ্গে সরাসরি কেজিএফ গ্যাংয়ের নাম জড়িয়েছে। কেজিএফ গ্যাংয়ের মাথায় তৃণমূলের একাধিক নেতার হাত থাকার অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন সময়। বিভিন্ন সময় ভাইরাল হওয়া ছবি ও ভিডিও, সেই অভিযোগ স্পষ্ট হয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনেও যা বিরোধীদের মূল অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জেলা তৃণমূলের তরফে অবশ্য বরাবরই কেজিএফ গ্যাংয়ের সঙ্গে তাদের দূরত্ব থাকার কথা বলা হয়েছে।

মাটিগাড়া থানা এলাকাজুড়ে বিশেষ পদ্ধতিতে জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। আইনজীবী মণীশ বারির কথায়, 'মাটিগাড়া এলাকায় মূলত যাঁর জমি তাঁর নামের সঙ্গে মিল রয়েছে এমন আরেকজনকে জোগাড় করছে জমি মাফিয়ারা। এরপর সেই ভুয়ো মালিক অন্যজনকে জমি বিক্রি করে দিচ্ছে।' এধরনের ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন সময় বাগডোগরায় থাকা এডিএসআর অফিসের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এডিএসআর অফিসের সাফাই, যিনি জমি বিক্রি করতে আসছেন, তিনিই জমির আসল মালিক কি না, সেটা পরীক্ষা করার মতন কোনও প্রক্রিয়া তাঁদের জানা নেই। এভাবে জমি দখলদারি ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় পুলিশ-প্রশাসন বন্ধ করবে, সেটাই এখন দেখার।

> **জমি দখল সংক্রান্ত কোনও ধরনের অভিযোগ এলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনও জমি মাফিয়াকে রেয়াত করা হবে না।**
>
> **কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ**
> ডিসিপি (ট্রাফিক)

ওসি-কে মার এএসআই-এর

ধূপগুড়ি, ১৫ মে : অভিযোগ দায়ের করতে আসা এক মহিলার সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছেন ফাঁড়িতে থাকা এক অন ডিউটি এএসআই। সেন্ট্রির থেকে সেই বিষয়টিই জানতে পেরে ফাঁড়িতে এসে ঘটনা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ওসি। কিন্তু ওসি ভাবতেও পারেননি যে তাঁর ওপর অধস্তন অফিসার হামলা চালিয়ে দিতে পারেন। ধূপগুড়ি থানার অন্তর্গত ডাউকিমারি পুলিশ ফাঁড়িতে ঘটনাটি ঘটেছে। আর এমন কাণ্ডে কার্যত তাজ্জব বনে গিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। ঘটনার সময় অভিযুক্ত এএসআই নেশাগ্রস্ত ছিলেন বলেও পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার রাতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডাউকিমারি এলাকার এক মহিলা ও তাঁর স্বামী পারিবারিক জমির বিবাদ নিয়ে রাতে ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করতে আসেন। সেখানে অন ডিউটি এএসআই বিনয় রায় তাঁদের অভিযোগ নিতে চাননি। এমনকি নিজের ঘর থেকে অপর একটি ঘরে মহিলা ও তাঁর স্বামীকে নিয়ে গিয়ে তাঁদের নানাভাবে বোঝাতে থাকেন যাতে তাঁরা অভিযোগ না করেন। ওই দম্পতি জোর করলে তাঁদের বিনয় গালি দেন বলে অভিযোগ। মহিলার সঙ্গে অভব্য আচরণ করতে থাকেন। বিনয়ের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে।

টিকিয়াপাড়ার মাতঙ্গিনী কলোনি

মাদকবিরোধী অভিযানে আক্রান্ত বিজেপির দুই

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : মাদকবিরোধী অভিযানে বেরিয়ে মার খেলেন বিজেপির দুই নেতা। বুথ সভাপতি দিলীপ গুপ্ত ছাড়াও মার খেয়েছেন বিনোদ সাউ। তাঁদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মাদকবিরোধী প্রচার ও সচেতনতার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার থেকে রাস্তায় নেমেছে বিজেপির চার নম্বর মণ্ডল কমিটি। প্রথম দিন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরী এলাকায় কোনও সমস্যা না হলেও, শুক্রবার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের টিকিয়াপাড়ার মাতঙ্গিনী কলোনিতে ঘটে বিপত্তি। এদিন কর্মসূচি শেষে মণ্ডল নেতৃত্ব এলাকাছাড়া হতেই স্থানীয় বুথ সভাপতি দিলীপ ও বিনোদকে ঘিরে স্থানীয়দের একাংশ মারধর করেন বলে অভিযোগ। ঘটনাটি জানতে পেরেই নেতৃত্ব এলাকায় পৌঁছে তাঁদের উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে বিনোদের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা এবং হুঁশিয়ারি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গোটা ঘটনা পুলিশকে জানিয়ে পদক্ষেপের দাবি করা হবে বলে জানান বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল।

এদিনের সচেতনতা প্রচারে অংশ নেওয়া বিজেপি যুব মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক মিথিলেশকুমার শা বলেন, 'নেশামুক্ত ওয়ার্ড তৈরি করতে দলের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এলাকার নির্দিষ্ট কিছু বাড়িতে চলে মাদকের কারবার। তাদেরকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যেই এমন কর্মসূচি। কিন্তু তাদের কয়েকজন মারধরে যুক্ত।' বিজেপি নেতাদের বক্তব্য, ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক পরিবার মদ, গাঁজা বিক্রির সঙ্গে যুক্ত। মাদকের প্রভাব পড়ছে এলাকার ছেলেমেয়েদের ওপর। মূলত সাধারণ মানুষের থেকে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে এদিনের কর্মসূচি।

শুধু শহর এলাকা নয়, মহকুমার গ্রামীণ এলাকাতেও বিজেপির তরফে মাদকবিরোধী সচেতনতা অভিযানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আঠারোখাই, বাগডাগরা, নকশালবাড়ি, পানিট্যাঙ্কি, খড়িবাড়ি, বিধাননগরের মতো এলাকায় মাদকবিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি নিয়েছেন বিজেপির স্থানীয় নেতারা। কোথায়, কার বাড়িতে মাদক কারবার কিংবা তৈরি হয়, তা পুলিশকে জানিয়ে গ্রেপ্তারির ব্যবস্থা করা হবে বলেও বিজেপি নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কিন্তু তার আগে দলের দুজন আক্রান্ত হওয়ায় কর্মসূচি কতটা গতি পাবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। অরুণ বলেন, 'দলীয় নেতারা সমাজের ভালোর জন্য এমন কর্মসূচি নিচ্ছেন। তবে মারধরের ঘটনা অনভিপ্রেত। মানা যায় না। পুলিশকে বলব।'

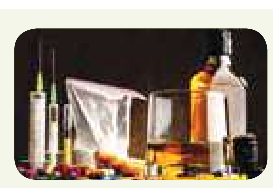

- মাদক কারবারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক অভিযান বিজেপির
- টিকিয়াপাড়ার মাতঙ্গিনী কলোনিতে অভিযান শেষে আক্রান্ত বুথ সভাপতি সহ দুজন
- হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুজন, পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব

শুধু শহর এলাকা নয়, বর্তমানে গ্রামীণ এলাকাতেও মাদকের কারবার বেড়েছে। নতুন প্রজন্মের একাংশ মাদকের নেশায় আসক্ত। কমবয়সি ছেলেমেয়েদের নেশার থেকে দূরে রাখতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে দেখা গিয়েছে পুলিশকে। তৃণমূলের তরফেও ফুটবল ম্যাচ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। কয়েকজনকে নেশামুক্তিকেন্দ্রে পাঠিয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফেরানোর চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু বন্ধ হয়নি মাদকের কারবার।

বেলা গড়ালেও মেডিকেলে অধিকাংশ চেয়ার ফাঁকা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : ঘড়ির কাঁটা বলছে দুপুর সাড়ে বারোটা। কিন্তু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অফিসের ভেতরে অধিকাংশ কর্মীর দেখা নেই। অথচ সব ঘরে বাতানুকূল মেশিন, বৈদ্যুতিক পাখা, আলো সবকিছুই চলছে। কিন্তু চেয়ারগুলি অধিকাংশ ফাঁকা। রাজ্য সরকার অফিসে ঢোকার সময় বেঁধে দিলেও উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের কর্মসংস্কৃতিতে তার প্রভাব খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। শুক্রবার কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর ঘুরে সেই ছবি দেখা গেল। যদিও হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার তথা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বললেন, 'সবাইকে সময়মতো অফিসে আসার জন্য বলা হয়েছে।'

রাজ্য সরকার বদলের পর প্রতিটি সরকারি অফিসে কর্মীদের সময়মতো অফিসে আসার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সকাল ১০টা ১৫ মিনিটের মধ্যে অফিসে প্রবেশ করা বাধ্যতামূলক। সন্ধ্যা ৫টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত অফিসে থাকা বাধ্যতামূলক। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কর্তৃপক্ষের তরফে কর্মীদের এই নির্দেশিকা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরেও কর্মী থেকে আধিকারিক সকলের মধ্যে যেন একটা ডোন্ট কেয়ার মনোভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

এদিন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ হাসপাতালের সুপার অফিসে পৌঁছে দেখা গেল অ্যাডিশনাল সুপার সহ অনেকে সেখানে নেই। অথচ ঘরে আলো, পাখা, বাতানুকূল মেশিন সব চলছে। ঘর পুরো ঠান্ডা হয়ে রয়েছে। সুপারের ব্যাক অফিসের অধিকাংশ চেয়ার ফাঁকা পড়ে রয়েছে। দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত সেখানে বসে থেকেও একজন কর্মী অথবা আধিকারিককে অফিসে ঢুকতে দেখা যায়নি।

বেলা প্রায় বারোটার দিকে খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জের বাসিন্দা রমেন মণ্ডল সুপার অফিসে আসেন। তিনি বলেন, 'চিকিৎসক দ্রুত ছেলের এমআরআই করাতে বলেছেন। কিন্তু সুপারস্পেশালিটি ব্লকে এমআরআই করানোর জন্য ১৫ দিন পরে সময় দিয়েছে। আমি দ্রুত পরীক্ষা করিয়ে দেওয়ার কথা বলায় সেখান থেকে আমাকে বলা হয় যে, সুপারের কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়ে আসুন। তাই সুপারের কাছে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে তো কেউ নেই, অফিস ফাঁকা।' কিছুক্ষণ পর দেখা যায় কয়েকজন নার্স হাতে নথিপত্র নিয়ে সেখানে এসেছেন। তাঁরাও অতিরিক্ত সুপারকে না পেয়ে ফিরে যান। একাধিক চিকিৎসককেও ফিরে যেতে দেখা যায়। মেডিকেলের এই বেহাল কর্মসংস্কৃতির জেরে মানুষের ভোগান্তি ক্রমশ বাড়ছে।

শুধু হাসপাতালে নয়, একই পরিস্থিতি মেডিকেল কলেজেও। কলেজের অফিসে অ্যাকাউন্টস থেকে শুরু করে এস্টাব্লিশমেন্ট, টিচিং, নন-টিচিং বিভাগগুলিতে কর্মীদের অধিকাংশ চেয়ার ফাঁকা। অভিযোগ, কলেজে অনেক কর্মী সকালে এসে বায়োমেট্রিক হাজিরা দিয়ে চলে যান। আবার তাঁরা ১২টা বা সাড়ে ১২টার পরে অফিসে আসছেন। হাসপাতাল এবং কলেজ দুই জায়গায় কর্মসংস্কৃতি ফেরানোর দাবিতে সরব হয়েছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'সরকার কঠোরভাবে বিষয়টি দেখছে। সময়মতো অফিসে আসা এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অফিসে থাকতেই হবে। অন্যথায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

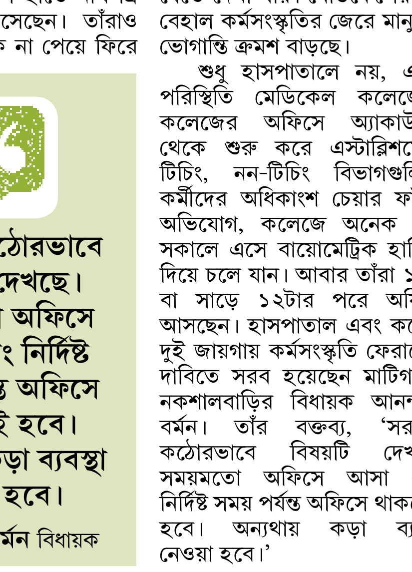
শুনসান উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। শুক্রবার।

> **সরকার কঠোরভাবে বিষয়টি দেখছে। সময়মতো অফিসে আসা এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অফিসে থাকতেই হবে। অন্যথায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।**
>
> **আনন্দময় বর্মন** বিধায়ক

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

কলেজ সার্ভিস কমিশনের অধ্যাপক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ঘিরে বিতর্ক। অতিরিক্ত আবেদন ফি সহ ইউজিসি নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন একাধিক কর্মপ্রার্থী।

গ্রেপ্তার

তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার বাগুইআটির তৃণমূল কাউন্সিলার এবং দুর্গাপুরের দুই প্রাক্তন কাউন্সিলার ও ব্লক সভাপতি। খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার তমলুক পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান।

হাল ফেরাতে

বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরাতে এসএসকেএমে স্বাস্থ্য অধিকর্তা সহ সমস্ত হাসপাতালের অধ্যক্ষদের সঙ্গে বৈঠক করে একাধিক নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্য ভবনে তৈরি হবে ওয়াররুম।

ভাড়াবৃদ্ধির আর্জি

ফের বাসভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে পরিবহণসচিবকে চিঠি দিল সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিস। তাদের আর্জি, শেষবার ২০১৮ সালে ভাড়া বাড়লেও এখন জ্বালানির দাম বেড়েছে ৩৫ শতাংশ।

বাংলার সংসদীয় ইতিহাসে এই প্রথম উত্তরবঙ্গ থেকে স্পিকারের আসনে বসেছেন কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বসু। তিনি জানিয়েছেন, বিরোধীদের প্রতি প্রতিহিংসার পথে হাঁটতে নারাজ। অন্যদিকে, এবার থেকে বিধানসভার অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার দেখানো হবে।

রাজ্য বিধানসভার নতুন স্পিকার কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বসু।

বিরোধীদের কণ্ঠরোধ নয় : রথীন্দ্র

স্বরূপ বিশ্বাস ও শিবশংকর সূত্রধর

কলকাতা ও কোচবিহার, ১৫ মে : বিধানসভার অধ্যক্ষের চেম্বারে তখন সবেমাত্র ইতিহাস ছোঁয়ার রেশ। বাংলার সংসদীয় ইতিহাসে এই প্রথম উত্তরবঙ্গ থেকে স্পিকারের আসনে বসেছেন কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক রথীন্দ্রনাথ বসু। শুক্রবার দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই তাঁর কক্ষে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর মুখোমুখি হলেন নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ। এই একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের বিরোধী পরিসরহীন বিধানসভা পরিচালনার অন্ধকার পথে নয়া সরকার কিছুতেই হাঁটবে না।

অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে রথীন্দ্র বলেন, 'আগে তো বিরোধীদের বলার কোনও সুযোগই ছিল না। মুখ খুললেই অসত্য অভিযোগে বিধানসভা থেকে ঘাড়ধাক্কা দেওয়া হত। তৎকালীন বিরোধী দলনেতা, অর্থাৎ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে মিথ্যা অভিযোগে ১১ মাস সাসপেন্ড করে রাখা হয়েছিল। করোনাকালে মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়েও আমরা বাধা পেয়েছি।' তবে সেই অতীত মনে রেখে বিরোধীদের প্রতি প্রতিহিংসার পথে হাঁটতে নারাজ তিনি। তাঁর সাফ কথা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতি মেনেই তিনি নিরপেক্ষভাবে শাসক ও বিরোধী শিবিরের 'রাখওয়ালা' বা অভিভাবকের ভূমিকা পালন করবেন।

বর্তমান বিরোধী দল তৃণমূল কি বিধানসভায় পর্যাপ্ত বলার সুযোগ পাবে? আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরে স্পিকারের স্মার্ট এবং সোজাসাপটা জবাব, 'হাউস বিলংস টু অপোজিশন! বিরোধীরা সবরকম সুযোগ পাবেন। প্রয়োজনে বলার জন্য বাড়তি সময়ও দেওয়া হবে। আগের জমানায় আমরা যে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি, ওঁরা নিশ্চিন্তে সেই অধিকার পাবেন।' তবে একইসঙ্গে তাঁর কড়া শর্ত, অধিকারের অপপ্রয়োগ যেন না হয়। বক্তব্যের মধ্যে কোনও প্ররোচনা থাকা চলবে না এবং শালীনতার গণ্ডি মাথায় রেখে উভয়পক্ষকেই দায়িত্বশীল হতে হবে। তবেই বিধানসভায় একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হবে।

অতীতে স্পিকার পদে সাধারণত আইনজীবীদেরই দাপট দেখা গিয়েছে। পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (সিএ) রথীন্দ্র কি এই আইনি ও সংসদীয় জটিলতা সামলাতে পারবেন? প্রশ্ন শুনে একগাল হেসে নয়া অধ্যক্ষের আত্মবিশ্বাসী জবাব, 'আমি একশোভাগ কনফিডেন্ট! তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের শীর্ষ নেতৃত্ব তো পাশেই রয়েছেন।'

উত্তরবঙ্গবাসী হিসেবে এত বড় পদে আসীন হওয়ায় তাঁর নিজের অঞ্চলের জন্য আলাদা কোনও পরিকল্পনা রয়েছে কি না, জানতে চাওয়ায় স্পিকার বলেন, 'আলাদা করে শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, আমি গোটা রাজ্যে শিল্পায়ন চাই। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ইতিমধ্যেই সেই কাজ শুরু করেছে। উন্নয়নের ঝড় যখন উঠবে, তখন তো আর উত্তরবঙ্গকে বাদ দিয়ে তা বইবে না!' পাশাপাশি, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখতে বিধানসভায় এই সংক্রান্ত গঠনমূলক আলোচনায় তিনি যে বিশেষ অগ্রাধিকার দেবেন, একান্ত সাক্ষাৎকারে তা-ও স্পষ্ট করে দিলেন নয়া স্পিকার।

অন্যদিকে, ভোটের আগে নির্বাচনি প্রচারে বেরিয়ে কোচবিহার শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন রথীন্দ্রনাথ। সেখানে তৃণমূলেরে কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে তাঁকে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। শুক্রবার অধ্যক্ষ হওয়ার পর সেই ৩ নম্বর ওয়ার্ডেই মাছ-ভাত সহযোগে দেদার খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করে বিজেপি। ভাত, কাতল মাছের কালিয়া আর মিষ্টি সহযোগে মধ্যাহ্নভোজন সারেন কয়েকশো মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পথচারীদের মধ্যেও মাছ-ভাত বিলি করা হয়েছে।

১৮ জুন নতুন সরকারের প্রথম বাজেট

কলকাতা, ১৫ মে : রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন শুরু হবে ১৮ জুন। শুক্রবার বিধানসভায় স্পিকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একদিনের অধিবেশনে এই কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই অধিবেশনের আগে রাজ্য মন্ত্রীসভা চূড়ান্ত করে ফেলতে চাইছে দল। এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া মাত্র পাঁচ মন্ত্রী শপথ নিয়েছেন। রাজ্য মন্ত্রীসভায় সাকুল্যে ৪৪ জন পর্যন্ত মন্ত্রী থাকতে পারেন।

রীতি অনুযায়ী নতুন সরকারকে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে হবে। ভোটের বছর হওয়ায় বিগত সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেটের পরিবর্তে ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেট পেশ করেছিল। তার মেয়াদ ৩১ মে পর্যন্ত। স্বাভাবিকভাবেই বাকি বছরে সরকারি খরচের অনুমোদনের জন্য নতুন সরকারকে বাজেট পেশ করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই জুনের মাঝামাঝি বাজেট অধিবেশন করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'প্রথামাফিক রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দিয়ে বাজেট অধিবেশন শুরু হবে ১৮ জুন। অধিবেশনের বিস্তারিত সূচি আমরা পরে চূড়ান্ত করব।'

এবার থেকে বিধানসভার অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার দেখানো হবে। বাজেট অধিবেশন দিয়ে সেই 'লাইভ টেলিকাস্ট' শুরু করতে চান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিধায়করা কী কাজ করছেন, সেই ব্যাপারে ভোটাররা অন্ধকারে থাকেন। আশা করব এই ঐতিহাসিক বিধানসভায় জনগণের নজরদারি সুনিশ্চিত করার জন্য লাইভ সম্প্রচার করা হবে। বিল, বাজেট, প্রাইভেট মেম্বার বিল, জিরো আওয়ার এককথায় বিধানসভার সবকিছুই সরাসরি দেখতে পাবেন ভোটাররা।' এদিনই অধ্যক্ষ নির্বাচনের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবে বিধানসভা থেকে অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন নৌশাদ সিদ্দিকী। সেই প্রস্তাবকে কার্যত লুফে নিয়ে এদিনই তা ঘোষণা করে দেন শুভেন্দু।

পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে অধিবেশনের এই সম্প্রচার নিয়ে সরকার-বিরোধী তর্জা হয়েছিল। সেই সময় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিরোধীদের বক্তব্যের সরাসরি সম্প্রচার না দেখানোর জন্য তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'উনি শুধু নিজের ঢাকই পেটাবেন। বিরোধীদের বক্তব্য মানুষ শুনুক, তা উনি চান না।' সেই ঘটনার এক বছরের মধ্যে বিরোধী দলনেতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এবার বিধানসভার অধিবেশনকে সরাসরি সম্প্রচারের আওতায় আনলেন তিনি।

অধ্যক্ষ হিসেবে প্রয়াত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রথম এই সম্প্রচার শুরু করেছিলেন লোকসভায়। সেই সময় শুভেন্দুর মতোই সোমনাথও বিধানসভা থেকে সরাসরি সম্প্রচারের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এদিন সিপিএম বিধায়ক মোস্তাফিজুর রহমান মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে প্রয়াত অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগের কথা মনে করিয়ে দেন।

মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবার শুরু জুনে

কলকাতা, ১৫ মে : ফাইলে বন্দি প্রশাসন নয়, এবার সরাসরি আমজনতার অভাব-অভিযোগ শুনতে খোদ ময়দানে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী! লাল ফিতের ফাঁস এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এড়াতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ধাঁচেই এবার বদলের বাংলায় শুরু হতে চলেছে 'জনতার দরবার'। নবান্ন সূত্রের খবর, আগামী ১ জুন থেকেই সপ্তাহে এক বা দু'দিন সরাসরি সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হবেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু শোনাই নয়, সঙ্গে থাকবেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারাও, যাতে অভিযোগ শোনা মাত্রই 'অনস্পট অ্যাকশন' নেওয়া যায়।

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার। -পিটিআই

উন্নয়নে কেন্দ্রীয় প্রকল্পই হাতিয়ার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ মে : নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে উন্নয়নের রাজনীতিকেই পাখির চোখ শুভেন্দু অধিকারী। ২০০-র বেশি আসনে জয়ী হওয়ার পর নির্বাচনী প্রচারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাই বিজেপির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। শুক্রবার বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচনের পর পরিষদীয় দলের বৈঠকে দলীয় বিধায়কদের সেই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ব্রিগেডে বিজেপির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে এসে মোদি বলেছিলেন, এবার আয়ুষ্মান ভারত, বিশ্বকর্মা যোজনা সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পাবে বাংলার মানুষ। রাজ্যের বিজেপি সরকার তা নিশ্চিত করবে। শপথের আগে পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচনের বৈঠকে অমিত শা দলের হবু বিধায়কদের সতর্ক করে বলেছিলেন, রাজ্যের মানুষ বিজেপির ওপর যে আস্থাপ্রকাশ করেছে, সেই বিশ্বাস যেন নষ্ট না হয়।

কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে বিধায়কদের উদ্যোগী হতে এদিন নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, পরিষদীয় দলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, এখন আর তৃণমূল বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করে লাভ হবে না। কারণ, 'এখন আমরাই রাজ্যের সরকার'। তাই মানুষ যাতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের লাভ ওঠাতে পারে তার জন্য দলকে সঙ্গে নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের নিজ নিজ এলাকায় উদ্যোগী হতে হবে। প্রকল্পের সুবিধা পেতে কোথায় কোন সরকারি দপ্তরে তদ্বির ও যোগাযোগ করতে হবে সেই বিষয়ে বিধায়কদের অবহিত করতে জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের অধীনে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের তালিকাও বিধায়কদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শুভেন্দুর বার্তা

২১ মে দুর্গাপুরে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও দুই বর্ধমানের জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। দলীয় বিধায়করা যাতে প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বাধার মুখে না পড়েন তা নিশ্চিত করতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে পরিষদীয় দলের বৈঠকে বিধায়কদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কাল থেকেই কাজে নেমে পড়ুন। জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করুন।' এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পরই নড়েচড়ে বসেছে জেলা প্রশাসনও। একাধিক জেলা ও মহকুমাস্তরে শনি ও রবিবার বিগত সরকারের আমলে পড়ে থাকা প্রকল্পগুলির পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করতে বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে শাসক ও বিরোধী বিধায়কদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তৎপর হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্যের কোষাগারের কথা মাথায় রেখে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কেন্দ্রীয় সহযোগিতা পেতে সম্প্রতি দিল্লি গিয়ে দরবার করেছেন শমীক। মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সংকল্পপত্রে দেওয়া কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি এবং সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা মেটানো এই মুহূর্তে বিজেপির কাছে অগ্রাধিকার। সূত্রের খবর, এব্যাপারে রাজ্য সরকারও হিসেবনিকেশ শুরু করেছে। তার ভিত্তিতে শীঘ্রই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

স্বস্তি দিতে... শুক্রবার কুমোরটুলির কাছে দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

দূষণের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা অগ্নিমিত্রার

রানিগঞ্জ ও আসানসোল, ১৫ মে : আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পরপর দু'বার জেতার পর অগ্নিমিত্রা পাল রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব পাওয়ায় খুশির আবহ গোটা শিল্পাঞ্চল জুড়ে। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরে প্রথমবার শুক্রবার সন্ধ্যায় আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত রানিগঞ্জের বক্তারনগরে পৌঁছান অগ্নিমিত্রা। তাঁকে ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও উৎসবের পরিবেশ।

এদিন উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন এবং নারী ও শিশু কল্যান দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা জানান, নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের কাছে যেসমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি একে একে বাস্তবায়িত করা হবে। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দেন যে শিল্পাঞ্চলে দূষণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। পরিবেশ দূষণ রুখতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। এর পাশাপাশি অবৈধ বালি ও কয়লা কারবারের বিরুদ্ধেও কড়া অবস্থানের ইঙ্গিত দেন অগ্নিমিত্রা।

আরজি কর কাণ্ডে তিন আইপিএসের সাসপেন্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এটা তো সবে শুরু। আগে দেখবেন কী কী হয়। আমাদের সরকার জিরো টলারেন্স নীতিতে চলবে। কোথাও কোন ধরনের দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না।'

নির্মাণ ভাঙা যাবে না

কলকাতা, ১৫ মে : বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণের কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার পরই বুলডোজার চালিয়ে তিলজলা থানা এলাকার তপসিয়ার বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়েছে। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিল, আইন না মেনে কোনও নির্মাণই ভেঙে ফেলা যাবে না। তবে কলকাতাজুড়ে পূর্বতন সরকারের আমলে ব্যাঙের ছাতার মতো বেআইনি নির্মাণ গজিয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী। বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'ব্যাঙের ছাতার মতো বেআইনি নির্মাণ বেড়েই চলেছে, এটা ধ্বংসাত্মক। এই সংক্রান্ত একাধিক নির্দেশ কার্যকর করতে পদক্ষেপ করেনি সরকার।'

পুরস্কার পাচ্ছেন কবি অংশুমান

কলকাতা, ১৫ মে : কলকাতার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান রামমোহন লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুমের তরফে সাহিত্য পুরস্কার পেতে চলেছেন বিশিষ্ট কবি অংশুমান চক্রবর্তী। তিনি এই পুরস্কার পাবেন কাব্য সাহিত্যের জন্য। ২২ মে রাজা রামমোহন রায়ের ২৫৪তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রামমোহন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গুণীজনদের উপস্থিতিতে পুরস্কৃত করা হবে অংশুমানকে। একথা জানিয়েছেন রামমোহন লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুমের সম্পাদক সঞ্জিত মিত্র।

সাসপেন্ড সুপার ও চিফ কন্ট্রোলার

প্রেসিডেন্সির ভিতর অপরাধ-নেটওয়ার্ক

কলকাতা, ১৫ মে : উঁচু পাঁচিল, কড়া পাহারা, আর সিসিটিভির নজরদারি, সবটাই যেন এতকাল ছিল নিছক লোক দেখানো প্রহসন! জেলে বসেও দিব্যি স্মার্টফোনে আঙুল চালাচ্ছেন শেখ শাহজাহানের মতো প্রভাবশালী বন্দিরা। জেলের ভিতর বসেই অবাধে ডালপালা মেলছে তোলাবাজি আর অপরাধের এক সমান্তরাল নেটওয়ার্ক। পূর্বতন সরকারের আমল থেকে চলে আসা সংশোধনাগারের এই 'ঘুঘুর বাসা' ভাঙতেই এবার 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' চালাল রাজ্যের নতুন সরকার। প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দিদের মোবাইল ব্যবহারের অকাট্য প্রমাণ পেতেই সুপার এন কুজুর এবং চিফ কন্ট্রোলার দীপ্ত ঘরাইকে সরাসরি সাসপেন্ড করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জেলের নিশ্ছিদ্র পাহারার মধ্যে কীভাবে মোবাইল ঢুকল এবং কার নামে সিম তোলা হয়েছে, তার শিকড় উপড়াতে সরাসরি সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিল নবান্ন।

শুক্রবার তিনি স্পষ্ট জানান, জেলের ভিতর এই 'ভিআইপি কালচার' বরদাস্ত করা হবে না। গোপন সূত্রে খবর পেয়েই ডিজি (কারাগার) এবং কলকাতা পুলিশের ডিসি সাউথের নেতৃত্বে প্রেসিডেন্সিতে ঝটিকা তল্লাশি চালানো হয়। আর তাতেই উদ্ধার হয় একাধিক স্মার্টফোন। মুখ্যমন্ত্রীর তোপ, 'এই প্র্যাকটিস একদিনের নয়। বছরের পর বছর ধরে প্রাক্তন সরকারের মদতেই অপরাধীরা জেলের ভিতর থেকে সিন্ডিকেট চালাচ্ছিল। নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত

দুর্নীতির যে নিবিড় আঁতাঁত তৈরি হয়েছে, তা আমরা আজ সকলের সামনে নিয়ে এলাম। এই বেআইনি কাজ আজ থেকেই চিরতরে বন্ধ।'

দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে বহরমপুর— রাজ্যের প্রায় প্রতিটি সংশোধনাগারেই যে এই দুর্নীতির জাল বিছানো রয়েছে, তা কার্যত স্বীকার করে নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে শাহজাহান-সহ অন্যান্য প্রভাবশালী বন্দিদের অবিলম্বে আলাদা সেলে (আইসোলেশন সেল) সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের বার্তা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, 'আপনাদের যে কাজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা শুধু সেই কাজটুকু করুন। কর্তব্যে গাফিলতি হলে শুধু অপরাধী নয়, অপরাধের সহযোগীদেরও চরম মূল্য চোকাতে হবে।' কর্তব্যে অবহেলার কারণে এদিন তিলজলা কাণ্ডেও এক পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করে প্রশাসন বুঝিয়ে দিয়েছে, নয়া সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিছক ফাঁকা বুলি নয়।

১৪ দিনের ইডি হেপাজতে শান্তনু

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ মে : দামি দামি উপহারের বিনিময়ে ধৃত ব্যবসায়ী জয় কামদার ও সোনা পাপ্পুদের দুর্নীতি চালাতে সহায়তা করতেন পুলিশ কর্তা শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। শুক্রবার তাঁকে আদালতে পেশ করে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জানায় ইডি। কলকাতাজুড়ে তৈরি হয়েছিল সিন্ডিকেটরাজ। যাতে যুক্ত একাধিক কাউন্সিলারও। জমি কারবারে অবৈধভাবে নাক গলানো থেকে পদের অপব্যবহার করে পুলিশকর্তাদের বদলি করতেন শান্তনু। মূলত তোলাবাজির চক্র চলত বলে অভিযোগ ইডির। বৃহস্পতিবার রাতে শান্তনুকে গ্রেপ্তার করে ইডি। শুক্রবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

এদিন ১১টা নাগাদ পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির মুখোমুখি হন। এর আগে একাধিকবার হাজিরা এড়িয়ে সময় চেয়ে নিয়েছিলেন তিনি। নির্বাচনি কাজে ব্যস্ত থাকা ও অসুস্থতার কারণ দর্শিয়েছিলেন তিনি।

এদিন শান্তনুর বিরুদ্ধে ইডি অভিযোগ করে, প্রথমে কোনও জমি কেনা বা বিক্রির জন্য বেছে রাখতেন শান্তনুরা। তারপরে প্রভাব খাটিয়ে দুষ্কৃতীদের মাধ্যমে তা হাতিয়ে নেওয়া হত। পুলিশের ওয়েলফেয়ার কমিটিতে পদে থাকার জন্য সুবিধা পাইয়ে দিতেন শান্তনু।

৩ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম তৃণমূলের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ মে : বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পর তৃণমূলের অন্দরে এবার তীব্র গৃহযুদ্ধ! হারের জন্য শুধু নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনী বা ইভিএম-এর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে পার পাওয়া যাচ্ছে না। খোদ দলের পরাজিত প্রার্থীদের মুখ থেকেই এবার বেরিয়ে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। দলেরই একাংশ পেছন থেকে ছুরি মেরেছে, করেছে চরম 'সাবোতাজ' (অন্তর্ঘাত)!

শুক্রবার কালীঘাটে নিজের বাসভবন সংলগ্ন কার্যালয়ে সদ্য পরাজিত প্রার্থীদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বসেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ শীর্ষ নেতৃত্ব। বৈঠকে একের পর এক 'হেরো' প্রার্থী যখন দলের ভেতরের বেইমানির খতিয়ান দিচ্ছিলেন, তখন কড়া অবস্থান নেন মমতা ও অভিষেক। তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'শুধু মুখে অভিযোগ করলে চলবে না। কে বা কারা পেছন থেকে দলের ক্ষতি করেছে, সুনির্দিষ্ট নাম ও তথ্য সহ লিখিত রিপোর্ট দিন। তবেই দল কড়া ব্যবস্থা নেবে।' একই সঙ্গে নেতৃত্বের সঙ্গে নিচুতলার যোগাযোগের খামতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা।

দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে এবং ঘরছাড়াদের পাশে দাঁড়াতে তড়িঘড়ি তিনটি শক্তিশালী 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম' বা তথ্য অনুসন্ধানকারী দল গড়েছে তৃণমূল। মূলত সাংসদ এবং দক্ষ সংগঠকদের নিয়ে তৈরি এই দলগুলি শনিবার থেকেই জেলা সফরে বেরোবে।

বুক কাঁপছে ব্যবসায়ীদের

অবৈধ নির্মাণে ফের বুলডোজারের হুঁশিয়ারি রাজুর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : অবৈধ নির্মাণ নিয়ে ফের হুঁশিয়ারি দিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশে চব্বিশটি বুলডোজার অর্ডার দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এদিন আরও একধাপ এগিয়ে তিনি বললেন, 'সাধারণ মানুষ আমাকে লিখে পাঠিয়েছে শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসের কাছে তৃণমূলের নেতারা নির্মাণকাজ করছেন। একপাশের নির্মাণকাজ হয়ে গিয়েছে। আমি পরিষ্কার কথা বলতে চাইছি, ভাই তোমরা নিজেরা ভেঙে দাও। নইলে আমি বুলডোজার পাঠাব।'

সাংসদের এই ঘোষণার পরেই তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে চম্পাসারি মোড় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির অন্দরে। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য স্টেট গেস্টহাউস সংলগ্ন এলাকায় তাঁদের একটি নির্মাণ হচ্ছে। ওই নির্মাণকে উদ্দেশ্য করেই এদিন রাজু বিস্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ব্যবসায়ী সমিতির আশঙ্কার আরও কারণ হল, ওই নির্মাণের কোনও প্ল্যান নেই। ব্যবসায়ীদের থেকে টাকা তুলে একটি এজেন্সির মাধ্যমে ওই নির্মাণ হচ্ছে। তবে শুধু চম্পাসারি মোড় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরাই নন। জংশন থেকে শুরু করে বিধান মার্কেট, হকার্স কর্নার বাজারের ব্যবসায়ীদের অন্দরেও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। গত কয়েক বছরে ওই বাজারগুলোর অধিকাংশ দোকানের ওপরেই অবৈধ নির্মাণ হয়েছে। ওই নির্মাণগুলো ভাঙতে যাওয়ায় তা নিয়ে একাধিকবার বাজারে উত্তেজনাও ছড়িয়েছে।

জংশনের রাস্তায় রেলের জমিতে দু'পাশে গড়ে উঠেছে অবৈধ দোকান। শুক্রবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

বর্তমান পরিস্থিতিতে অবশ্য সুর নরম করছেন ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। কেউ বলছেন, তাঁদের বাজার এলাকায় কোনও অবৈধ নির্মাণ হয়নি। কোনও ব্যবসায়ী সমিতির আবার বক্তব্য, ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটে গেলে তাঁরা নিজেরাই বিভিন্ন দোকানের ওপরের অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেবেন।

এদিন সকাল থেকে আশঙ্কার মধ্যেই দিন কেটেছে জংশন এলাকার রেলের জমিতে গজিয়ে ওঠা দোকানের ব্যবসায়ীদের। এলাকায় প্রায় দুশো দোকান রয়েছে। এর আগে একাধিকবার ওই দোকানগুলো সরানোর জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল রেলের তরফে। প্রতিবারই ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার। তবে এবার রাজ্য সরকারে পালাবদলের পর রাজু বিস্টের হুঁশিয়ারিতে ঘুম উড়েছে ব্যবসায়ীদের।

- চম্পাসারিতে প্ল্যান ছাড়া একটি নির্মাণ হচ্ছে ব্যবসায়ীদের
- জংশনে রেলের জমিতে গজিয়ে উঠেছে দুশো দোকান
- অবৈধ নির্মাণে বিধান মার্কেট এখন জতুগৃহ
- হকার্স কর্নার বাজার গড়ে উঠেছে রেলের জমিতে

জংশন ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য বিপ্লব সাহা বলেন, 'আমাদের এখানে দুশো দোকানের মধ্যে বেশকিছুর লাইসেন্স রয়েছে। কিছু দোকানে লাইসেন্স নেই। তবে প্রতিটি দোকানই তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের পুরোনো। এখন এই দোকানগুলো যদি উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা কোথায় যাব? অন্তত আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক?'

বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অসিত দে স্বীকার করেছেন প্রতিটি দোকানের ওপরে অবৈধ নির্মাণের জেরে বর্তমানে গোটা মার্কেটটিই জতুগৃহে পরিণত হয়েছে। তবে তাঁর বক্তব্য, 'এলাকায় বৃষ্টিতে জল জমার কারণে দোকানে থাকা সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়। সেকারণে দোকানের জিনিস ওপরে রাখা হয়। সরকার পাকা বন্দোবস্ত করলে আমরা নিজেরাই ওই দোকানগুলো ভেঙে দেব। এব্যাপারে সাংসদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করব।' হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য কানাই পোদ্দারের বক্তব্য, 'বাজারে কোনও অবৈধ নির্মাণ হয়নি। যা ছিল, তাই রয়েছে। এই বাজার রেলের সাড়ে তিন একর জমির ওপর রয়েছে। এই জমি যাতে রাজ্য সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়, সে ব্যাপারে সাংসদের কাছে অনুরোধ করব।'

চম্পাসারি মোড় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য পবিত্র ঘোষ বলেন, 'পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব ন্যাশনাল হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ওদেরই অবশিষ্ট জমিতে আমাদের পুনর্বাসনের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দেন। ব্যবসায়ীদের টাকা নিয়ে এজেন্সির মাধ্যমে আমরা সেখানে নির্মাণকাজ করছিলাম।' মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'পুরনিগম এখনও আমাদের রয়েছে। গরিব মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা ওই ব্যবস্থা করেছিলাম। সাংসদ এরকম কেন বলছেন, জানা নেই। আমি শিলিগুড়িতে গিয়ে পুরো বিষয়টা দেখব।'

ইসলামপুরে কড়া ভূমি দপ্তর

নির্মাণ ভেঙে পুকুর উদ্ধার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৫ মে : ইসলামপুর মহকুমাজুড়ে পুকুর বা জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। মাসখানেক আগে শহরে তেমন একটি বেআইনি কর্মকাণ্ডে জড়িতদের প্রশ্ন করায় পালটা 'পুরসভা থেকে ভূমি দপ্তর সব আমাদের পকেটে। আপনার রেট বলুন', এমন কথা শুনতে হয়েছে প্রতিবেদককে। রাজ্যে পালাবদলের পর শক্ত হাতে পুকুর বুজিয়ে নির্মাণের চক্রে লাগাম পরাতে চাইছে প্রশাসন। এই কাজে কতখানি সফল হবে তারা, বলবে সময়। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। দপ্তরের মহকুমা আধিকারিক সুশান্ত মজুমদার এদিন সাফ বার্তা দেন, 'এতদিন যা হয়েছে, সেটা তদন্তের আওতায় থাকছে। তবে এই মুহূর্তে গোটা মহকুমায় আমরা একাধিক পুকুর ভরাট হওয়া চিহ্নিত করেছি। আইনি পথে সেগুলি আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। কড়া হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হবে।'

ইসলামপুরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অপ্সরা মোড়, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভেরানী পুকুর, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের রায়পাড়ার পুকুর, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ছৌসিয়া সংলগ্ন পুকুরে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে দপ্তরের নজরদারি শুরু হয়েছে। এদিন পুকুর ভরাট ছাড়াও ভূমি আধিকারিক অবৈধ বালি কারবারিদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়েছেন। বেআইনি কার্যকলাপে দপ্তরের কোনও কর্মী কিংবা আধিকারিক যুক্ত থাকলে, তাঁদেরও রেয়াত করা হবে না বলে জানান।

জলাভূমি ভরাট নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে একের পর এক খবর প্রকাশিত হয়েছে। মহকুমার গ্রামাঞ্চলজুড়ে জমি মাফিয়াদের দাপট চরমে উঠেছিল। শহরাঞ্চলেও দৌরাত্ম্য ছিল মারাত্মক। তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে প্রভাবশালীদের মদতের সৌজন্যে চক্রের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার সাহস কেউ দেখাতেন না। ২০১২ সালে রাজ্য সরকারের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এই মর্মে পুরসভা থেকে শুরু করে বিডিও, থানাগুলিকে সার্কুলার জারি করে সতর্ক করেছিলেন। সার্কুলারের মেমো নম্বর ছিল ৪৪/৭০১১-২৮/সি/১২। প্রশ্ন উঠছে, তৎকালীন সরকারের নির্দেশ থাকলেও গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পুরসভাগুলি নীরব দর্শক সেজে ছিল কেন?

সুশান্ত বলছিলেন, 'আমাদের কাছে পুকুর ভরাট নিয়ে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। মহকুমার সমস্ত ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছি। শুধু আইনি নোটিশ ও এফআইআর করেই ক্ষান্ত হব না। নির্মাণ ভেঙে পুকুর আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে যা করণীয়, করব।'

> **একাধিক পুকুর ভরাট চিহ্নিত করেছি। সেগুলি আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ।**
> **সুশান্ত মজুমদার** *মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক*

ইতিমধ্যে যে পুকুরগুলি বুজিয়ে নির্মাণ হয়েছে, সেগুলির কী হবে? জানানো হল, এক্ষেত্রে জমির চরিত্র বদল করা হয়েছিল কি না সহ বিস্তারিত রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তারপর নির্দেশ অনুসারে পদক্ষেপ করা হবে। সুশান্তর বক্তব্য, '৩ নম্বর ওয়ার্ডের অপ্সরা মোড় সংলগ্ন পুকুরে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ ধরিয়েছি। এবার এফআইআর-এর পাশাপাশি নির্মাণ ভাঙার দিকে এগোব।'

মাদকের কারবার রুখতে ফোন নম্বর চালু

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : মাদক পাচারকারীদের পাকড়াও করতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চেয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ বিশেষ ফোন নম্বর চালু করল। ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এ নিয়ে পোস্টার লাগানো শুরু হয়েছে। তাতে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি, হিন্দি ভাষা ব্যবহার করে লেখা রয়েছে, 'আপনাদের কাছে যদি মাদকদ্রব্য, মাদক সরবরাহকারী বা বিক্রেতার খবর থাকে তবে এখনই জানান।'

ভোটের পর থেকেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ এলাকায় চলা মাদকের দৌরাত্ম্য বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। এই কারবার রুখতে ফোন নম্বর চালু করা হবে বলে আগেই ওয়েস্ট জোনের দায়িত্বে থাকা ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ জানিয়েছিলেন। সেইমতোই ফোন নম্বরটি চালু করা হয়েছে। নম্বরটি হল ৮৫৯৭৯৮৮০০২।

শুক্রবার মাটিগাড়ায় একটি আসবাবপত্রের দোকানে হানা দিয়ে মাদকের ব্যবসার পর্দাফাঁস করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা দোকান মালিককে।

ডিসিপি (ট্রাফিক) বলেন, 'যে সমস্ত এলাকায় মাদকের প্রভাব বেশি মূলত সেই সমস্ত জায়গায় এই পোস্টারগুলি লাগানো হচ্ছে। যারা এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিষয়ে আমাদের তথ্য দেওয়া হলে আমরা তথ্য প্রদানকারীকে পুরস্কৃত করব। সেইসঙ্গে তাঁর পরিচয় গোপন রাখা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'ইতিমধ্যেই আমরা নার্কোটিক্স ডিপার্টমেন্ট চালু করেছি। এই বিভাগ ২৪ ঘণ্টা এই মাদকের ওপর কাজ করবে। মাদক পাচারকারীরা বিশ্বাস কলোনি ছেড়ে পাঁচকেলগুড়ি, শিমুলগুড়ি ও বাগডোগরা থানা এলাকায় ঘাঁটি তৈরি করছে। বাগডোগরা থানাকে নজর দিতে বলেছি। ইস্ট জোনেও নজরদারি চলছে।'

বিজেপির মিছিল

ইসলামপুর, ১৫ মে : রাজ্যে বিজেপির সরকার গঠনের পর শুক্রবার ইসলামপুরে অনুষ্ঠিত হল ধন্যবাদজ্ঞাপন শোভাযাত্রা। এদিন ইসলামপুর কৃষি বাজার থেকে এই মিছিল শুরু হয়ে রাজ্য সড়ক ধরে ইসলামপুর শহর পরিক্রমা করার পর ইসলামপুর টার্মিনাসে এসে শেষ হয়। সেখানে সকলের জন্য মাছভাতের ব্যবস্থা করা হয়। এদিনের এই মিছিলে ঢাকঢোল থেকে শুরু করে কীর্তন ও ডিজে বাজিয়ে মেতে ওঠেন মহিলা থেকে শুরু করে বিজেপির নেতা-কর্মী-সমর্থকরা।

সম্ভাবনাময় উত্তরকে নিয়ে আশাবাদী আইসিসি

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : 'থ্রি টি'র জন্য একসময় বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল উত্তরবঙ্গের। নতুনভাবে আশা জাগাচ্ছে 'চতুর্থ টি'। এই 'টি' মানে ট্রান্সফরমেশন। সোজা বাংলায়, ভোল বদলে যাওয়া।

সত্যিই তাই, নিঃশব্দে ভোল বদলাচ্ছে শিলিগুড়ি। বৈচিত্র্যময় জনজীবন, গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান। ঢেলে সাজানো হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন, বাগডোগরা বিমানবন্দরকে। তৈরি হচ্ছে এলিভেটেড হাইওয়ে, সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প। রিং রোডের কাজও নাকি খুব দ্রুত শুরু হবে, শুক্রবার দাবি করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট।

এই বদলের সঙ্গী হতে চাইছেন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীরা। এদিন ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের (আইসিসি) উদ্যোগে ইস্টার্ন বাইপাসের একটি বিলাসবহুল হোটেলে আয়োজিত হয়েছিল 'নর্থবেঙ্গল রিয়েলিটি রিইমাজিনড ২০২৬'। সেখানে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের আবাসন, স্থাপত্য এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্টরা অংশ নেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। শ্রোতাদের উদ্দেশে তিনি উত্তরে দ্রুতগতিতে পরিকাঠামো ও আর্থিক উন্নতির বিষয়টি তুলে ধরেন। আশ্বাস দেন, শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার 'পরিবেশগত সংবেদনশীল অঞ্চল' (Eco Sensitive Zones) সংক্রান্ত সমস্যার শীঘ্রই সমাধান করা হবে। ব্যবসায়ীদের নির্ভয়ে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানান রাজু।

সাংসদ ছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন জ্যোতিষী ও বাস্তু পরামর্শদাতা ডঃ জয় মদন, আর্কিটেক্ট ববি মুখোপাধ্যায়, যশস্বী শ্রফ, অপূর্ব সালারপুরিয়া, গুরমিত সচদেব এবং মণীশ ত্রিপাঠী।

এদিন চেম্বারের উত্তরবঙ্গের চেয়ারম্যান হর্ষ বেরলিয়া বলেন, 'বর্তমানে এই অঞ্চল পরিকাঠামো ও নগরোন্নয়নের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা আবাসনশিল্পের জন্য সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে।'

বন্যপ্রাণ বিপন্ন দিবস

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও সচেতনতার ওপর নজর দিয়ে শুক্রবার পালিত হল বন্যপ্রাণ বিপন্ন দিবস। এদিন স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে বেঙ্গল সাফারি পার্কে এই দিনটি পালন করা হয়। এছাড়াও নির্মলা কনভেন্ট স্কুলের পড়ুয়াদের আঁকা ছবি নিয়ে পার্কের সুভেনিয়র শপে বিশেষ প্রদর্শনী করা হয়। 'পরিবেশ' পোর্টাল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা হয়। বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণ রক্ষায় চিড়িয়াখানাগুলির ভূমিকার বিষয়ে পড়ুয়াদের অনেক কিছু বোঝানো হয়।

পুরঠিকাদারদের বিল মেটানো স্থগিত

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : আপাতত ঠিকাদারদের নতুন করে কোনও টাকা দেবে না শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। পুরনিগম সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহের বুধবার থেকে পেমেন্ট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এই স্থগিতাদেশ কতদিন পর্যন্ত জারি থাকবে তা নিয়ে অবশ্য পুরকর্তারা স্পষ্ট কোনও মন্তব্য করতে পারেননি। এমনকি হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত তাও স্পষ্ট নয়। এনিয়ে পুরনিগমের কমিশনার অশ্বিনীকুমার রায় স্পষ্ট কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। কেবল জানিয়েছেন, সরকারিভাবে এনিয়ে এখনও কোনও নির্দেশিকা আসেনি।

সম্প্রতি পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল সমস্ত পুরসভার আটকে থাকা বিলের নথি খতিয়ে দেখার কথা বলেছেন। আর সমস্ত পুরসভার সব ধরনের পেমেন্ট আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতিতে শেষ হয়ে যাওয়া প্রতিটি কাজের তথ্য এবং নথি পুর দপ্তরে পাঠানো হতে পারে। খোদ মন্ত্রী সেসব তথ্য ও নথি খতিয়ে দেখতে পারেন। এরপরই পেমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি নির্দেশিকার অপেক্ষা না করেই শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে সমস্ত ঠিকাদারের পেমেন্টে স্থগিতাদেশ জারি করেছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যে পুরনিগমের অন্দরমহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। আড়ালে আবডালে চলা আলোচনায় উঠে আসছে, তবে কি শহরের নানা প্রান্তে হয়ে যাওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে অসংগতি রয়েছে? যদিও

- শেষ হয়ে যাওয়া প্রতিটি কাজের তথ্য এবং নথি পুর দপ্তরে পাঠানো হতে পারে
- খোদ পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল সেসব তথ্য ও নথি খতিয়ে দেখতে পারেন
- এরপরই পেমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু করা হবে

এনিয়ে অবশ্য কেউ প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'যদিও কোনও ক্ষেত্রে অভিযোগ থাকে তা নিশ্চিতভাবে খতিয়ে দেখা হবে। আর সরকারি নিয়ম অবশ্যই মেনে চলা হবে।'

পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, কর্মী-আধিকারিকদের মাসের মাইনে সহ দৈনন্দিন জরুরি কাজের পেমেন্ট স্বাভাবিক রয়েছে। শুধুমাত্র ঠিকাদারদের পেমেন্টে স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে সরকারিভাবে কোনও নির্দেশিকা আসার আগেই কেন পুর কর্তৃপক্ষ ঠিকাদারদের পেমেন্টে স্থগিতাদেশ জারি করল? এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর অবশ্য মেলেনি। শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক সজল সরকার বলেন, 'কোনও ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকলে অবশ্যই নথি যাচাই করে দেখতেই পারে। তবে হঠাৎ করে পেমেন্টে স্থগিতাদেশ জারি করা হলে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। কারণ দীর্ঘদিন ধরেই বড় অঙ্কের টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে। আমরা চাই, আমাদের পেমেন্ট দ্রুততার সঙ্গে মিটিয়ে দেওয়া হোক।'

আবার, শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'শুনেছি একাধিক প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে হয়নি। সেক্ষেত্রে পেমেন্টে স্থগিতাদেশ নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত। আমরা চাই সবদিক খতিয়ে দেখে তবেই পেমেন্ট করা হোক। এক্ষেত্রে সরকারি কোনও নির্দেশিকা থাকলে তা পুরনিগম মেনে চলবে বলেই আশা রাখছি।'

চুরিচক্রের পর্দা ফাঁস

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : 'বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান...' পরান না বধিলেও, মোক্ষম চালে এবার 'ঘুঘু'কে খাঁচাবন্দি করে দেখাল মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

ফিটফাট পোশাকে, চারচাকার গাড়িতে চেপে এসে দুজন ঢুকতেন উত্তরায়ণ উপনগরী এলাকায়। ভাবখানা এমন, যেন তাঁরা ওই আবাসনেরই বাসিন্দা। ফলে ঘুণাক্ষরেও কোনওদিন সন্দেহ হয়নি আবাসনের প্রবেশপথে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের। বাকি সব ঠিক করা থাকত আগে থেকেই। সেই মতো শুরু হয়ে যেত নিখুঁত 'অপারেশন'। উপনগরীর ভেতরে ফাঁকা রাস্তার সুযোগে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াতেন তাঁরা। চোখ আটকে থাকত আবাসনের ওপর। কোনও ফ্ল্যাট ফাঁকা পড়ে আছে বলে সন্দেহ হলেই 'টার্গেট সেট' হয়ে যেত তুরন্ত। এরপর সুযোগ বুঝে ফাঁকতালে ফ্ল্যাটে ঢুকে যাবতীয় কিছু হাতিয়ে পগারপার হয়ে যেতেন ওই দুই কীর্তিমান।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ফাঁকা ফ্ল্যাট থেকে কয়েক কোটি টাকার সোনার গয়না চুরি যায়। এরপর কার্যত নাওয়া-খাওয়া ভুলে তদন্তে নামেন মাটিগাড়া থানার পুলিশকর্তারা। যদিও তাতে থামেনি চুরি। অবশেষে সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে ফাঁকা ফ্ল্যাটে লাগাতার চুরির কিনারা হল। চলতি মাসের ৬ তারিখে বিশ্বজিৎ হালদার নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আর তাঁকে জেরা করতেই সন্ধান মেলে চুরিচক্রের সঙ্গে জড়িত আরও তিনজনের। পুলিশ জানিয়েছে, চুরিচক্রের মাথা এই বিশ্বজিৎ এবং প্রদীপ বর্মন। দুজনেই রানানগরের বাসিন্দা। এঁরাই প্ল্যান করে পরপর চুরি করত অভিজাত আবাসনে। মূলত হাতানো হত সোনার গয়না আর ঘর সাজানোর মূল্যবান জিনিস।

পুলিশ জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ৮০ গ্রাম গলানো সোনাও উদ্ধার হয়েছে। ওয়েস্ট জোনের দায়িত্বে থাকা ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ইতিমধ্যেই উত্তরায়ণে আরেকটি চুরির ঘটনার কিনারা হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এমনভাবে কেউ না ঢুকতে পারেন, তার ব্যবস্থা আমরা করছি। উত্তরায়ণের আবাসিকদের সঙ্গে দ্রুত আমরা বৈঠকে বসব।'

বিশ্বাসযোগ্য ঠিকানা ম্যাক্সওয়েল

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : অত্যাধুনিক টেকনলজি ও উন্নত রোগী পরিষেবার একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ঠিকানা হল ম্যাক্সওয়েল হাসপাতাল। ২০০ শয্যাবিশিষ্ট নবনির্মিত এই হাসপাতাল রয়েছে জ্যোতিনগর ডন বসকো স্কুলের কাছে। রোগীদের জন্য কী কী পরিষেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে সেই সংক্রান্ত বিষয়ে শুক্রবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। উন্নত কার্ডিওলজির চিকিৎসার জন্য মডার্ন হাই-টেক ক্যাথ ল্যাব, ডায়ালিসিসের জন্য অত্যাধুনিক ডাবল আরও সিস্টেম, ইউরোলজি বিভাগে ১০০ ওয়াটের হলমিয়াম লেজার মেশিন, নবজাতকের চিকিৎসার জন্য লেভেল-৩ নিওনেটাল আইসিইউ সহ আরও বেশকিছু পরিষেবা এখানে রোগীরা পাবেন।

এছাড়াও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জেনারেল ও ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, নিউরো, অর্থোপেডিক, হেমাটোলজি, ডার্মাটোলজি ও শিশুরোগ সম্পর্কিত চিকিৎসাও এখানে পাওয়া যাবে। আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা যাতে রোগীরা পেতে পারেন এই লক্ষ্যে হাসপাতাল পরিষেবা দেবে বলে চিফ অপারেটিং অফিসার শুভদীপ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রাজেশ নন্দা, নেফ্রোলজিস্ট ডাঃ বিশাল গোলে প্রমুখ।

রোগীদের সুবিধার্থে হাসপাতালে ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ফার্মাসি রয়েছে। দ্রুত কিডনি প্রতিস্থাপন পরিষেবাও চালু হবে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে।

উপরাষ্ট্রপতির সফরে যান নিয়ন্ত্রণ

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণানের সফরকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়িজুড়ে যানবাহন চলাচলের ওপরে নিয়ন্ত্রণবিধি জারি করা হয়েছে। উপরাষ্ট্রপতি শনিবার সকালে সিকিম সফরে যাবেন।

শুক্রবার পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত শহরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী যানবাহন প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। পরিবহণনগর মোড়, ফুলবাড়ি বাইপাস মোড়, ভক্তিনগর চেকপোস্ট, আইওসি, শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার পর্যন্ত বাইরের যানবাহন আসতে পারবে। রাত ৯টা পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পরিবহণনগর থেকে দার্জিলিং মোড় হয়ে নৌকাঘাট, ফুলবাড়ি বাইপাস থেকে নৌকাঘাট এবং সুকনা সহ আরও কয়েকটি রাস্তায় পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

উপরাষ্ট্রপতি দিল্লি থেকে সরাসরি বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে তাঁর গ্যাংটক পৌঁছানোর কথা।

স্পিকারকে শুভেচ্ছা

শিলিগুড়ি, ১৫ মে : ইসকনের শিলিগুড়ির জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস কলকাতায় গিয়ে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মাননীয় স্পিকারকে আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সফল কর্মজীবন কামনা করি। মানুষের কল্যাণে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা আগামীদিনেও বজায় থাকবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।'

সিবিআই জালে প্রশ্ন ফাঁসের পান্ডা অধ্যাপক

২১ জুন ফের নিট

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ মে : দেশজুড়ে প্রায় ২২ লক্ষ মেডিক্যাল পড়ুয়ার দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটেছে। আগামী ২১ জুন ফের নিট পরীক্ষা হবে বলে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি(এনটিএ) জানিয়েছে। তবে পরীক্ষা ঘোষণায় শুরু হয়েছে নতুন দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তার অধ্যায়। ভবিষ্যতে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে নিশ্ছিদ্র করতে আমূল সংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

এনটিএ দাবি করেছে, পরীক্ষাপদ্ধতিকে পরিষ্কার ও 'বিশ্বাসযোগ্য' করতেই এই পুনঃপরীক্ষার সিদ্ধান্ত। এনটিএ জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিতে আগামী ২১ জুন, রবিবার নতুন করে ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে। গত ৩ মে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাটি প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে বাতিল হওয়ায় অনিশ্চয়তার মুখে পড়া প্রায় ২২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ফের এই পরীক্ষায় বসবেন। এনটিএ-র পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের কেবল অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের তথ্যের ওপর ভরসা রাখার আবেদন জানানো হয়েছে। পরীক্ষার পদ্ধতিতে বড় বদল এনে আগামী বছর থেকে আর ওএমআর শিট বা কাগজ-কলম ব্যবহার করা হবে না। পরিবর্তে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পরীক্ষা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক (সিবিটি) পদ্ধতিতে।

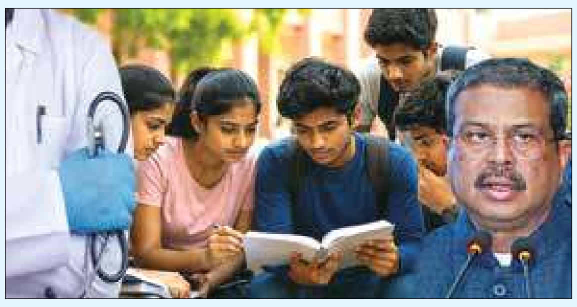

- আগামী বছর থেকে নিট পরীক্ষা ওএমআর শিট বা কাগজ-কলমের বদলে কম্পিউটার ভিত্তিক (সিবিটি) মোডে হবে
- ওএমআর শিটই অনিয়মের মূল উৎস বলে সেটি বাতিল করে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার দিকে হাঁটা হচ্ছে
- বাতিল হওয়া পরীক্ষার ফি সমস্ত পরীক্ষার্থীকে ফেরত দেওয়া হবে। পুনর্পরীক্ষার জন্য নতুন করে ফি দিতে হবে না
- নতুন অ্যাডমিট কার্ড ১৪ জুন সংস্থার ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে

এদিকে নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের তদন্তে পুনের অবসরপ্রাপ্ত রসায়ন অধ্যাপক পিভি কুলকার্নিকে এই চক্রের পান্ডা হিসাবে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। ধৃত অধ্যাপক দীর্ঘদিন এনটিএ-র প্রশ্ন নির্ধারণ প্যানেলে যুক্ত ছিলেন। অভিযোগ, সেই সুবাদেই ৩ মে-র পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগেভাগে তাঁর হাতে চলে আসে। সিবিআইয়ের দাবি, এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পুনেতে নিজের বাসভবনে এক গোপন টিউশন ক্লাসে তিনি একদল পড়ুয়াকে প্রশ্ন ও ঠিক উত্তর লিখিয়ে দিয়েছিলেন। পড়ুয়াদের নোটবইয়ে হাতে লেখা সেই বয়ানের সঙ্গে আসল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের হুবহু মিল পাওয়া গিয়েছে। এই বিশেষ ক্লাসের জন্য প্রত্যেকের থেকে কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়েছিলেন অভিযুক্ত অধ্যাপক। কুলকার্নির সহযোগী মনীষা ওয়াঘমারে সহ এখনও পর্যন্ত মোট ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই।

এদিন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানান, ‘ওএমআর শিটই ছিল এই সমস্যার মূল উৎস। তাই আগামী বছর থেকে নিট পরীক্ষা কম্পিউটার ভিত্তিক (সিবিটি) মোডে পরিচালিত হবে।’ দুর্নীতির সঙ্গে আপস না করার কড়া বার্তা দিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘অনিয়মের বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে এবং এটা পরীক্ষা মাফিয়াদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ লড়াই। সিবিআই এই দুর্নীতির গভীরে গিয়ে দোষীদের খুঁজে বের করবেই।’

এদিকে পরীক্ষার অব্যবস্থার কারণে পড়ুয়া আত্মহত্যার প্রসঙ্গকে টেনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধেছেন লোকসভা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর প্রশ্ন, ‘কতজন ঋতিকের মৃত্যু হলে আপনার জবাবদিহি জাগবে?’ এক দীর্ঘ পোস্টে নিট পরীক্ষার্থী ঋতিক মিশ্রর আত্মহত্যার প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্র সরকারের সমালোচনা করেছেন রাহুল গান্ধি।

তিনি লিখেছেন, ‘এটা আত্মহত্যা নয়, এটা সিস্টেম দ্বারা খুন।’ তাঁর অভিযোগ, ২০১৫ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে দেশে মোট ১৪৮টি পরীক্ষা কেলেঙ্কারির ঘটনা সামনে এসেছে। ৮৭টি পরীক্ষা বাতিল হয়েছে এবং প্রায় ৯ কোটি পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অথচ ১৪৮টি কেলেঙ্কারির মধ্যে সাজা হয়েছে মাত্র একজনের। সিবিআই ১৭টি এবং ইডি ১১টি মামলার তদন্ত করলেও কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়নি বলে দাবি করেন তিনি।

সুপ্রিম ধাক্কায় জেলেই থাকতে হবে কুলদীপকে

নয়াদিল্লি, ১৫ মে : বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার উন্নাও নাবালিকা ধর্ষণের মামলায় মুক্তি পাচ্ছে না। তাকে জেলেই থাকতে হবে। দিল্লি হাইকোর্ট তার যাবজ্জীবনের সাজায় স্থগিতাদেশ দিলেও শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট তা খারিজ করে দিল। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের ফলে কুলদীপের জেলমুক্তি হচ্ছে না। মামলাটি নতুন করে শুনানির জন্য ফের দিল্লি হাইকোর্টে পাঠানো হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করেছিল মামলার তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আদালতের গ্রীষ্মকালীন অবকাশের আগে যাবজ্জীবনের সাজা স্থগিত সম্পর্কিত শুনানি শেষ করতে হবে। দিল্লি হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণে বলেছিল, কোনও নির্বাচিত বিধায়ক (এমএলএ) পকসো আইনের ধারায় সরকারি কর্মচারীর সংজ্ঞায় পড়েন না। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু বিধায়ক পাবলিক সার্ভেন্ট কি না? সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি হাইকোর্টকে এই বিষয়টিও নতুন করে তলিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে। শীর্ষ আদালত এও জানিয়েছে, পকসো আইন তৈরি হয়েছে শিশুদের সুরক্ষায়। একে আইনি মারপ্যাঁচে ফেলা ঠিক নয়।

১৯৯৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট একটি ঐতিহাসিক রায়ে জানিয়েছিল, সাংসদ ও বিধায়করা ভারতীয় দণ্ডবিধি ও দুর্নীতি দমন আইনের আওতায় পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবেই গণ্য হবেন। তারপরেও দিল্লি হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে সেঙ্গারকে পকসো আইনের ধারায় সরকারি কর্মচারী হিসেবে না বলার পিছনে কারণ হল, পকসো আইনের একটি নির্দিষ্ট ধারায় পাবলিক সার্ভেন্টের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সরাসরি এমএলএ শব্দের উল্লেখ নেই। ২০১৭ সালের ৪ জুন এক নাবালিকা চাকরি চাইতে তৎকালীন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপের বাড়িতে গিয়ে ধর্ষিতা হয়।

বন্ধুত্বের হাত... সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার আবু ধাবিতে।

আমিরশাহিতে মোদি, গ্যাস-প্রতিরক্ষায় নজর

আবু ধাবি, ১৫ মে : পশ্চিম এশিয়ায় ইরান-আমেরিকা সংঘাতের জেরে তৈরি হওয়া অস্থিরতার মধ্যেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে (ইউএই) পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাঁচ দেশ সফরের প্রথম দফায় শুক্রবার আবু ধাবিতে পৌঁছেই জ্বালানি ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একগুচ্ছ মেগা চুক্তি সেরে ফেললেন তিনি। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে ভারতে পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের সরবরাহে টান পড়ার আশঙ্কার মাঝেই নয়াদিল্লির পাশে দাঁড়াল ইউএই। দীর্ঘমেয়াদি এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভারতের স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ (জরুরি তেল মজুত ভাণ্ডার) গড়ে তুলতেও বড়সড়ো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তারা। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা এবং ভারতে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এদিন দুপুরে আবু ধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী মোদির বিমানকে বিশেষ মর্যাদায় এসকর্ট করে নিয়ে আসে ইউএই বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান। বিমানবন্দরে মোদিকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। সেখান থেকে তিনি সোজা যান আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের বাসভবনে। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে হরমুজ প্রণালী খোলা ও নিরাপদ রাখার ওপর জোর দেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভস লিমিটেড এবং আবু ধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানির মধ্যে একটি কৌশলগত চুক্তি সই হয়। এর

- জ্বালানি সংকট রুখতে দীর্ঘমেয়াদি এলপিজি সরবরাহ এবং তেল মজুত চুক্তি
- পরিকাঠামো ক্ষেত্র, আরবিএল ব্যাংক ও সম্মান ক্যাপিটালে ইউএই মোট ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে
- সাইবার নিরাপত্তা, সামরিক সমন্বয়, সন্ত্রাস দমন এবং প্রযুক্তি বিনিময়ের উদ্দেশ্যে কৌশলগত চুক্তি
- গুজরাটের ভাদিনারে বাণিজ্যিক ও তেলবাহী জাহাজ মেরামতের জন্য অত্যাধুনিক ‘শিপ রিপেয়ার ক্লাস্টার’ তৈরির মউ স্বাক্ষরিত
- ইউএই-র ওপর হামলার নিন্দায় মোদি

ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে বা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হলে ভারতের পক্ষে জ্বালানি সংকট মোকাবিলা সহজ হবে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এলপিজি আমদানিকারক দেশ ভারতকে দীর্ঘমেয়াদে রান্নার গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তাও দিয়েছে ইউএই।

দু-দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে কৌশলগত প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের একটি মজবুত কাঠামো। সাইবার নিরাপত্তা, সামরিক সমন্বয়, প্রযুক্তি ভাগ করে নেওয়া এবং সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করবে দুই দেশ। সমুদ্র বাণিজ্যের প্রসারে গুজরাটের ভাদিনারে একটি অত্যাধুনিক ‘শিপ রিপেয়ার ক্লাস্টার’ তৈরির মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে, যেখানে বাণিজ্যিক ও তেলবাহী জাহাজ মেরামত করা যাবে। একই সঙ্গে ভারতের পরিকাঠামো ক্ষেত্র, আরবিএল ব্যাংক এবং সম্মান ক্যাপিটালে মোট ৫০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের বড় ঘোষণা করেছে ইউএই।

পশ্চিম এশিয়ায় চলমান অশান্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বৈঠকে মোদি বলেন, ‘ইউএই-কে যেভাবে নিশানা করা হয়েছে, তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ইউএই যেভাবে সংযম দেখিয়েছে, তা প্রশংসনীয়।’ ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন, ‘পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে ভারত সব ধরনের সাহায্য করতে তৈরি।’ ইউএই-র আতিথেয়তায় মুগ্ধ প্রধানমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘আমি আমার দ্বিতীয় বাড়িতে এসেছি। এই আন্তরিকতা জীবনের বড় সম্পদ।’

ঝড়ের তাণ্ডবে মৃত বেড়ে ১১৭

লখনউ, ১৫ মে : কালবৈশাখীর তাণ্ডবে তছনছ উত্তরপ্রদেশ। বুধবার বিকালের ওই অভূতপূর্ব ঝড়বৃষ্টিতে এখনও পর্যন্ত ১১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম অন্তত ৭৯ জন। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ১৩০ কিলোমিটার, যা প্রায় ঘূর্ণিঝড়ের সমতুল। মৃতদের মধ্যে ১১৩ জনই প্রাণ হারিয়েছেন দেওয়াল ধসে ও গাছ পড়ে, ৪ জন মারা গিয়েছেন বজ্রপাতে। সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রয়াগরাজে, সেখানে ২৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া মির্জাপুর ও ফতেপুরেও ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছে। প্রবল ঝড়ে ভেঙে পড়েছে ৩৩০টিরও বেশি ঘরবাড়ি এবং প্রাণ হারিয়েছে ১৭৭টি গবাদিপশু। প্রশাসনের তরফে ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য শুরু করা হয়েছে। যোগী সরকার মৃতদের পরিবার পিছু ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে।

সৌজন্য সাক্ষাৎ

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ মে : পশ্চিমবঙ্গে যা ক্রমশ বিরল সেই সৌজন্যের রাজনীতিটাই যেন দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিবিদদের রোজনামচায় পরিণত হয়েছে। শুক্রবার কেরলের হবু মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশন নতুন বিরোধী দলনেতা তথা বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের সঙ্গে দেখা করেন। দুপুরের খানিকটা পরে বর্ষীয়ান সিপিএম নেতার বেকারি জংশনের বাড়িতে যান কংগ্রেস নেতা। রাজনৈতিক বিরোধকে দূরে সরিয়ে হবু মুখ্যমন্ত্রীকে হাসিমুখে স্বাগত জানান পিনারাই এবং তাঁর পরিবারের লোকজন। শাসক ও বিরোধী শিবিরের দুই নেতা পরস্পরের হাতে হাত দিয়ে হাসিমুখে সংবাদমাধ্যমের সামনেও দাঁড়ান। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়ও রাজনৈতিক মতপার্থক্য দূরে সরিয়ে প্রধান বিরোধী দল ডিএমকের সভাপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই দৃশ্য আপাতত অতীত।

একাগাড়ি খুব ছুটেছে... ইংল্যান্ডের উইন্ডসোরে। শুক্রবার।

সূর্য কান্তের পরজীবী মন্তব্যে বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ মে : রাজধানীর আইনজীবীদের একাংশের ডিগ্রির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। একইসঙ্গে বিচারব্যবস্থার সমালোচকদের ‘পরজীবী’ এবং কিছু বেকার তরুণকে ‘আরশোলা’র সঙ্গে তুলনা করায় প্রধান বিচারপতির তীব্র বিরোধিতা করেছে বিরোধীরা। ‘সিনিয়ার অ্যাডভোকেট’ পদমর্যাদা সংক্রান্ত একটি আবেদনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ আবেদনকারী আইনজীবীর আচরণ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, সিনিয়ার অ্যাডভোকেট পদ কোনও অধিকার নয়, এটি আদালতের দেওয়া সম্মান। আবেদনকারী যেভাবে আক্রমণাত্মকভাবে এই মর্যাদা পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ, তা আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘পৃথিবীর সবাই হয়তো সিনিয়ার অ্যাডভোকেট হওয়ার যোগ্য হতে পারেন, কিন্তু অন্তত আপনি নন।’ প্রধান বিচারপতি সতর্ক করে দেন, যদি দিল্লি হাইকোর্ট ওই আইনজীবীকে সিনিয়ার অ্যাডভোকেটের মর্যাদা দেয়, তাহলে তাঁর পেশাগত আচরণের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারে।

সূর্যকান্ত বলেন, ‘সমাজে এমন কিছু পরজীবী রয়েছে যারা বিচারব্যবস্থাকে আক্রমণ করে এবং কিছু কর্মহীন তরুণ মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট বা আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে সবাইকে আক্রমণ করতে শুরু করে।’ তাঁর এই মন্তব্যে আদালত কক্ষেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

প্রধান বিচারপতির দাবি, তিস হাজারি সহ দিল্লির আদালতগুলিতে এমন বহু মানুষ কালো কোট পরে ঘুরছেন, যাঁদের এলএলবি ডিগ্রির সত্যতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তিনি জানান, প্রয়োজনে এই ডিগ্রিগুলি যাচাই করতে সিবিআইকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়ার কথাও ভাবছে আদালত। পাশাপাশি বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার (বিসিআই) ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে তোলেন তিনি। প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, ‘দেশের সর্বোচ্চ বিচারপতির কাছ থেকে এই ধরনের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। এটি ভিন্নমত এবং গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের প্রতি অসম্মানজনক।’ তাঁর বক্তব্য, ‘গণতন্ত্রে মতভেদই প্রাণশক্তি, আর সেই মতভেদকেই যদি অবমাননা করা হয়, তাহলে তা উদ্বেগজনক বার্তা দেয়।’

টাকার রেকর্ড পতন

মুম্বই, ১৫ মে : বিশ্ববাজারে তেলের বাড়তে থাকা দাম, শক্তিশালী ডলার এবং বাজার থেকে মূলধন সরিয়ে নেওয়ার জেরে ব্যাপক চাপের মুখে ভারতীয় মুদ্রা। শুক্রবার আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যে রেকর্ড ধস নেমেছে। লেনদেনের এক পর্যায়ে প্রতি ডলারের মূল্য সর্বকালের সর্বনিম্ন ৯৬.১৪ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। তবে দিনের শেষে কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ৯৫.৮৬ টাকায় বন্ধ হয় টাকার দর, যা বন্ধের নিরিখেও নজিরবিহীন নিম্নমুখী অবস্থান। চলতি বছর এ পর্যন্ত টাকার মূল্য ৬ শতাংশের বেশি কমেছে।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরান যুদ্ধের উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়া এবং মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কায় টাকার ওপর চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। ব্রেন্ট ক্রুড অয়েল প্রতি ব্যারেল ৩.১৪ শতাংশ বেড়ে ১০৯.০৪ ডলারে পৌঁছে গিয়েছে। অন্যদিকে, ডলার সূচক বেড়ে ৯৯.১৫ পয়েন্ট হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ীদের মতে, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা, দেশীয় বাজারের চড়া মূল্যায়ন এবং দুর্বল এফডিআই প্রবাহের কারণে মূলধন চলে যাচ্ছে, যা ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। তবে এপ্রিল মাসে দেশের রপ্তানি ১৩.৭৮ শতাংশ বেড়ে ৪৩.৫৬ বিলিয়ন ডলার হয়েছে, যেখানে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২৮.৩৮ বিলিয়ন ডলারে।

ট্রাম্পের সফরেও কাটল না জট

বেজিং, ১৫ মে : দুই মহাশক্তিধর দেশ আমেরিকা এবং চিনের শীর্ষ বৈঠক ঘিরে পারদ চড়ছিল আন্তর্জাতিক মহলে। ট্রাম্পের বেজিং সফরে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ‘আমেরিকার পতন’ সংক্রান্ত মন্তব্যকে ঘিরে মার্কিন রাজনীতিতে বিতর্ক শুরু হয়। অবস্থা সামাল দিতে শুক্রবার পূর্বসূরি জো বাইডেনকে নিশানা করলেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, শি যখন আমেরিকাকে একটি ‘পতনশীল রাষ্ট্র’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি আসলে বাইডেন প্রশাসনের চার বছরের অভ্যন্তরীণ ক্ষয়ক্ষতির কথাই বলতে চেয়েছেন।

বেজিংয়ে শির সঙ্গে বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন। তিনি লেখেন, ‘প্রেসিডেন্ট শি যখন অত্যন্ত মার্জিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি পতনশীল রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন, তখন তিনি আসলে ‘স্লিপি জো বাইডেন’

ইরান-তাইওয়ান

এবং তাঁর প্রশাসনের সময় হওয়া অপূরণীয় ক্ষতির দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন। সেই বিচারে শি ১০০ শতাংশ ঠিক।’ ট্রাম্পের এই পোস্টের পরপরই হোয়াইট হাউসের তরফেও একই সুরে বাইডেন প্রশাসনের সমালোচনা করা হয়।

ট্রাম্প দাবি করেন, গত ১৬ মাসের শাসনকালে তাঁর নেতৃত্বে আমেরিকা এক অভূতপূর্ব উত্থানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। চাঙ্গা শেয়ার বাজার, কর্মসংস্থান ও বিপুল বিনিয়োগের নজির টেনে তাঁর দাবি, ‘দু-বছর আগে আমরা সত্যিই একটি পতনশীল রাষ্ট্র ছিলাম, যার সঙ্গে আমিও একমত। কিন্তু আজ আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দেশ।’ ট্রাম্পের ইঙ্গিত, শি নাকি আড়ালে তাঁর সাফল্যের

প্রশংসাও করেছেন।

চিনা প্রেসিডেন্ট যদিও জনসমক্ষে সরাসরি ‘পতনশীল রাষ্ট্র’ শব্দটি ব্যবহার করেননি। তবে বৈঠকের প্রথম দিনে ট্রাম্পের মুখোমুখি বসে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিখ্যাত ‘থুসিডাইডিস ট্র্যাপ’ তত্ত্বটি মনে করিয়ে দেন চিনা প্রেসিডেন্ট। প্রাচীন গ্রিসের ইতিহাস টেনে জিনপিং প্রশ্ন তোলেন, ‘বিশ্ব আজ এক নতুন মোড়ে দাঁড়িয়ে। চিন ও আমেরিকা কি পারবে এই ঐতিহাসিক ফাঁদ এড়িয়ে এক নতুন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অধ্যায় তৈরি করতে?’ পাশাপাশি ‘এক শতকে না দেখা মহাবদলের’ কথা বলে প্রকারান্তরে আমেরিকার একক আধিপত্যের অবসানের দিকেই ইঙ্গিত করেন চিনা রাষ্ট্রপ্রধান।

এদিকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে বললেও হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো বিষয়ে দু’দেশ একমত হলেও ইরান এবং তাইওয়ান নিয়ে মতভেদ বহাল রইল। কোনও রফাসূত্র ছাড়াই শেষমেশ বেজিং ছাড়লেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ভোজশালাই সরস্বতী মন্দির

ভোপাল, ১৫ মে : মধ্যপ্রদেশের ধারের বিতর্কিত ভোজশালা কামাল মওলানা মসজিদ চত্বরকে মন্দির বলে ঘোষণা করল মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। একইসঙ্গে বাতিল করা হয়েছে ২০০৩ সালের নমাজ পড়ার অনুমতি সংক্রান্ত নির্দেশটিও।

শুক্রবার বিচারপতি বিজয়কুমার শুক্ল এবং বিচারপতি অলোক অবস্থীর ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দেয়। আদালত জানিয়েছে, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (এএসআই) ৯৮ দিনের দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা এবং প্রায় দু’হাজার পাতার রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, ওই কাঠামোটি আদতে বাগদেবীর মন্দির। সরাসরি বক্তব্যে বিচারপতিরা জানান, ‘আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই স্থানে হিন্দু উপাসনার ধারাবাহিকতা কখনও বিলুপ্ত হয়নি। ঐতিহাসিক নথিপত্র এবং প্রমাণ নিশ্চিত করছে,

রায় আদালতের

বিতর্কিত এলাকাটি রাজা ভোজের সময়কালীন সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র ও সরস্বতী মন্দির ছিল।’

‘হিন্দু ফ্রন্ট ফর জাস্টিস’-এর দায়ের করা মামলায় আদালত ২০০৩ সালের সেই ব্যবস্থা খারিজ করেছে যেখানে প্রতি শুক্রবার মুসলিমদের নমাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে যেখানে মসজিদ রয়েছে, সেখানে আগে পারমার বংশের আমলে তৈরি বিশাল প্রাচীন মন্দিরের অংশ মিলেছে। বিচারপতিরা মুসলিমপক্ষকে পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁরা জেলার অন্যত্র মসজিদের জন্য বিকল্প জমি চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, লন্ডনের মিউজিয়ামে থাকা বাগদেবীর প্রাচীন প্রতিমাটি দেশে ফিরিয়ে এনে পুনরায় স্থাপনের আবেদনটি বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এএসআই এই ঐতিহাসিক চত্বরের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্বে থাকবে বলে রায়ে জানানো হয়েছে।

‘বাড়িতে বাচ্চা তিনটে মেয়ে, অসুস্থ স্বামী, আমাকে ছেড়ে দিন’

কাতর আর্তিতেও মেলেনি রেহাই

নয়াদিল্লি, ১৫ মে : রাজধানীতে নারী নিরাপত্তা নিয়ে ফের উদ্বেগ বেড়েছে সুলতানপুরী থেকে ফেরার পথে চলন্ত বাসে তিন সন্তানের জননী এক মহিলার নৃশংস গণধর্ষণের পর। সেদিনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন পীতমপুরার বাসিন্দা ৩০ বছর বয়সি ওই মহিলা। সম্প্রতি তিনি দাদার বাড়িতে গিয়েছিলেন ঘর বদলাতে সাহায্য করতে। ফেরার পথে ই-রিকশায় চড়ে সরস্বতী বিহারে এসে তিনি একটি বেসরকারি বাসে ওঠেন। নির্যাতিতা জানান, ‘বাসে উঠে একজনের কাছে সময় জিজ্ঞাসা করতেই সে আমাকে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে পিছনের দিকে ঠেলে দেয়।’ এরপর চলন্ত বাসেই তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। পরে নাংলোই স্টেশনের কাছে বাস থামিয়ে চালকও তাঁর ওপর নৃশংস যৌন নির্যাতন চালায়।

তীব্র আতঙ্কে তিনি অভিযুক্তদের কাছে বারবার প্রাণভিক্ষা করেছিলেন। নির্যাতিতার কথায়, ‘ওদের বারংবার বলেছিলাম বাড়িতে ছোট ছোট ৩টি মেয়ে আর অসুস্থ স্বামী আছে, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।’ এমনকি কোনও অভিযোগ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ধর্ষকদের বলেছিলেন, ‘পুলিশ বা অন্য কাউকে কিছু জানাব না, শুধু আমাকে বাড়ি যেতে দিন।’

এ কথা শোনার পর মহিলাকে ছেড়ে দেয় হেনস্তাকারীরা। মুক্তি পেয়েই তিনি ফোন করেন থানায়। পুলিশ উমেশ কুমার ও রামেন্দ্র কুমার নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তুললে তাদের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় পীতমপুরার এক সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও ৪, ৬ ও ৯ বছরের মেয়েদের টানে তিনি ভর্তি হতে রাজি হননি। তাঁর কান্নাভেজা আক্ষেপ, ‘অসুস্থ স্বামী ও ছোট মেয়েরা বাড়িতে একা রয়েছে, আমি না থাকলে ওদের কে দেখবে?’

বয়ান দিল্লির নির্যাতিতার

-এআই।

গম্ভীরের ভাবনার বিপরীত মেরুতে দ্রাবিড়

নয়াদিল্লি, ১৫ মে : তারকা পুজো নয়। টিম গেমই আসল কথা।

দায়িত্ব নেওয়ার পর ভারতীয় দল থেকে তারকা-সংস্কৃতিকে কার্যত ছুটি করে দিয়েছেন গৌতম গম্ভীর। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের টেস্ট অবসরের পিছনে নতুন হেডকোচের যে ভাবনাকে দায়ী করেন অনেকেই। এদিন গম্ভীরের যে ভাবনা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন পূর্বতন হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়। প্রাক্তনের যুক্তি, প্রতিটি খেলাতেই নায়ক দরকার। আর চাইলেই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার বিকল্প পাওয়া যায় না।

উইজডেনের এক পডকাস্ট শোয়ে বিরাট-রোহিতদের হয়ে কার্যত গম্ভীরকে ঘুরিয়ে নিশানা করেছেন 'মিস্টার ডিপেন্ডবল'। দ্রাবিড় বলেছেন, 'যে কোনও স্পোর্টসেই নায়কদের প্রয়োজন। আর পারফরমেন্স ছাড়া কেউ হিরো হতে পারে না। আর ভারতের মতো

টিম ইন্ডিয়ায় তারকা সংস্কৃতি

দেশে সাফল্য ছাড়া কেউ ওই জায়গায় পৌঁছোতে পারে না। প্রতিনিয়ত কাটাছেঁড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় খেলোয়াড়দের। সেই হার্ডল টপকে একজন নায়ক হয়ে ওঠে। যা বুঝিয়ে দেয় ওদের সাফল্য, পরিশ্রম, ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি অবদান। সহজে যা অস্বীকার করা মুশকিল।'

> **যে কোনও স্পোর্টসেই নায়কদের প্রয়োজন। আর পারফরমেন্স ছাড়া কেউ হিরো হতে পারে না। আর ভারতের মতো দেশে সাফল্য ছাড়া কেউ ওই জায়গায় পৌঁছোতে পারে না। প্রতিনিয়ত কাটাছেঁড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় খেলোয়াড়দের। সেই হার্ডল টপকে একজন নায়ক হয়ে ওঠে। যা বুঝিয়ে দেয় ওদের সাফল্য, পরিশ্রম, ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি অবদান। সহজে যা অস্বীকার করা মুশকিল। -রাহুল দ্রাবিড়**

বিরাট-রোহিতদের অবসরের পর টেস্টে ভারতীয় দলের নিম্নমুখী গ্রাফ নিয়ে দ্রাবিড় বলেন, 'লাল বলের ফরম্যাটে সাফল্যের খিদে ভীষণভাবে রয়েছে এই দলের মধ্যেও। আর দুই-একটা খারাপ সিরিজ যেতেই পারে। মনে রাখতে হবে রোহিত, বিরাট, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মতো বড় তারকা অবসর নিয়েছে সম্প্রতি। ওদের শূন্যতা পূরণ সহজ নয়। তারপরও ভারতীয় ক্রিকেট এখনও শক্তিশালী। যে কোনও প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলার ক্ষমতা রাখে। একটু সময় দিন। টেস্টেও সুফল মিলবে, দল ঘুরে দাঁড়াবে।'

ভারতীয় দলের উঠতি তারকা বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়েও উচ্চাশা পোষণ করলেন। কোচ হিসেবে রাজস্থান রয়্যালসে বৈভবকে পেয়েছিলেন। বৈভবের উত্থানে তাঁর অবদানও অনস্বীকার্য। নিজের প্রাক্তন ছাত্রের চলতি সাফল্যের খুশি নিয়ে পডকাস্টে দ্রাবিড় বলেছেন, 'স্পেশাল ট্যালেন্ট। এই নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বিশ্বের তাবড় তাবড় বোলারের বিরুদ্ধে ওর সাফল্য প্রশংসনীয়। আমি নিশ্চিত, প্রতিপক্ষ সব দল টিম মিটিংয়ে ১৫ বছরের একজন তরুণকে নিয়ে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে! ওর মতো প্রতিভার উত্থান নিশ্চিতভাবে ক্রিকেটের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক।'

রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ কলকাতায় মুষলধারে শুরু হয় বৃষ্টি। ম্যাচ বাঁচাতে ঢেকে ফেলার চেষ্টা চলছে ইডেন গার্ডেন্সের আউটফিল্ড। শুক্রবার।

'রহস্য' স্পিনারের চোট রহস্য উন্মোচনের অপেক্ষা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ মে : দৃশ্য এক, ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল সাড়ে চারটে। ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে হাজির হল কলকাতা নাইট রাইডার্সের টিম বাস। একে একে নেমে এলেন শাহরুখ খানের নাইটরা। সেঁধিয়ে গেলেন ইডেন গার্ডেন্সের সাজঘরের অন্দরে। বরুণ চক্রবর্তীও নামলেন টিম বাস থেকে। বেশ কষ্ট করে খুঁড়িয়ে হেঁটে ঢুকলেন ইডেনের সাজঘরে।

দৃশ্য দুই, ঘড়ির কাঁটায় তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। ইডেনের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে হঠাৎই নিরাপত্তাকর্মীদের হুড়োহুড়ি। সৌজন্যে সেই বরুণ। সতীর্থ রামনদীপ সিংকে সঙ্গে নিয়ে আলাদা একটা গাড়িতে চেপে ইডেন ছাড়লেন। তখনও বেশ খোঁড়াচ্ছিলেন তিনি। বাঁ পায়ের পাতায় মোটা ক্রেপ ব্যান্ডেজ জড়ানো। মুখটা বেশ গম্ভীর।

মাঝের সময়টা ইডেনের আলোচনার শুধুই বরুণ। শনিবার গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে কি খেলতে পারবেন নাইটদের রহস্য স্পিনার? তাঁর গোড়ালিতে চিড় ধরেছিল। সেই চোটের অবস্থাটা ঠিক কেমন? কতটা ফিট বরুণ? ক্রিকেটীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আগামীকাল বরুণের খেলার সম্ভাবনা বেশ কম। নাইটদের অনুশীলনের শেষ পর্বে দলের তরফে সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বরুণ শুক্রবার নেটে বোলিং করেছেন। দলের চিকিৎসক ও ফিজিওরা বরুণের চোটের অবস্থার দিকে কড়া নজর রেখেছেন। প্রশ্ন হল, বরুণ কি আগামীকাল খেলতে পারবেন শুভমান গিলদের বিরুদ্ধে? নাইটদের অন্দরের এক কর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'দলের তরফে বরুণকে খেলানোর মরিয়া চেষ্টা চলছে। একান্তই না পারলে বিকল্প ভাবনা ভাবতে হবে।'

গুজরাটের বিরুদ্ধে আগামীকাল প্লে-অফ স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার যুদ্ধ আজিঙ্কা রাহানেদের। তার আগে নাইট শিবিরে বিশাল উদ্বেগ হিসেবে হাজির বরুণ। তাঁর রহস্য স্পিন দলের এক্স ফ্যাক্টর ছিল। সুনীল নারায়ণের সঙ্গে বরুণের জুটি কেকেআরের টানা চার ম্যাচ জয়ের অন্যতম উৎস। বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে বরুণ না খেলার সময়ই তাঁর গুরুত্বের কথা বোঝা গিয়েছে। এমন অবস্থায় আগামীকাল বি সাই সুদর্শন, শুভমান গিলদের বিরুদ্ধে বরুণ না খেললে সমস্যা বাড়বে নাইটদের। ইডেনের যে পিচে আগামীকাল কেকেআর বনাম গুজরাট ম্যাচ হতে চলেছে, সেই বাইশ গজেই কেকেআর বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ হয়েছিল। বেশ শুকনো উইকেট। স্পিনারদের জন্য সাহায্য থাকবে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। ফলে বরুণের খেলা, না খেলা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে নাইট শিবিরে।

কেকেআর সমর্থকদের জন্য একটাই সুখবর, আজ সন্ধ্যার অনুশীলনে নাইটদের মূল নেটে অন্তত দশটা ডেলিভারি করেছেন বরুণ। যদিও তাঁকে কখনোই স্বস্তিতে রয়েছেন বলে মনে হয়নি। এমন অবস্থায় আগামীকাল রহস্য স্পিনারের চোট রহস্য নিয়ে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই দেখার। প্লে-অফ স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে গেলে বরুণকে প্রয়োজন হবেই নাইটদের। কিন্তু আধা ফিট হয়ে তিনি খেললেও কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন ইডেনে, সেই প্রশ্নটাও থেকেই যাচ্ছে।

বোলিং করলেও বরুণ চক্রবর্তীকে নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে। -ডি মণ্ডল

'উপেক্ষা' মনে রাখে না শুভমান

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

বলছেন বাবা লখিন্দর

কলকাতা, ১৫ মে : এই ইডেন গার্ডেন্স জানে তাঁর প্রথম সবকিছু। হয়তো ক্রিকেট কেরিয়ারের অনেক কিছুই।

একটা সময় ছিল, যখন কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রতিনিধি হওয়ার সুবাদে শুভমান গিল ছিলেন ইডেনের ঘরের ছেলে। ক্রিকেটের নন্দনকাননকে তিনি সেকেন্ড হোম বলেই বিশ্বাস করতেন।

সময়ের সঙ্গে ছবিটা বদলেছে। বদলেছে শুভমানের ক্রিকেট কেরিয়ারের গতিপথও। শুভমান এখন ভারতীয় টেস্ট ও ওডিআই দলের অধিনায়ক। কিন্তু তারপরও শুভমানের মনের অন্দরে রয়েছে একরাশ অভিমান, অনেকটা ক্ষোভও। অভিমান, কেকেআর তাঁকে রাখেনি। ২০২২ সালে কেকেআর ছেড়ে দিয়েছিল শুভমানকে। সেই বছরেই গুজরাট টাইটান্সে যোগ দিয়েছিলেন গিল। তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারের গতিপথও বদলে যায় সেই সময় থেকেই।

শুভমানের মনের অন্দরে ক্ষোভ রয়েছে নাইটদের জন্য। কারণ, তাঁকে না জানিয়েই নিলামে তুলে দিয়েছিল কেকেআর। তাই শুক্রবার সন্ধ্যার অনুশীলনে যখন কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোরের সঙ্গে গুজরাট অধিনায়ক শুভমানের মুখোমুখি দেখা হল, দুজনের মনের অন্দরে ঠিক কী চলছিল, বোঝা মুশকিল। শুভমান কি সেই অতীত মনে রেখেছেন? জবাব জানে না দুনিয়া। যদিও আজ সন্ধ্যার দিকে ইডেনে গুজরাট টাইটান্সের অনুশীলন চলার সময় আচমকাই হাজির হয়েছিলেন শুভমানের বাবা লখিন্দর সিং। ছেলের অনুশীলন দেখার মাঝেই ভারত অধিনায়কের বাবা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলে দিলেন, 'শুভমান কখনও অতীত, উপেক্ষা মনে রাখে না। ও বরাবরই এমনই। ক্রিকেট ছাড়া আর কিছুই বুঝতে চায় না ও।'

১৪ নভেম্বর ২০২৫, ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ম্যাচ শুরু হয়েছিল। সেই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। টিম ইন্ডিয়ার হার ছাপিয়ে সামনে এসেছিল ভারত অধিনায়কের ঘাড়ের চোট। কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল শুভমানকে। কলকাতায় ছিলেন বেশ কয়েকটি দিন। সেই টেস্টের পর ফের এখন কলকাতায় শুভমান। কাল গুজরাটের হয়ে শুভমান যখন টস করতে নামবেন, তাঁর কি মনের অন্দরে থাকবে 'অভিশপ্ত' সেই টেস্টের কথা? ক্রিকেটের নন্দনকাননে শুভমান কি নিজেকে ভিন্ন উচ্চতার নিয়ে গিয়ে শনিবারই গুজরাটের প্লে-অফ নিশ্চিত করে দেবেন? প্রশ্নের জবাবটা ইডেনের ক্লাব হাউসের গ্যালারিতে বসে দিয়ে গেলেন গুজরাট অধিনায়কের বাবা লখিন্দর। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলে দিলেন, 'শুভমানের নতুন করে কিছুই প্রমাণ করার নেই। কিন্তু একটা কথা বলে রাখা ভালো, টি২০ বিশ্বকাপের দলে সুযোগ না পাওয়ার জবাব দিতে ও বদ্ধপরিকর। আগামীকাল সন্ধ্যার ইডেনে নতুন শুভমানকে দেখলে আমি অন্তত অবাক হব না।'

১৫৮.৩১ স্ট্রাইক রেটে ১১ ম্যাচে ৪৬৭ রান করে ফেলা শুভমান নিয়মিতভাবে দলকে ভরসা দেওয়ার পাশে কুড়ির ক্রিকেটে তাঁর অস্তিত্বেরও জানান দিয়ে চলেছেন।

ব্যাটিং প্রস্তুতির আগে স্ট্রেচিংয়ে শুভমান গিল। শুক্রবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

বাঁচার ম্যাচে ইডেনে কাঁটা গিল-সাই

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৫ মে : দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

হাঁসফাঁস গরমে যদিও বিরতি নেই। কলকাতা নাইট রাইডার্সের সাজঘরের পরিবেশ অবশ্য আরও গুমোট। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হার জটিল করে দিয়েছে প্লে-অফের অঙ্ক। আশাটা আরও ক্ষীণ। কিন্তু কথায় আছে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। ক্ষীণ আশাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে শনিবার কেকেআরের জন্য আরও এক 'মরণবাঁচন' ম্যাচ। হার মানেই স্বপ্নভঙ্গ, আরও এক বছর অপেক্ষা। লক্ষ্যপূরণে শান দিতে বিকেল হতে না হতেই সদলবলে ইডেন গার্ডেন্সে হাজির শাহরুখ খানের নাইটরা। স্বস্তি বাড়িয়ে হাজির বরুণ চক্রবর্তীও। আরসিবি-র বিরুদ্ধে বরুণের অনুপস্থিতি ভুগিয়েছিল। শুক্রবার নেটে বেশ কিছুক্ষণ বল করলেন। কিন্তু আগামীকাল বরুণ খেলবেনই, জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। খটকার কারণ, এখনও খোঁড়াচ্ছেন। প্রশ্ন, আগামীকাল বরুণের খেলায় কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে না তো? উত্তরের অপেক্ষায় টস পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া বোধহয় উপায় নেই।

শাহরুখ ব্রিগেড (১১ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট, আট নম্বরে) যখন খাদের কিনারে, তখন প্রতিপক্ষ গুজরাট টাইটান্স প্লে-অফ থেকে এক ধাপ দূরে। ১২ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের সেকেন্ড বয়। ইডেন দ্বৈরথে জয় মানে প্লে-অফের টিকিট নিয়ে ফেরা। টানা ৫ ম্যাচ জেতার পর প্রাক্তন নাইট শুভমান গিল যে সুযোগ হাত ছাড়ায় নারাজ।

আর অধিনায়ক শুভমানের জন্য ইডেন, কেকেআর বরাবরই আলাদা অনুভূতি। ২০২১ সালের পর কিছুটা অবাক করে গিলকে ছেড়ে দিয়েছিল কেকেআর। যে হতাশা আড়ালও করেননি। পরবর্তী সময়ে যখনই ইডেনে পা রেখেছেন, জবাব দেওয়ার বাড়তি তাগিদ দেখা গিয়েছে। আগামীকাল আবার গ্যালারিতে থাকবেন শুভমানের বাবা লখিন্দরও। এদিন ইডেনে বসেই পুত্রকে নিয়ে ইডেনের স্মৃতিচারণও করলেন।

ইডেনে আসা তাঁর নতুন নয়। আগেও বেশ কয়েকবার এসেছেন। শুরুতে নাইটদের সমর্থক হিসেবে। আগামীকাল থাকবেন গুজরাটের হয়ে গলা ফাটাতে। আশাবাদী, আগামীকাল শুভমান ও গুজরাটের সাফল্যের সুখস্মৃতি নিয়ে ফিরবেন। লম্বা সময় অনুশীলনে সেই প্রতিশ্রুতিই যেন রাখছিলেন শুভমানও। সঙ্গী বি সাই সুদর্শনও। পেশিশক্তির আস্ফালনের বদলে চলতি আইপিএলে যে জুটি অন্য স্বাদের ক্রিকেট উপহার দিচ্ছেন।

আগামীকাল গুজরাটের গাঁট টপকাতে সাই-শুভমান কাঁটা শুরুতেই উচ্ছেদ করা অগ্রাধিকারের তালিকায়। নতুন বলে যে দায়িত্বে থাকা কার্তিক ত্যাগী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেও দিলেন, যত দ্রুত সম্ভব শুভমানদের ফেরাতে চান। গুজরাট ব্যাটিং টপ থ্রি-র ওপর নির্ভরশীল। সাই, শুভমানের সঙ্গে জস বাটলার আগামীকাল ফের কেকেআরের কাঁটা হতে চাইবেন।

টপ থ্রি-র জন্য নাইট থিংকট্যাংকের কী পরিকল্পনা থাকে, চোখ থাকবে। তবে মিডল অর্ডার দুর্বল মানতে নারাজ গুজরাট শিবির। এদিন ইডেনে বসে টিম ডিরেক্টর (ক্রিকেট) বিক্রম সোলাঙ্কির পালটা দাবি, ওয়াশিংটন সুন্দর নিয়মিত রান পাচ্ছেন। ভরসা জোগাচ্ছেন নতুন মুখ নিশান্ত সিন্ধু। রাহুল তেওয়াটিয়াও রয়েছে। মাঝের ওভারে সেক্ষেত্রে সুনীল নারায়ণের স্পিন-রহস্য নিশ্চিতভাবে এক্স ফ্যাক্টর হতে চলেছে। আগামীকাল অবশ্য মূল চ্যালেঞ্জ নাইট ব্যাটারদের জন্য।

সৌজন্যে কাগিসো রাবাদা, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, রশিদ খানদের নিয়ে গড়া গুজরাট বোলিং। জেসন হোল্ডারের উপস্থিতিতে তা আরও শক্তিশালী। শেষ পাঁচে চারটি জয় এলেও নাইটদের ব্যাটিং-দুর্বলতা ঢাকা যাচ্ছে না। মাথাব্যথা স্বয়ং আজিঙ্কা রাহানে। এদিন ইডেনে ঢুকেই সোজা নেটে। প্রথমে থ্রো ডাউন। তারপর স্পিন, পেস পিচে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনুশীলন। কিন্তু তাতে কী ক্রমশ লম্বা ব্যাডপ্যাচ কাটবে?

অঙ্গকৃষ রঘুবংশী, ক্যামেরন গ্রিন, রিঙ্কু সিংরা রান পাচ্ছেন। তবে নাইট-ব্যাটিংয়ে এক্স ফ্যাক্টর ফিন অ্যালেন। রাবাদা-সিরাজের বিরুদ্ধে পাওয়ার প্লে-তে অ্যালেনের একটা বিস্ফোরক ইনিংস অনেক অঙ্ক বদলে দিতে পারে। প্রথম সাক্ষাৎকারে আহমেদাবাদে শুভমানের (৮৬) অধিনায়কোচিত ইনিংস জল ঢেলে দেয় ক্যামেরন গ্রিনের একক লড়াইয়ে। আগামীকাল? একক প্রদর্শনী নয়, প্রয়োজন দলগত প্রচেষ্টা। বাজিগড়ের দল সেই দাবিটা আগামীকাল ইডেনে মেটাতে পারে কিনা, সেটাই দেখার।

দুই দল অনুশীলন শেষ করে বেরোনোর পর মাঠ ঢাকার আগেই রাতের ইডেনে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। শনিবার ম্যাচের সময়ও কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে আগামীকালের দ্বৈরথে বরুণদেব কি কাঁটা হতে চলেছেন?

আইপিএলে আজ

INDIAN PREMIER LEAGUE

কলকাতা নাইট রাইডার্স
বনাম **গুজরাট টাইটান্স**
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কলকাতা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

অনুশীলনের পথে আজিঙ্কা রাহানে।

ফ্রান্স অধিনায়ক সম্ভবত এমবাপে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ মে : শেষ দুইবারের ফাইনালিস্ট তো বটেই, তার মধ্যে আবার একবার চ্যাম্পিয়ন! এহেন দলে ঝলমলে তারকা সমাবেশ থাকাই স্বাভাবিক। ঠিক তেমনটাই দেখা যাচ্ছে দিদিয়ের দেশঁর স্কোয়াড ঘোষণায়।

আসন্ন বিশ্বকাপের ২৬ জনের দল ঘোষণা করে দিল ফ্রান্স। যাকে এই মুহূর্তে এবারের বিশ্বকাপের সেরা শক্তিশালী দলগুলির মধ্যে রাখছেন বিশেষজ্ঞরা। দলে একাধিক ইংলিশ প্রিমিয়ার তারকার সমাবেশের ফলে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমও সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে প্রথম তিনে রাখছে ফ্রান্সকে। দলে আছেন লুকাস

দিগনে, মালো গুস্তো, ইব্রাহিমা কোনাতে, উইলিয়াম সালিবা, রায়ান চেরকিরা তো ডাক পেয়েছেনই, তার সঙ্গে ক্রিস্টাল প্যালেসের জিন-ফিলিপ মাতেতা ও ম্যাক্সেন্স ল্যাক্রোয়ার সুযোগ পাওয়া নিয়েও আলোচনা তুঙ্গে। এর মধ্যে ম্যাক্সেন্স ল্যাক্রোয়া এর আগে গত মার্চে একবারই মাত্র জাতীয় দলে ডাক পান। অন্যদিকে, মাতেতা গত অক্টোবর থেকে জাতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছেন। এঁদের বাইরে স্বাবাকিভাবেই ফ্রান্সের অ্যাটাকিং স্কোয়াড কিলিয়ান এমবাপে, ব্যালন ডি'অর জয়ী ওসমানে ডেম্বেলে, দেজিরে দুয়ে, মাইকেল ওলিসে, চেরকি, ম্যাগনেস আকলিউশদের নিয়ে সমৃদ্ধ। তবে র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানিকে ২৬ জনের দল থেকে বাদ দেওয়া অনেকেরই চোখ কপালে তুলেছে। যদিও দেশঁ ফ্রান্সের এক টেলিভিশন চ্যানেলে পরিষ্কার বলেছেন, 'এমন নয় যে এই স্কোয়াডে সেরা ২৬ জনই জায়গা পেয়েছে। কিন্তু দলটা যেভাবে খেলবে তার সঙ্গে ভারসাম্য রাখা হয়েছে। পারফরমেন্সই ছিল বাতিল হওয়া বা দলে ঢোকার একমাত্র মানদণ্ড।' দলের অধিনায়ক সম্ভবত এমবাপেই হচ্ছেন। রাশিয়া ও কাতারের পর তিন নম্বর বিশ্বকাপেরও ফাইনালে তাঁকে দেখা যাবে বলে অনেকেই মনে করছেন। তবে গত মাসে থাইয়ের পেশির চোট তাঁকে এতটাই ভুগিয়েছে যে তিনি লা লিগার বেশ কিছু ম্যাচ খেলতে পারেননি। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা থাকছে তা নিয়ে। এমবাপে এবং ডেম্বেলের ফর্মের উপরে কিন্তু অনেককিছু নির্ভর করবে। চেরকির এটাই প্রথম বিশ্বকাপ।

আর্সেনালের সালিবার সঙ্গে অভিজ্ঞ ডায়োট উপামেকানো থাকবেন ডিফেন্স সামলানোর। এঁদের সঙ্গী হবেন কোনাতে এবং ল্যাক্রোয়া। গত বিশ্বকাপে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে এমবাপে, ডেম্বেলে ছাড়া আছেন এনগোলো কান্তে ও লুকাস হার্নান্ডেজ। তারকা খচিত দল হলেও ফ্রান্সের এই মুহূর্তে বোধহয় সবথেকে দুর্বলতা গোলকিপিং পজিশন নিয়ে। রবিন রিসার সেই অর্থে একেবারেই অনামী। এর বাইরে এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা ও হুগো একিটিকেও চোটের জন্য বাদ। এই বিশ্বকাপের পরই ফ্রান্সের দায়িত্ব ছাড়ছেন দেশঁ। ২০১৮ বিশ্বকাপ থেকে তিনিই দায়িত্বে এবং তাঁর দেশকে প্রায় অজেয় করে তুলেছেন ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের এই অধিনায়ক। সেবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ২০২২ সালে আর্জেন্টিনার কাছে টাইব্রেকারে হেরে রানার্স হয় ফ্রান্স। এই প্রসঙ্গে দেশঁ বলেছেন, '১৪ বছর হয়ে গেল। যদি মানুষ আমার অবসর নিয়ে ভাবে তাহলে বলি আমার একটা নিজস্ব জীবন আছে। বিশ্বকাপ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই মুহূর্তে।' যা খবর, তাঁর জায়গায় দেশঁরই প্রাক্তন সতীর্থ জিনেদিন জিদানের আসার সম্ভাবনা প্রবল। প্রসঙ্গত, ফ্রান্স এবারের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে ১৬ জুন সেনেগালের বিপক্ষে। গ্রুপে তারপর খেলবে ইরাক ও নরওয়ের বিপক্ষে।

নেতৃত্ব নিয়ে রসিকতা বুমরাহর

রোহিতের জন্য ৪৫ সেলিব্রেশন তিলকের

ধরমশালা, ১৫ মে : রায়ান রিকেলটনের ঝোড়ো শুরুর পরও অর্শদীপ সিং, যুযবেন্দ্র চাহাল, আজমাতুল্লাহ ওমরজাইদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে রোহিত শর্মা, নমন ধীরদের হারিয়ে মাঝের ওভারে চাপে পড়ে গিয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কিন্তু প্রথমে শেরফানে রাদারফোর্ড ও পরে উইল জ্যাকস নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিংয়ে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে জিতিয়ে ফেরেন তিলক ভার্মা (৩৩ বলে ৭৫)। জয়ের পর আঙুলের ইশারায় তিলকের '৪৫' সেলিব্রেশন আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে। সরাসরি না বললেও রোহিতের জন্যই যে তিলকের এহেন সেলিব্রেশন তা বোঝা গিয়েছে।

জয়ের স্বস্তি নিয়ে ম্যাচের সেরা তিলক বলেছেন, 'আমি আগেও বলেছি, ম্যাচ ফিনিশ করতে ভালোবাসি। বিশ্বকাপ, দেশের জার্সিতে নিয়মিত খেলে আত্মবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা বেড়েছে। এতটা মন্থর, লো বাউন্সের উইকেট আশা করিনি। পাঞ্জাবও প্রথম ১৫ ওভারে সমস্যায় পড়েছিল। আমাদের শেষ ওভার পর্যন্ত ম্যাচ নিয়ে যাওয়ার ভাবনা ছিল। জানতাম, শেষ ওভার পর্যন্ত ক্রিজে থাকলে ম্যাচ জিতিয়ে ফিরতে পারব।'

১৬তম ওভারে যুযবেন্দ্র চাহালের থেকে ২০ রান নিয়ে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন তিলক। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'দ্বিতীয় টাইম আউটের সময় কোচের সঙ্গে কথা হয়েছিল। বলেছিলাম, ম্যাচ জিততে একটা বড় ওভার দরকার। সেটা চাহালের ওভারে পেয়ে গিয়েছিলাম। ম্যাচ জেতাতে পেরে ভালো লাগছে। জ্যাকসের ইনিংসও দলের জয়ে সাহায্য করেছে।'

গতকাল প্রথমবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়কত্ব করেন জসপ্রীত বুমরাহ। অতীতে টিম ইন্ডিয়াকে টেস্ট ও টি২০-তে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। যা নিয়ে রসিকতা করে বুমরাহ বলেছেন, 'দেশকে টেস্ট ও টি২০-তে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এবার বাকি থাকল ওডিআই। কিন্তু সেটা হবে বলে মনে হয় না। তবে কখনও ভাবিনি মুম্বইকে নেতৃত্ব দেওয়ার আগে ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়ক হয়ে যাব।'

জয়ের মাঝেও অবশ্য অস্বস্তি রয়েছে মুম্বই শিবিরে। পাঞ্জাব ম্যাচে আম্পায়ারকে গালাগালি করায় ম্যাচ ফি-র ১৫ শতাংশ কাটা গেল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ব্যাটিং কোচ কায়রন পোলার্ডের।

> **দ্বিতীয় টাইম আউটের সময় কোচের সঙ্গে কথা হয়েছিল। বলেছিলাম, ম্যাচ জিততে একটা বড় ওভার দরকার। সেটা চাহালের ওভারে পেয়ে গিয়েছিলাম। ম্যাচ জেতাতে পেরে ভালো লাগছে। জ্যাকসের ইনিংসও দলের জয়ে সাহায্য করেছে। -তিলক ভার্মা**

ম্যাচ জয়ের পর রোহিত শর্মাকে উদ্দেশ্য করে '৪৫' সেলিব্রেশন তিলক ভার্মার।

সৌদি লিগের অ্যাম্বাসাডর যুবরাজ

জেড্ডা, ১৫ মে : ফুটবলের পর এবার ক্রিকেটেও বড় বিনিয়োগ করতে চলেছে সৌদি আরব। প্রাক্তন ভারতীয় তারকা যুবরাজ সিংকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করে ডুন্স লিগ টি২০ নামে নিজেদের প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ চালু করতে চলেছে তারা।

সৌদি আরব ক্রিকেট ফেডারেশনের উদ্যোগে ২০২৬ সালের অক্টোবরে ছয়টি দলকে নিয়ে এই লিগ শুরু হবে। সদ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া তারকারাই এই লিগে অংশ নেবেন। খেলোয়াড়দের সর্বাধিক বেতন হতে পারে এক লক্ষ ডলার পর্যন্ত। ক্রিকেটের মানোন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্ব মানচিত্রে সৌদি আরবকে তুলে ধরাই এই টুর্নামেন্টের মূল লক্ষ্য। মধ্যপ্রাচ্যে আইএলটি২০-র পর এটি হতে চলেছে দ্বিতীয় বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ।

হার্দিককে কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ অশ্বীন

চেন্নাই, ১৫ মে : চোট এবং লাগাতার অফ ফর্মের কারণে প্রবল সমালোচনার মুখে থাকা হার্দিক পান্ডিয়ার পাশে দাঁড়ালেন অভিজ্ঞ স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলিং থেকে বাঁচতে হার্দিককে 'গন্ডারের চামড়া' তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

পিঠের চোটের কারণে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের শেষ কয়েকটি ম্যাচে খেলেননি হার্দিক। বর্তমানে তিনি মুম্বইয়ে রিহ্যাবে রয়েছেন এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে পরবর্তী ম্যাচে ফিরতে পারেন বলে সতীর্থ শার্দূল ঠাকুর জানিয়েছেন। তবে দল হিসেবে মুম্বইয়ের এই জঘন্য পারফরমেন্সের জন্য শুধুমাত্র হার্দিককে কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ অশ্বীন।

অশ্বীন বলেছেন, 'এই মরশুমে আমি হার্দিকের অধিনায়কত্বের কোনও বিচারই করব না। গোটা দল যখন ব্যর্থ হয়, তখন সব দায় অধিনায়কের ঘাড়ে চাপানো অনুচিত। রোহিত শর্মার মতো একজন সফল নেতার জুতোয় পা গলানো মোটেও সহজ কাজ নয়। বর্তমান যুগে সোশ্যাল মিডিয়ায় টিকে থাকতে হলে গন্ডারের চামড়া থাকা ভীষণ জরুরি।'

অধিনায়কত্বের পাশপাশি ব্যাট হাতেও চূড়ান্ত ব্যর্থ হার্দিক (৮ ইনিংসে ১৪৬ রান)। তবে অশ্বীন তাঁর ফিটনেস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, শর্ট বা হার্ড লেংথ বল খেলতেও হার্দিক ইদানীং দেরি করছেন, যা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। অশ্বীন বলেছেন, 'হার্দিকের মতো ম্যাচ উইনাররা এমন ভুল করে না। ওর চোট রয়েছে কি না বা ব্যাটের ওজনে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার।' অশ্বীনের মতে, হার্দিকের মতো বিরল প্রতিভার এক-আধটা মরশুম খারাপ যেতেই পারে, তাই তাঁকে একটু সময় দেওয়া উচিত।

উদ্দীপ্ত ইস্টবেঙ্গল, নিস্তেজ সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মে : ডার্বির আগেই চওড়া হাসি ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মুখে। সবুজ-মেরুন শিবিরের ছবিটা ঠিক তার উলটো।

রবিবার আইএসএলে মহারণ। সময় যত এগোচ্ছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বড় ম্যাচ নিয়ে উত্তাপও ক্রমশ বাড়ছে। আইএসএলে এখনও পর্যন্ত বাংলার দুই প্রধান যখনই মুখোমুখি হয়েছে শেষ হাসি হেসেছে সবুজ-মেরুন। তবে এবারের পরিস্থিতি একেবারে আলাদা। মর্যাদার ডার্বিই এবার খেতাব নির্ণায়ক। প্রথমবার আইএসএল শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের বিচারেও একটু হলেও এগিয়ে অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। সেখানে শেষ দুই ম্যাচে মোহনবাগান যে শুধু আটকে গিয়েছে তাই নয়, জেমি ম্যাকলারেন, সাহাল আব্দুল সামাদদের খেলা সবুজ-মেরুন জনতার মন ভরাতে পারেনি। যার প্রতিফলন দেখা গেল ডার্বির আগে অনুশীলনের সময়ও।

শুক্রবার বিকেলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে একই সময় প্রস্তুতি সারল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল। সমর্থকদের উপস্থিতির নিরিখে সবুজ-মেরুনকে টক্কর দিল লাল-হলুদ জনতা। অনুশীলন শেষে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা যখন একে একে মাঠ ছাড়ছেন বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁদের ক্রমাগত উদ্দীপ্ত করে গেলেন একঝাঁক সমর্থক। কোচ অস্কার ব্রুজোঁ তাদের দেখে আবার গাড়ি থামিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত বাড়িয়ে দিলেন। ইস্টবেঙ্গলের লোগো দেখিয়ে যেন আশ্বস্ত করলেন লাল-হলুদ জনতাকে।

সেখানে ইন্টার কাশী ম্যাচের পর তিনদিন কেটে গেলেও মোহনবাগান শিবিরের গুমোট ভাবটা কাটেনি এখনও। পরিবেশ বেশ থমথমে। বোঝা যাচ্ছে, চাপে রয়েছেন ফুটবলাররা। সমর্থকদের মধ্যে ডার্বি জয়ের আকুতি রয়েছে কিন্তু উদার্ত কণ্ঠে তারা স্লোগান দিতে পারছেন কি? ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা বলছেন, 'এই সুযোগ হাতছাড়া করার প্রশ্নই নেই।' মন্ত্রটা তারা ছড়িয়ে দিতে চাইছেন ফুটবলারদের মধ্যেও।

অনুশীলনের সময়ও বেশ ফুরফুরে মেজাজেই দেখা গেল অ্যান্টন সোজবার্গ, এডমুন্ড লালরিনডিকাদের। সাউল ক্রেসপো না থাকায় ডার্বিতে মাঝমাঠে মহম্মদ বসিম রশিদ, মিগুয়েল ফিগুয়েরোর সঙ্গে শুরু করতে পারেন জিকসন সিং। রক্ষণ জমাট রাখতে কেভিন সিবিল্লে, আনোয়ার আলির সঙ্গে মহম্মদ রাকিপ ও লালচুংনুঙ্গাকে রেখে দল সাজানোর ভাবনা রয়েছে ব্রুজোঁর। আক্রমণভাগে বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। মোহনবাগানের প্রথম একাদশ নিয়ে অবশ্য ধোঁয়াশা রয়েছে। আপুইয়া ফিট হলেও ৯০ মিনিট খেলার জায়গায় নেই। এদিন আবার অনুশীলন শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে ফিজিও ও চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে মাঠ ছাড়লেন অভিষেক সিং টেকচাম। যা নিঃসন্দেহে উদ্বেগ বাড়াল সমর্থকদের। যদিও অভিষেকের গুরুতর কোনও চোট নেই বলেই খবর।

ডার্বি ম্যাচের আগে স্পনসরদের অনুষ্ঠানে জেমি ম্যাকলারেন, বিশাল কেইথ, শুভাশিস বসু, অ্যান্টন সোজবার্গ, বিপিন সিংরা। ছবি : ডি মণ্ডল

নিজেকে প্রমাণের জন্য খেলতে চাই না : বিরাট

বেঙ্গালুরু, ১৫ মে : দেশের জার্সিতে টি২০ ও টেস্ট তাঁর জীবনে এখন অতীত। কিন্তু আগামী বছরের ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনায় রোহিত শর্মার মতো বিরাট কোহলিও ভালোরকম রয়েছেন। তবে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য যে আগামী বছরের বিশ্বকাপ বিরাট খেলতে চান না, সেটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন তিনি।

চলতি আইপিএলে একটি শতরান সহ ১২ ম্যাচে ৪৮৪ রান করে কমলা টুপির দৌড়ে তিন নম্বরে রয়েছেন কোহলি। যদিও তার মধ্যেই আগামী বছরের ওডিআই বিশ্বকাপের ভাবনা চলছে বিরাটের মধ্যে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর একটি পডকাস্টে যা নিয়ে মনের জানলা খুলে দিয়েছেন ৩৭ বছরের কোহলি। বলেছেন, 'আমার চিন্তাভাবনা খুব পরিষ্কার। আমি যে পরিবেশে (পড়ুন দলে) আছি সেখানে যদি গুরুত্ব যোগ করতে পারি বা সেই পরিবেশ যদি আমাকে গুরুত্ব দেয় তাহলে অবশ্যই আমাকে আপনারা দেখতে পাবেন। কিন্তু আমার যদি মনে হয় নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে তাহলে আমি পরদিনই অবসর নিয়ে নেব।'

শুভমান গিল নেতৃত্বে থাকলেও 'রোকো' জুটি এখনও ভারতীয় ওডিআই দলের নিউক্লিয়াস। আসমুদ্র হিমাচলও রোহিত-বিরাটের থেকে 'লাস্ট ডান্স'-এর অপেক্ষায় রয়েছে। আগামী বছরের ওডিআই বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে বিরাট বলেছেন, 'আমরা এখন ২০২৬ সালের মাঝামাঝিতে আছি। আমাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আমি আগামী বছরের বিশ্বকাপ খেলতে চাই কি না? আমি কেন হঠাৎ নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের মধ্যে সন্দেহ তৈরি করব। আমি অবশ্যই বিশ্বকাপ খেলতে চাই। ভারতের হয়ে বিশ্বকাপ খেলতে পারার চেয়ে ভালো অনুভূতি আর কিছু হয় না। কিন্তু কারও কাছে কিছু প্রমাণ করার ইচ্ছা, মানসিকতা নিয়ে আমি মাঠে নামতে পারব না।'

নিজের প্রস্তুতি নিয়েও মুখ খুলেছেন বিরাট। বলেছেন, 'আমি এখনও অনেকের থেকে বেশি পরিশ্রম করি। আপনি যদি বলে, ওডিআই ম্যাচে ৪০ ওভার বাউন্ডারির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়াতে হবে তাহলে বিনা অভিযোগে আমি সেটা করব। কারণ আমি নিজেকে সেভাবেই তৈরি করি। ওডিআই ম্যাচে এখনও আমি প্রতিটা ডেলিভারিকে কেরিয়ারের শেষ ভেবে খেলি।'

পাঞ্জাব কিংস ম্যাচ খেলতে ধরমশালার পথে বিরাট কোহলি। শুক্রবার।

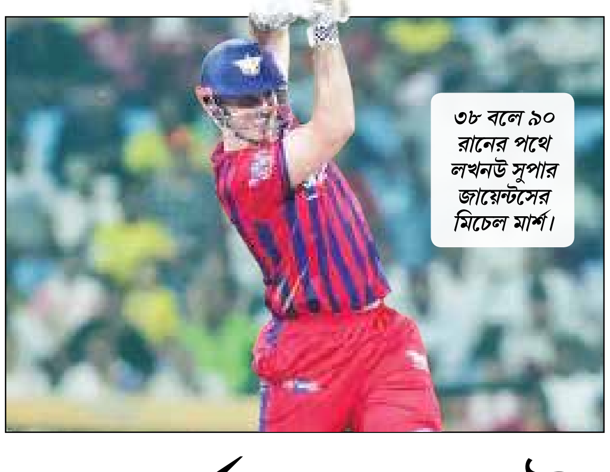

৩৮ বলে ৯০ রানের পথে লখনউ সুপার জায়েন্টসের মিচেল মার্শ।

মার্শের দাপটে চাপে চেন্নাই

চেন্নাই সুপার কিংস- ১৮৭/৫
লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৮৮/৩
(১৬.৪ ওভারে)

লখনউ, ১৫ মে : পাঞ্জাব কিংসের টানা হার চতুর্থ দল হিসেবে প্লে-অফের দরজা খোলার সুযোগ এনে দিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংসের সামনে। সুযোগ কাজে লাগাতে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাওয়া লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে শুক্রবার জয়ের টার্গেট নিয়ে নেমেছিল চেন্নাই। কিন্তু সহজ অঙ্কটাই কঠিন করে দিলেন মিচেল মার্শ (৩৮ বলে ৯০)। দুর্ভাগ্যজনকভাবে রানআউট হওয়ার আগে তিনি একানা স্টেডিয়ামের বাইশ গজে চেন্নাই বোলারদের দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছিলেন। জোশ ইনগ্লিসের (৩৬) সঙ্গে ওপেনিং জুটিতেই তিনি তুলে দেন ১৩৫ রান। এরপর এক বলের ব্যবধানে দুইজনে ফিরে গেলেও অঘটন ঘটতে দেননি নিকোলাস পুরান (অপরাজিত ৩২) ও মুকুল চৌধুরী (অপরাজিত ১৩)। লখনউ ১৬.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৮৮ রান তুলে নেয়।

এবারের আইপিএল সাফারিতে হলুদ জার্সির মসীহা হয়ে ওঠা সঞ্জু স্যামসনকে শুরু থেকেই অস্বস্তিতে রেখেছিলেন আকাশ সিং। যার পুরস্কার হিসেবে তিনি পেয়ে যান সঞ্জুর (২০) উইকেট। এর আগের ওভারেই আকাশ (২৬/৩) তুলে নেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে (১৩)। চেন্নাইয়ের শেষ ম্যাচে ১৩ বলে অর্ধশতরান করা উর্ভিল প্যাটেলও (৬) শিকার হয়েছেন আকাশের। ৫২/৩ পরিস্থিতি থেকে দলের হাল ধরেন কার্তিক শর্মা। এর আগে গোটা দুয়েক ইনিংসে সহযোগীর ভূমিকায় নজর কাড়লেও এদিন তিনি ছিলেন প্রধান চরিত্রে। ডিওয়াল্ড ব্রেভিসকে (১৬ বলে ২৫) নিয়ে চতুর্থ উইকেটে ৭০ রানের জুটিতে কার্তিক (৪২ বলে ৭১) ধাক্কা সামলান। ডেথ ওভারে শিবম দুবের (১৬ বলে অপরাজিত ৩২) বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে চেন্নাই শেষ করেছে ১৮৭/৫ স্কোরে। শুরুতে আশা জাগালেও শিবমের আগ্রাসী মেজাজে বোলিং ফিগার অনেকটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল মহম্মদ সামির (৪১/১)। যদিও মার্শের তাণ্ডবে তা ঢেকে যায়।

ব্যর্থতা ঢাকতে যুক্তি জেমির

ইতিবাচক মানসিকতা শক্তি : বিপিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মে : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কাছে ডার্বিই এবার আইএসএলের ফাইনাল। শিরোপার দৌড়ে থাকতে জয় ছাড়া বিকল্প কোনও পথ খোলা নেই সবুজ-মেরুনের সামনে। ইস্টবেঙ্গলের অবশ্য ড্র করার সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি যা তাতে শেষ ম্যাচ জিতলেই প্রথমবারের জন্য আইএসএল খেতাব ঘরে তুলবে লাল-হলুদ।

এই পরিস্থিতিই ফুটবলারদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি করেছে, বলছেন লাল-হলুদ আক্রমণভাগে আন্যতম ভরসা বিপিন সিং। মুম্বই সিটি এফসি-র চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য বিপিন। বড় মঞ্চে অভিজ্ঞ মণিপুরি উইঙ্গার। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তাঁর ট্র্যাক রেকর্ডও বেশ ভালো। বড় ম্যাচের আগে সেই বিপিন বলেছেন, 'ডার্বি জেতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। কখনও কখনও খারাপ সময় যায়। গত ম্যাচের তুলনায় ডার্বিতে ভালো খেলব আমরা। এই বিশ্বাসটুকু আছে। মোহনবাগানকে হারাতে পারলে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে যাব আমরা। তাই একটা ইতিবাচক মানসিকতা কাজ করছে আমাদের মধ্যে। যে কোনও মূল্যে ম্যাচটা জিততেই হবে।'

ডার্বিতে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে জেমি ম্যাকলারেনের। অজি তারকা বলেছেন, 'আরও একটা ডার্বিতে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছি, দারুণ উত্তেজনা কাজ করছে ভেতরে ভেতরে। আপাতভাবে আর পাঁচটা ম্যাচের মতো হলেও এর সঙ্গে বিশেষ অনুভূতি লুকিয়ে আছে। আমরা দুই দলই লিগ জিততে চাই।' শেষ কয়েকটা ম্যাচে গোল খরায় ভুগছে মোহনবাগান। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে জেমির যুক্তি, 'প্রতিপক্ষ হিসাবে যে দলগুলিকে পেয়েছি তাদের রক্ষণ খুবই শক্তিশালী ছিল। আমাদের আক্রমণ বারবার ব্যাহত করেছে তারা। কাজেই এই বিষয়ে আমরা একেবারেই চিন্তিত নই। এছাড়া আমাদের কোনও সমস্যা নেই।' ডার্বিতেও যে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না তা কে বলতে পারে? বিকল্প স্ট্র্যাটেজি তৈরি রাখতেই হবে লোবরাকে।

লাল-হলুদ শিবিরের নতুন সদস্য অ্যান্টন সোজবার্গও ডার্বির উত্তাপ টের পাচ্ছেন। এদিন তিনি বলেছেন, 'যেখানেই যাচ্ছি, সমর্থকদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে ডার্বি জয়ের অবদান শুনছি। ম্যাচটার মাত্রা বুঝতে পারছি তাতেই। এটা আমার প্রথম ডার্বি। দারুণ উত্তেজিত। ম্যাচটা জিতে স্মরণীয় করে রাখতে চাই। সবার মতো আমিও এমন একটা ম্যাচে কিছু অবদান রাখতে চাইব।' ইস্টবেঙ্গলের খেতাব জয় নিয়েও আত্মবিশ্বাসী অ্যান্টন। বলেছেন, 'যোগ্য দল হিসাবেই চ্যাম্পিয়ন হব আমরা।'

ডার্বির অনুশীলনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

খেই হারিয়েছেন শ্রেয়সরা : হ্যাডিন

ধরমশালা, ১৫ মে : টানা পাঁচ ম্যাচ হেরে আইপিএলের প্লে-অফের দৌড়ে এখন বেশ চাপে পাঞ্জাব কিংস। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে হারের পর দলের সহকারী কোচ ব্র্যাড হ্যাডিন এই ধারাবাহিক ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত করতে গিয়ে স্নায়ুর চাপকেই মূল কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হ্যাডিন স্পষ্ট বলেছেন, 'গত কয়েকটি ম্যাচে আমরা চাপের মুখে একেবারেই মাথা ঠান্ডা রাখতে পারিনি। টুর্নামেন্টের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এসে বড় মুহূর্তে সেরা খেলাটা মেলে ধরা ভীষণ জরুরি, কিন্তু আমরা সেখানেই বারবার ব্যর্থ হচ্ছি।'

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে রেকর্ড ২৬৪ রান তাড়া করে জেতার পর হঠাৎ করেই খেই হারিয়েছে পাঞ্জাবের ব্যাটিং লাইনআপ। হ্যাডিন বলেছেন, 'আমাদের এই খারাপ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা নিজেদেরই খুঁজতে হবে। বাকি দুইটি ম্যাচে (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে) সেরা ক্রিকেট খেলা ছাড়া আর কোনও বিকল্প আমাদের সামনে নেই।' প্রাক্তন কিউয়ি পেসার মিচেল ম্যাকক্লেনাঘানও পাঞ্জাবের টপ অর্ডার ব্যাটারদের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, 'আগের ম্যাচগুলির সেই আগ্রাসী মানসিকতা এখন উধাও, টপ অর্ডারকে পুরোপুরি দিশাহারা দেখাচ্ছে।'

ব্যাটিং ব্যর্থতার পাশাপাশি দলের থিঙ্কট্যাঙ্কের কৌশলগত ত্রুটি নিয়েও তীব্র কাটাছেঁড়া চলছে।

আর্থিক সমস্যা আগামী ফুটবল মরশুমেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ মে : আর্থিক সমস্যায় ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ও আই লিগের বহু ক্লাব। যার জেরে ক্লাবের কাজকর্ম দ্রুত বন্ধ করতে চলেছে তারা।

সদ্য নির্বাচনি উত্তেজনা কাটিয়ে কলকাতা এখন ফের ডার্বির উত্তাপে নিজেদের সেঁকে নিতে তৈরি। রবিবারের মেগা শো-তে হয়তো দেখা যাবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে সহ একাধিক কর্তাকে। এমনকি হয়তো সদ্য রাজ্যের মসনদে বসা নেতা-মন্ত্রীদেরও দেখা মিলতে পারে। কারণ বহুদিন বাদে চ্যাম্পিয়নশিপের মুখে দাঁড়িয়ে লড়তে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল। যা গত ১২ বছরের ইতিহাসে এর আগে কখনও হয়নি। তাই বাঙাল-ঘটির এই যুদ্ধ এখন সমর্থকদের কাছে পেয়েছে অন্য মাত্রা। সেই উত্তাপ এতটাই যে লড়াইয়ে নেমে পড়েছে স্পনসররাও। ম্যাচের দুইদিন আগেই কিংফিশার এক পাঁচতারা হোটেলে ইনফ্লুয়েন্সরদের ডেকে বাড়তি প্রচার নিতে হাজির করে ফেলল দুই প্রধানের তারকাদের। ম্যাচটার গুরুত্ব বেড়েছে ইন্টার কাশীর মতো দুর্বল দলের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে মোহনবাগান ও তারও আগে পাঞ্জাব এফসি-র সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ড্রয়ে। ফলে এখন যা পরিস্থিতি তাতে ডার্বি যে জিতবে তারই অ্যাডভান্টেজ। যদিও শরীরী ভাষায় বেশ দুর্বল লাগছে দিমিত্রিস পেত্রাতোস-শুভাশিস বসুদেরই। সেখানে বরং টগবট করে ফুটছেন অস্কার ব্রুজোঁর ছেলেরা। কারণ এই ম্যাচ জিতলেই তারা চ্যাম্পিয়ন, এমনকি ড্র করলেও।

তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এই দলটা থাকবে কিনা, বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামির সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ছাড়াছাড়ি হচ্ছে, নাকি ম্যাচের থেকেও এখন এসব নিয়ে থাকছে জল্পনা। একইভাবে প্রশ্ন উঠেছে মোহনবাগান ক্লাব ও সঞ্জীব গোয়েঙ্কার কোম্পানির সম্পর্ক নিয়েও। বিশেষ করে টুটু বোসের মৃত্যুর পর যেভাবে জায়েন্টের তরফে এক্স হ্যান্ডেল ছাড়া আর কোথাও সামান্য শোকপ্রকাশও করা হয়নি তাতে জল্পনা বেড়েছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে দুই প্রধানের ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে, তা এখনও পরিষ্কার নয়। কিন্তু আইএসএল এবং আই লিগের বেশ কিছু ক্লাবের অবস্থা যে বেশ খারাপ সেটা ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

চাপে বহু ক্লাব

যা খবর তাতে, দ্রুত কাজকর্ম বন্ধ করতে চলেছে চেন্নাইয়ান এফসি ও কেরালা ব্লাস্টার্স। এছাড়াও নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও স্বচ্ছ ধারণা না পেলে যে এফসি গোয়াও দল গড়ার কাজে আর হাত দেবে না সেটাও তাদের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ইন্টার কাশী, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। আই লিগে কলকাতার ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসি-র ভবিষ্যৎ নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। এই সব কিছুর জেরেই আগামী মরশুমের ডুরান্ড কাপে খেলার বিষয়ে সায় দেয়নি একটি ক্লাবও। ফলে সবমিলিয়ে আগামী মরশুম শুরু নিয়েও এবারের মতো জটিলতা তৈরির সম্ভাবনা প্রবল।

রিয়ালে গৃহযুদ্ধ, কটাক্ষ শুনলেন এমবাপে

মাদ্রিদ, ১৫ মে : চোট সারিয়ে মাঠে ফিরলেও সময়টা ভালো যাচ্ছে না কিলিয়ান এমবাপের। রিয়াল ওভিয়েদোর বিপক্ষে ২-০ গোলে জয়ের রাতে স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে সমর্থকদের কটাক্ষ শুনতে হল ফরাসি তারকাকে। এল ক্লাসিকোতে অনুপস্থিতি এবং সুস্থতার সময়ে ছুটি কাটাতে যাওয়া নিয়ে সমর্থকদের ক্ষোভের মুখে পড়েন এমবাপে। তাঁকে নিয়ে রিয়াল শিবিরে রীতিমতো গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে।

ম্যাচ শেষে এমবাপে জানান, কোচ আলভারো আরবেলোয়া তাঁকে দলের 'চতুর্থ পছন্দের স্ট্রাইকার' হিসেবে দেখছেন। ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়ানো এবং গঞ্জালো গার্সিয়ার পেছনে নিজের অবস্থান দেখে তিনি কিছুটা হতাশ। যদিও বদলি হিসেবে নেমে জুডে বেলিংহামের গোলে অবদান রেখেছেন তিনি। কোচ আরবেলোয়া অবশ্য একে 'ভুল বোঝাবুঝি' ও 'পরিস্থিতিগত সিদ্ধান্ত' বলে দায় এড়াতে চেয়েছেন।

বঞ্চনার উত্তর খুঁজতে সিবিআইয়ের ভরসায় পলি-প্রিয়মরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ মে : পলি সাহা, সোমা কুণ্ডু, সুরভী ঘোষ, প্রিয়ম চক্রবর্তী, প্রয়াস সাহাদের নামটা শিলিগুড়ির টেবিল টেনিস মহলে অপরিচিত নয়। জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধারাবাহিক সাফল্যের সুবাদে তাঁরা এই জায়গাটা করে নিয়েছেন। তারপরও এই শ্রবণ প্রতিবন্ধী প্যাডলাররা প্রাপ্য সম্মানটা পাননি বলেই দাবি করেন। দীর্ঘ আবেদন-নিবেদনের পর তাঁরা শেষ ভরসা হিসেবে প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাব সোসাইটি ও দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের মাধ্যমে সিবিআইয়ের দ্বারস্থ হয়েছেন। তদন্তকারী সংস্থার শিলিগুড়ি ইউনিটের মাধ্যমে তাঁরা সিবিআইয়ের যুগ্ম ডিরেক্টরের কাছে আবেদন রেখেছেন, জাতীয়-আন্তর্জাতিক সাফল্যের পরও কেন কেন্দ্রীয় সরকারের গাইড লাইন অনুযায়ী আর্থিক পুরস্কার বা প্রাপ্য পাবেন না? এই চিঠির কপি পাঠানো হয়েছে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর ডেফ ও সাংসদ রাজু বিস্টের কাছে।

তারপরই দাদার মাধ্যমে পলি তুলে ধরেছেন সাফল্যের তালিকা, ২০১৭ সালে গ্রীষ্মকালীন ডেফ অলিম্পিকে সিঙ্গলসে পঞ্চম, ২০০৫ সালে ওয়ার্ল্ড গেমসে ডাবলসে চতুর্থ ও ১৯৯৬ সালে গ্রীষ্মকালীন এশিয়া প্যাসিফিক গেমসে মিক্সড ডাবলস ও ডাবলসে ব্রোঞ্জ এবং টিম ইভেন্টে রুপো জয়। সঙ্গে পলির সংযোজন, দীর্ঘ দুই দশকের সাফল্যের পরও কোনও স্বীকৃতি পাইনি। বাধ্য হয়ে দাদার উপার্জনে বেঁচে রয়েছি। অনেকটা একই রকম হতাশা ধরা পড়ল প্রিয়মের মধ্যেও। ব্রাজিলে ডেফ অলিম্পিকে ও ওয়ার্ল্ড ডেফ গেমসে সিঙ্গলসে পঞ্চম স্থানাধিকারী প্রিয়ম জামাইবাবুর মাধ্যমে বলেছেন, 'অলিম্পিকে অংশগ্রহণের জন্য এককালীন একটা সাহায্য পেয়েছিলাম। কিন্তু তারপর আর কিছু জোটেনি। আমার বাবা নেই, মা চাকরি জীবনের শেষ প্রান্তে। তাই চিন্তা তো হয়!' লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার অবশ্য আশা দেখছেন। বলেছেন, 'আগেও আমরা বিভিন্ন জায়গায় দরবার করেছি। আশা করছি, সিবিআইয়ের থেকে খুব দ্রুত উত্তর পাব। ওদের সমস্যার সমাধান হবে।'

শ্রবণ প্রতিবন্ধী টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের জন্য সিবিআইয়ের কাছে আবেদন জানানো হল।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
মাথাভাঙ্গা-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 99C 21614 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাতে চাই। ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার জন্য আমি কয়েকটি দশ টাকা খরচ করেছি যা আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে। এটি আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য এখন থেকে আর্থিক স্বাধীনতা উপভোগ করার একটি দুর্দান্ত সূচনা হয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, মাথাভাঙ্গা - এর একজন বাসিন্দা প্রলয় পাল - কে 15.02.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

৩ উইকেট প্রিয়াংশু, দীপঙ্করের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের স্নাতকোত্তর স্তরের ক্রীড়ায় পুরুষদের আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেটে শুক্রবার কেমিস্ট্রি ১২ রানে মাইক্রোবায়োলজি-অ্যানথ্রোপলজিকে হারিয়েছে। টসে জিতে কেমিস্ট্রি ৮ ওভারে ৩ উইকেটে ৬৩ রান তোলে। বিনয় বিশ্বাস ৩৭ রান করেন। জবাবে মাইক্রোবায়োলজি-অ্যানথ্রোপলজি ৮ ওভারে ৬ উইকেটে ৫১ রানে আটকে যায়। দীপায়ন সরকার ১২ রান করেন। প্রিয়াংশু সিং ১৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

উত্তরের খেলা

ইংরেজি বিভাগ ৫৫ রানে জিওগ্রাফির বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ইংরেজি ৫ উইকেটে ১০৯ রান তোলে। নিলয় সরকার ৪৫ রান করেন। জবাবে জিওগ্রাফি ৫ উইকেটে ৫৪ রানে আটকে যায়। শাশ্বত গোপ ১০ রানে নেন ২ উইকেট। ইতিহাস বিভাগ ১০ উইকেটে সেন্টার অফ হিমালয়ান স্টাডিজ-মাস কমিউনিকেশনকে হারিয়েছে। প্রথমে হিমালয়ান স্টাডিজ-মাস কমিউনিকেশন ৭.২ ওভারে ২১ রানে গুটিয়ে যায়। দীপঙ্কর বর্মন ৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ইতিহাস ২ ওভারে বিনা উইকেটে ২২ রান তুলে নেয়। কম্পিউটার সায়েন্স ২০ রানে আইন বিভাগের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে কম্পিউটার সায়েন্স ৮ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৩ রান তোলে। সৌগত দাস মোদক ৪৫ রান করেন। দীপ দত্ত ৩০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে আইন বিভাগ ৮ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৩ রানে আটকে যায়। রাহুল দাস ২৯ রান করেন। আয়ুষ ঝা ২৫ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট।

ম্যাচের সেরা মৈনাক দে।

বড় জয় শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ মে : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৫ দুইদিনের ক্রিকেটে শুক্রবার শিলিগুড়ি ৭ উইকেটে জিতেছে উত্তর দিনাজপুরের বিরুদ্ধে। বসুন্ধরা মাঠে টসে হেরে উত্তর দিনাজপুর ২৭.২ ওভারে ৮২ রানে গুটিয়ে যায়। লবপ্রসাদ সাহার অবদান ৫১ রান। ম্যাচের সেরা মৈনাক দে ১৯ ও ধ্রুব পট্টনায়ক ৭ রানে ৩ উইকেট পেয়েছে। ভালো বোলিং করেছে দিব্যাংশ শর্মাও (৭/২)। জবাবে শিলিগুড়ি ২৫.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৩ রান তুলে নেয়। নিরুপম বর্মন ৩৫ ও অরিত্র চট্টোপাধ্যায় ২৭ রানে অপরাজিত থাকে।

বাঘা যতীনের ব্যাডমিন্টন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ মে : বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের তপন ঘোষ ট্রফি ব্যাডমিন্টন শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে পুরুষদের ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে রোহিত-দেবদূত, বিশাল-বিনায়ক, বাবান-পাপান, দেবতনু-প্রবাল, রৌহিশ-পল্লব, বিপুল-ধীরাজ, জিৎ-করণজিৎ, উত্তীয়-সৈকত।